# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1500, Saturday, 26 November, 2022 FREE www.parichoy.com

‘যুক্তরাষ্ট্র এক খুনিকে লালন-পালন করছে, তাদের আচরণই এমন’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

## আরো আছে...


- প্রথম পাতায় বামের কলাম যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি: তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ-৫ম পাতায়
- ৯ মাসে বাংলাদেশে ৮৩০ নারীকে ‘ধর্ষণ’, ‘ধর্ষণের’ পর হত্যা ২৫৩-৫ম পাতায়
- ‘হালাল পণ্য কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপীও জনপ্রিয়’-৫ম পাতায়
- করোনার মতো আরেক ভাইরাসের সন্ধান চীনে, ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা-৫ম পাতায়
- বিবাহিত নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক ধর্ষণ নয়-কেরালা হাইকোর্টের রায় -৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বিক্রির অবাধ অনুমতিকে অসুস্থতা বললেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন-৬ষ্ঠ পাতায় রিপাবলিকানরা ইউক্রেনে মার্কিন সহায়তার লাগাম টেনে ধরবে কি-৭ম পাতায়
- ধানমন্ডির ৩০০ কোটি টাকার বাড়ি সরকারের, তথ্য গোপন করায় সাংবাদিক আবেদ খানকে জরিমানা-৮ম পাতায়
- ভোট নিয়ে জাপানি রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য সাদা মনের আলাপ বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন-৯ম পাতায়
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর স্থগিত-৯ম পাতায়
- পাঁচ মাসে ফেরেনি বিদেশে পাচার করা এক টাকাও, তবু আশা নিয়ে অপেক্ষা-১২ পাতায়

# রিচার্লিসনের জোড়া জাদুতে ব্রাজিলের অনায়াস জয়

বিস্তারিত ১৭ পৃষ্ঠায়

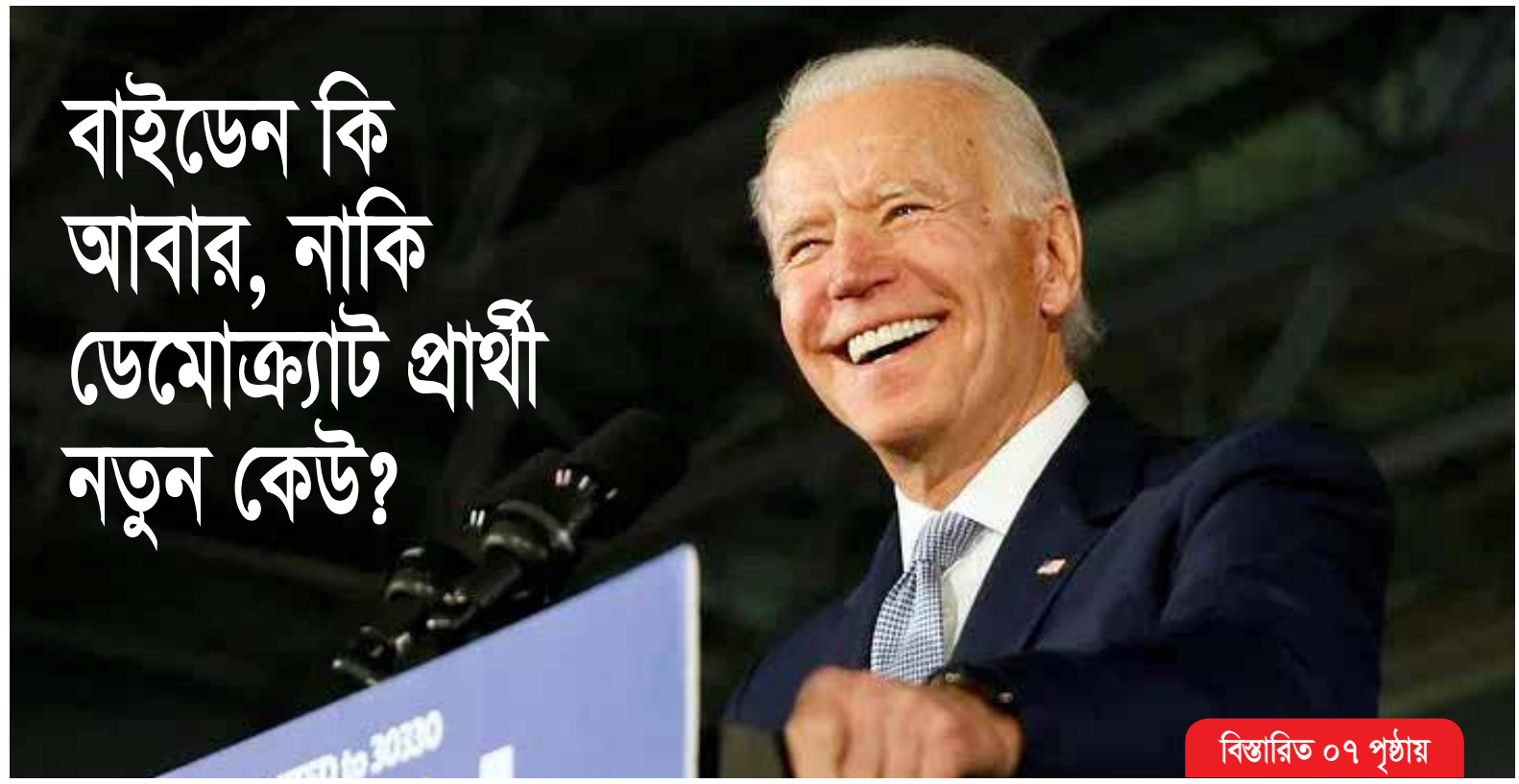

# বাইডেন কি আবার, নাকি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী নতুন কেউ?

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়


রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
স্বাদ মাশাল্লাহ
দেশীয় খাবারের সবটুকু আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে
Md Khalilur Rahman

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund IRS Authorized Agent
Our Services
- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Tareq Hasan Khan CEO
Open 7 Days A Week
e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge-Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

# এটর্নী মঈন চৌধুরী

## Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

**917-282-9256**

**Moin Choudhury, Esq**

**Email: moinlaw@gmail.com**

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

# এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

**Immigration**

(To Schedule Appointment Only)

**Timothy Bompart**
Attorney at Law

**Call:917-282-9256**
E-mail: moinlaw@gmail.com

**Moin Choudhury**
Attorney at Law

**Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372**
**Manhattan Office By Appointment Only.**
**Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

## যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি:

# তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

ঢাকা: তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। আর ডেনিমে অবস্থান সবার শীর্ষে। সাশ্রয়ী দাম আর গুণগত মান ভালো হওয়ায় এখানকার ডেনিমের কদর বিশ্বজুড়ে। সে সুবাদে চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ডেনিম রপ্তানি করেছে ৭৪ কোটি ডলারের। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তা ৪২ শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্সের অফিস অফ টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল (অটেক্সা) সম্প্রতি এই হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। পোশাক সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশ ডেনিম গার্মেন্ট সোর্সিংয়ের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়েছে প্রধানত একটি শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্যের প্রাপ্যতার কারণে কম লিড টাইম। এ ছাড়া বাংলাদেশ সবুজ শিল্পে

বিনিয়োগ করছে, যা আমদানিকারকদের জন্য আরেকটি প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। পোশাকশিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) পরিচালক ও মুখপাত্র মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ডেনিম সেক্টরে ভালো পারফর্ম করেছি এবং যুক্তরাষ্ট্র এখন আমাদের অন্যতম প্রধান বাজার। তিনি বলেন, কিন্তু চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অক্টোবর থেকে আমাদের ডেনিম রপ্তানি আয় কমেছে। এ কারণে চলতি বছর শেষ হওয়ার পর প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে।

অটেক্সার তথ্য থেকে জানা যায়, গত বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ডেনিম রপ্তানি করেছিল ৫২ কোটি ডলারের। চলতি বছরের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# ‘হালাল পণ্য কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপীও জনপ্রিয়’

বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর হিসেবে অতুলনীয় মান ধরে রেখেছে। সারাবিশ্বের মানুষের কাছে হালাল পণ্য বেশ জনপ্রিয়। এটি কেবল মুসলিমদের কাছে নয়। স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড মেট্রোলজি ইনস্টিটিউ ফর ইসলামিক কান্ট্রির (এসএমআইআইসি) এক শীর্ষ কর্মকর্তা এ মন্তব্য করেছেন।

তুরস্কের সরকারি সংবাদসংস্থা আনাদুলু অ্যাজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

হালাল পণ্যের আন্তর্জাতিক আগ্রহ প্রতিদিন বিশাল আকারে বাড়ছে বলে জানিয়েছেন এসএমআইআইসি’র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তুর্কি স্ট্যান্ডার্ডস ইনিস্টিটিউশনের (টিএসই) প্রধান মাহমুদ সামি সাহিন।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) উদ্যোগে ইস্তাম্বুলে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড হালাল সামিটে আনাদুলু এজেন্সিকে তিনি এ কথা বলেন।

হালাল বলতে সেসব *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# করোনার মতো আরেক ভাইরাসের সন্ধান চীনে, ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

চীনের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশে বাদুড়ের শরীরে কোভিড-১৯ এর মতো নতুন একটি ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এই ভাইরাসটির মানুষ ও গবাদিপশুর শরীরে সংক্রমণ ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ইউনানে পাওয়া নতুন এই ভাইরাস বিটিএসওয়াই২ নামে পরিচিত, যা বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারি ডেকে আনা সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আর এই ভাইরাসের উত্থানের বিশেষ ঝুঁকি আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নতুন ভাইরাসটি ইউনান প্রদেশে বাদুড়ের শরীরে পাওয়া পাঁচটি ‘উদ্বেগজনক ভাইরাসের’ একটি; যা মানুষ অথ বা গবাদিপশুর জন্য সংক্রামক হতে পারে।

ভাইরাসটির ঝুঁকির ব্যাপারে চীন এবং অস্ট্রেলিয়ার একদল বিজ্ঞানী সম্ভাব্য নতুন ‘জুনোটিক’ রোগ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। অন্যান্য প্রাণীর মাধ্যমে ক্ষতিকারক জীবাণুর মানুষের মাঝে ছড়িয়ে অসুস্থতা তৈরিকে ‘জুনোটিক’ বলা হয়।

শেনজেনের সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনান ইনস্টিটিউট অব এন্ডেমিক ডিজিজ কন্ট্রোল এবং সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ইউনানে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন।

নতুন গবেষণায় এই ভাইরাসের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ প্রিপ্রিন্ট *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# ৯ মাসে বাংলাদেশে ৮৩০ নারীকে ‘ধর্ষণ’, ‘ধর্ষণের’ পর হত্যা ২৫৩

ঢাকা: চলতি বছরের ৯ মাসে দেশে ৮৩০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে ‘নারী নিরাপত্তা জোট’ ও ‘আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট’। এ ছাড়া ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ২৫৩ নারী। শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) সংস্থা দুটি রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য দেয়। গণমাধ্যমের তথ্যানুসারে নির্যাতনের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন আমরাই পারি জোটের প্রধান নির্বাহী জিনাত আরা হক।

তিনি বলেন, ‘চলতি বছরের গত ৯ মাসে ৮৩০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে এক সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে। দেশের এ অর্জনে একটি বড় অংশ নারীর অবদান। অথচ এ দেশে নারী ঘরে-বাইরে সব সম্পর্কে শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।’

জিনাত আরা হক বলেন, ‘তাদের মধ্যে পারিবারিক নির্যাতনের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# বিবাহিত নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক ধর্ষণ নয়-কেরালা হাইকোর্টের রায়

বিবাহিত নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে ধর্ষণের আওতায় ফেলা যাবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার এমন রায় দিয়েছেন ভারতের কেরালা হাইকোর্ট। এক যুবকের বিরুদ্ধে করা ধর্ষণের মামলার রায় দিতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে ওই যুবককে খালাস দেওয়াও হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়, ২০১৮ সালে ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়। এক নারী দাবি করেন, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করেছেন ওই যুবক। ওই নারীর সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় অভিযুক্ত যুবকের। সেই পরিচয় থেকে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। একসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতেও যান তারা। সেখানেই একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে দাবি করেন ওই নারী। তবে অভিযোগে ওই নারী জানিয়েছিলেন, তার সম্মতিতেই শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# মসজিদে নববীতে সন্তান প্রসব

মদিনা: প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে সৌদি আরবের মদিনায় মসজিদে নববীতে এক নারী সন্তান প্রসব করেছেন। সেখানে কর্মরত সৌদি রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা এই বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছেন। সৌদি গেজেটের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। সৌদি রেড ক্রিসেন্ট মদিনা শাখার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## কে কি বললেন

‘আমাদের উন্নয়ন অনেকের চোখে পড়ে না। তাদের চোখ হয়তো নষ্ট। যদি চোখ নষ্ট হয়, তাহলে চোখের ডাক্তার দেখাতে পারেন। আমরা খুব ভালো আই ইনস্টিটিউট করে দিয়েছি। আমার মনে হয়, তাহলে তারা দেখতে পাবেন।’ - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

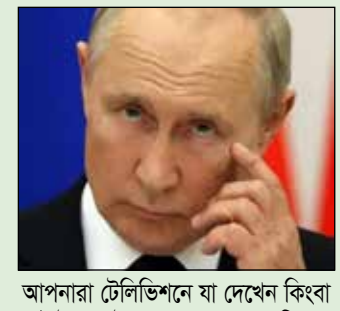

আপনারা টেলিভিশনে যা দেখেন কিংবা ইন্টারনেটে যা পড়েন তার সবকিছু বিশ্বাস করবেন না, কারণ এখন প্রচুর ভুয়া খবর এবং মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে।- ইউক্রেনে যুদ্ধ করা সেনা সদস্যদের মায়েদের উদ্দ্যেশে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

বিদেশি দূতরা কোড অব কনডাক্ট না মানলে শক্তিশালী দেশগুলো চাইলেই ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু শক্তি না থাকায় সে পথে যেতে পারছে না বাংলাদেশ। তবে সময় হলে বাংলাদেশও অ্যাকশনে যাবে - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

গার্মেন্টস সেক্টরে আমাদের ৩০ শতাংশ অর্ডার কমে গেছে। এ ক্ষেত্রে একটা শঙ্কা আমাদের সামনে রয়েছে।- ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বিক্রির অবাধ অনুমতিকে অসুস্থতা বললেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

ন্যান্টকেট, ম্যাসাচুসেটস: দ্যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ অস্ত্র বিক্রির অনুমতিতে প্রস্তুতকারী ছাড়া কারো লাভ নেই। একে অসুস্থতা উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানালেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। খবর দ্য গার্ডিয়ান। গত শনিবার (১৯ নভেম্বর) কলোরাডো স্প্রিংসে একটি সমকামী নাইটক্লাবে ও মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) ভার্জিনিয়ার একটি ওয়ালমার্ট স্টোর বন্দুক হামলায় বিপুল হতাহতের ঘটনা ঘটে। দুই ঘটনার সূত্রে জো বাইডেন গতকাল বৃহস্পতিবার অস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। আগে একই আলোচনা তুলেও খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। এদিন থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষে ম্যাসাচুসেটসের ন্যান্টকেট দ্বীপে যান বাইডেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট জানান, জানুয়ারিতে নতুন কংগ্রেস বসার আগে বন্দুক নিয়ন্ত্রণে বিল পাসের চেষ্টা করবেন। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ চেষ্টায় সফলতার সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকরা।

বাইডেন বলেন, আমরা এখনো সেমি-অটোমেটিক অস্ত্র কেনার অনুমতি দিচ্ছি। এটা অসুস্থতা। বন্দুক প্রস্তুতকারীদের লাভ ছাড়া এর নেই কোনো সামাজিক মূল্য নেই। অস্ত্র থেকে পরিত্রাণ পেতে চেষ্টা করছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। গত সপ্তাহের ঘটনা দুটি ছাড়াও চলতি বছরে ৬০০টি এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে দেশটির গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ। এ সব হামলায় চার বা আরো বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। তবে হামলাকারীর মৃত্যুকে বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে।সর্বশেষ মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্টতা পেয়েছে রিপাবলিকানরা। এ কারণে অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেষ্টা আরো কঠিন হবে। গত জুলাইয়ে ডেমোক্র্যাটিক হাউস অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা পাস করলেও সিনেটে তা বাদ হয়ে যায়।

শেষবার মার্কিন আইনসভা ১৯৯৪ সালে একটি অস্ত্র নিষিদ্ধ বিল পাস করেছিল। ট্রমা অ্যান্ড অ্যাকিউট কেয়ার সার্জারি জার্নালের ২০১৯ সালের এক গবেষণায় দেখানো যায়, ২০০৪ সালে মেয়াদ শেষ হওয়া ওই আইন কার্যকর থাকা অবস্থায় এ ধরনের হামলা ও মৃত্যু হ্রাস পেয়েছিল।

# ইলন মাস্কের ‘সাধারণ ক্ষমা’, চালু হতে পারে টুইটারের স্থগিত অ্যাকাউন্ট

আগামী সপ্তাহ থেকে প্রভাবশালী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারের কয়েকটি স্থগিত অ্যাকাউন্টকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ও প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইলন মাস্ক। এ বিষয়ে টুইটারে সমীক্ষা পরিচালনার পর গত বৃহস্পতিবার ২৪ নভেম্বর তিনি এই ঘোষণা দেন।

গত ২৩ নভেম্বর বুধবার ইলন মাস্ক টুইটারে সমীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি ব্যবহারকারীদের জিজ্ঞাসা করেন, এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাদের অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা উচিৎ হবে কিনা।

তবে তিনি শর্ত দেন, যারা আইন ভঙ্গ করেননি অথবা স্প্যামিংয়ের সঙ্গে জড়িত নন, শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে।প্রায় ৩১ লাখ ৬০ হাজার ব্যবহারকারী এতে অংশ নেন এবং স্থগিত অ্যাকাউন্ট আবারও চালুর পক্ষে ৭২ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পড়ে।সমীক্ষার ভোটগ্রহণ বন্ধের পর গতকাল টুইট করে মাস্ক বলেন,ওজনগণ তাদের মত প্রকাশ করেছে। আগামী সপ্তাহ থেকে সাধারণ ক্ষমা শুরু হবেএগত সপ্তাহে ইলন মাস্ক কয়েকটি স্থগিত অ্যাকাউন্ট চালু করেন। এর মধ্যে আছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, স্যাটায়ার ওয়েবসাইট ব্যাবিলন বি ও কৌতুক অভিনেত্রী ক্যাথি গ্রিফিনের অ্যাকাউন্ট। গত অক্টোবরে মাস্ক টুইট বার্তায় জানিয়েছিলেন, টুইটার বিভিন্ন মতাদর্শ অনুসরণকারীদের সমন্বয়ে কনটেন্ট মডারেশন কাউন্সিল তৈরি করবে।

সে সময় তিনি আরও জানান, এই কাউন্সিল চালুর আগে কন্টেন্ট বা স্থগিত অ্যাকাউন্ট আবারো চালুর বিষয়ে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।তবে ইতোমধ্যে কিছু বিতর্কিত অ্যাকাউন্ট চালু করা হলেও এই কাউন্সিল বিষয়ে নতুন তথ্য দেননি মাস্ক। টুইটারের মালিকানা নেওয়ার পর প্রথম কয়েকটি সপ্তাহে তিনি বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন, যা প্রযুক্তিবিশ্বে আলোড়ন ফেলে। তিনি টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরাগ আগারওয়ালসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেন। প্ল্যাটফর্মটির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার দায়িত্বে থাকা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাও একযোগে পদত্যাগ করেন।

গণ-পদত্যাগের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে ভোক্তা অধিকার রক্ষা করা। তারা জানিয়েছে, টুইটারের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর তারা নজর রাখছে। মাস্ক টুইটে আরও জানান, এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মটিতে গতির দিক দিয়ে কিছুটা উন্নত অভিজ্ঞতা পাবেন। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরের দেশের ব্যবহারকারীরা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পাবেন বলে আশা করেন তিনি।- রয়টার্স

# ভার্জিনিয়ায় ওয়ালমার্ট সুপারশপে বন্দুক হামলা, নিহত ৬

চিজাপিক, ভার্জিনিয়া: গত মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) রাতে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের একটি ওয়ালমার্ট সুপারশপে এক বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত ৬ জন নিহত ও বেশ কয়েকজনকে আহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে আজ বুধবার বার্তা সংস্থা এপি এ তথ্য জানিয়েছে।চেসাপিক শহরের স্যাম্পস সার্কেল এলাকার ওয়ালমার্টে বন্দুক হামলার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় সময় রাত ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। চেসাপিক পুলিশের মুখপাত্র লিও কসিনস্কি গণমাধ্যম ব্রিফিংয়ে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে বন্দুক হামলার প্রমাণ পেয়েছে। কোসিনস্কি আরও জানান, বন্দুকধারীকেও দোকানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বন্দুকধারী ওই দোকানেরই একজন কর্মচারী কি না কিংবা তিনি আত্মহত্যা করেছেন কি না, তা এখনো জানা যায়নি। বন্দুকধারীর নাম প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। কসিনস্কি মৃতের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করতে না পারেননি। তবে, দুপুরের দিকে তিনি ১০ জনের কম মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছিলন। নরফোক জেনারেল হাসপাতালে এই ঘটনায় আহত ৫ ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।৩ দিন আগেই কলোরাডোতে সমকামী নাইটক্লাবে বন্দুক হামলায় ৫ ব্যক্তি নিহত ও ১৭ জন আহত হন। ২০১৯ সালে এল পাসোর ওয়ালমার্টে আরও একবার হামলায় হয়েছিল। সেবারের ঘটনায় ২২ জন নিহত হন।

# বিল গেটসের মেয়ে মা হচ্ছেন, জানালেন ইনস্টাগ্রামে

মার্কিন ধনকুবের বিল গেটস ও মেলিন্ডা গেটসের বড় মেয়ে জেনিফার গেটস মা হতে যাচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেনিফার।

ইনস্টাগ্রামে একটি ছবিও পোস্ট করেছেন জেনিফার। ছবিতে স্বামী নায়েল নাসারের (৩১) সঙ্গে দেখা গেছে তাঁকে। ছবিতে লিখেছেন ‘কৃতজ্ঞ’। বিল গেটস মেয়ের ছবিতে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি।

তবে মা মেলিন্ডা গেটস মন্তব্য করেছেন, ‘অনাগত বাচ্চার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তোমাদের দুজনকে অভিভাবক হিসেবে দেখা আমার জন্য হবে আনন্দময়।’

এদিকে এ খবরের শুভেচ্ছাবন্যায় ভাসছেন জেনিফার গেটস। অনুসারীরা নানা মন্তব্য করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ১৪২ একরের পারিবারিক খামারবাড়িতে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রায় ৩০০ জন। বিল ও মেলিন্ডা গেটস মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত আগস্টে বিল গেটস ও মেলিন্ডা গেটসের বিচ্ছেদ হয়।

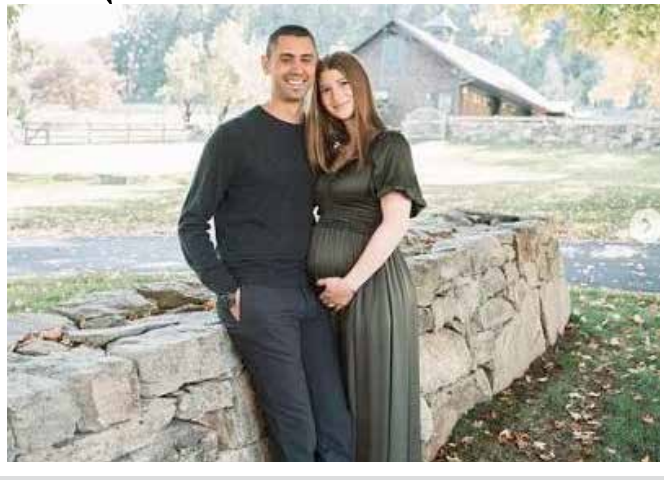

# অনলাইন গুজব ছড়িয়েছে মার্কিন সেনা : মেটা

বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে অনলাইনে গুজব বা মিথ্যা ‘প্রোপাগান্ডা’ ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে মার্কিন সেনার যোগসূত্র পেয়েছে মেটা। সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য মেটা মালিকানাধীন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এসব প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে প্রতিষ্ঠানটির এক অনুসন্ধানে উঠে আসে। প্রচারকারীদের পক্ষ থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও তারা সফল হয়নি বলেও দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মেটা।

গুজব প্রচারে জড়িত থাকায় ৩৯টি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ১৬টি পেইজ ও দুটি গ্রুপ এবং ২৬টি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে মেটা

সম্প্রতি চলতি বছরের বিজ্ঞাপনবিষয়ক তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন প্রকাশ করে মেটা।

এই প্রতিবেদনে মেটা দাবি করে যে, প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

# বাইডেন কি আবার, নাকি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী নতুন কেউ?

জুলি এম নরম্যান ও থমাস গিফট : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন, তাহলে তাঁর বিকল্প কে? মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভয়ানক 'লাল ঝড়'-ই শুধু এড়াতে পারেননি, সিনেটে নিয়ন্ত্রণ ধরেও রাখতে পেরেছে। প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা মাত্র সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতিতে জেরবার ও বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটকে এই নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে এবারই ক্ষমতাসীন দল মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভালো ফলাফল দেখাতে পেরেছে। বাইডেনের এই জয় ট্রাম্প সমর্থক বড় প্রার্থীদের পরাজয়ের চেয়েও মধুর। এতে করে রক্ষণশীলদের মধ্যে ট্রাম্পের সমালোচনা বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে।

এরপরও ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করেছেন বাইডেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী বছরের ১৫ নভেম্বর এই নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর বাছাইপ্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু বাইডেন কি সেই নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কিংবা তাঁর কি উচিত প্রার্থী হওয়া? ২০২৪ সালে বাইডেনের পদত্যাগ করা উচিতড়এ রকম চাপা গুঞ্জন এখন বেশ ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটারদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা যাচ্ছে, দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার মত দিয়েছেন বাইডেন যেন আবার নির্বাচনে অংশ না নেন। এই ভোটারদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট সমর্থক। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে বাইডেনের কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা এতটা ভালো ফল করেনি।

এমনকি এখন যদি বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়, তারপরও নিজের বয়স তো তিনি বদলাতে পারবেন না। এ মাসেই তিনি ৮০ বছরে পা দিয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় দফা মেয়াদ যদি তিনি শেষ করতে পারেন, তাহলে তাঁর বয়স হবে ৮৬ বছর। বাইডেন বলছেন, শারীরিকভাবে তিনি দারুণ ফিট আছে। ভোটারদের তাঁর সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন। বিশেষ করে হোঁচট খেয়ে ব্যথা পাওয়াসহ কিছু ঘটনায় বাইডেনের ফিটনেস নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক।

২০২৪ সালের নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত বাইডেন এরই মধ্যে

*বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# রিপাবলিকানরা ইউক্রেনে মার্কিন সহায়তার লাগাম টেনে ধরবে কি

*প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার হতে যাচ্ছেন কেভিন ম্যাককার্থি। তিনিসহ কিছু রিপাবলিকান নেতা ইউক্রেনে মার্কিন সহায়তার লাগাম টেনে ধরতে চান ছবি: রয়টার্স*

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দল ডেমোক্রেটিক পার্টি কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির কাছে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। রিপাবলিকানদের কাছে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারানোয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাইডেনের ক্ষমতা কিছুটা কমবে। এতে ইউক্রেনকে মার্কিন সহায়তার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, কিয়েভকে উদারহস্ত সহায়তায় আপত্তি আছে রিপাবলিকানদের। এ নিয়ে জেনেভা সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির নির্বাহী ফেলো আহমাদি আলির আল-জাজিরায় লেখা এক মতামত কলামের চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য একটি ভয়াবহ ব্যাপার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল, ভোটারদের অন্য চিন্তাভাবনা ছিল। হ্যাঁ, তাঁদের কাছে মূল্যস্ফীতি ও গ্যাসের উচ্চমূল্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু নিজেদের শরীরের বিষয়ে নারীদের অধিকার আরও ক্ষুণ্ন হওয়ার শঙ্কা ছিল। অধিকাংশ আমেরিকানের মাথায় ছিল বিষয়টি। এর ফলাফল হলোড়এখন এক ভোটের ব্যবধানে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে ডেমোক্র্যাটদের।

অবশ্য প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। নিম্নকক্ষে সামান্য ব্যবধানে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাকি মেয়াদে বাইডেনের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য থেকে শুরু করে পররাষ্ট্রনীতিতেও একটি বিভক্ত সরকারের উল্লেখ্যযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে। এসবের মধ্যে রয়েছেইউক্রেন থেকে শুরু করে চীন ও নিষেধাজ্ঞার মতো বিষয়গুলোও।

ইউক্রেননীতিতে পরিবর্তন? ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পুরোদমে হামলা শুরু করে রাশিয়া। এর পর থেকে কিয়েভের জন্য ৬ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের সহায়তার অনুমোদন দেয় মার্কিন কংগ্রেস। গত সপ্তাহে বাইডেন প্রশাসন অতিরিক্ত আরও ৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলার অনুমোদন দিতে কংগ্রেসের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। এখন পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিদলীয় সমর্থন ছিল।

বৃহত্তর দ্বিতীয় সমর্থন নিয়ে এ ধরনের সবচেয়ে বড় বরাদ্দ মে মাসে পাস হয়েছিল। ওই সময় প্রতিনিধি পরিষদের মাত্র ৫৭ জন সদস্য 'না' ভোট দিয়েছিলেন। অবশ্য এই আইনপ্রণেতাদের সবাই ছিলেন রিপাবলিকান। প্রতিনিধি পরিষদের মোট আসন ৪৩৫টি।

কিন্তু ইউক্রেনকে আর্থিক ও সামরিকভাবে কীভাবে সমর্থন দেওয়া হবে, তা নিয়ে রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে থাকা গভীর বিভক্তি মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় প্রকাশ পায়। ওহাইও অঙ্গরাজ্য থেকে সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান জেডি ভ্যান্স। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এই মিত্র জোর দিয়ে বলেন, 'শেষ নাগাদ ইউক্রেনে অর্থ সরবরাহ বন্ধ করা প্রয়োজন কংগ্রেসের।'

উগ্র ডানপন্থী ষড়যন্ত্রতত্ত্বে বিশ্বাসী নারী কংগ্রেস সদস্য মারজোরি টেলর গ্রিন। তিনি জর্জিয়া থেকে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এক প্রচার শোভাযাত্রায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'রিপাবলিকানদের অধীনে আর একটি পয়সাও ইউক্রেনে যাবে না।' ভোটের পর তিনি ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ের নিরীক্ষা (অডিট) চেয়ে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

প্রতিনিধি পরিষদে বিরোধী নেতার দায়িত্বপালন করে আসা কেভিন ম্যাককার্থি রিপাবলিকানদের জয়ের ফলে পরবর্তী স্পিকার হতে যাচ্ছেন। অক্টোবরে তিনি বলেছিলেন, প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ইউক্রেন আর 'ফাঁকা চেক' পাবে না।

ইউক্রেনকে আর্থিক সহায়তা বন্ধে গ্রিনের সুপারিশ রিপাবলিকান পার্টি গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। সম্ভবত দলটির নেতৃত্ব ইউক্রেনসম্পর্কিত বরাদ্দে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাড়াতে চাইবেন। এমনকি আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও আরোপ করতে পারেন।

অবশ্য উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, জাতীয় নিরাপত্তা দেখভালের দায়িত্বে থাকা নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে নিজের 'ফাঁকা চেক' মন্তব্য থেকে ম্যাককার্থি ইতিমধ্যে সরে এসেছেন বলে জানা গেছে। ইউক্রেনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই বলেও নেতাদের আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

এটাও মনে রাখা উচিত, ট্রাম্পের কথাবার্তা প্রায়ই রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করা হতো। কিন্তু তখনো তাঁর প্রশাসন রাশিয়ার ওপর বিস্তৃত মাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৪০ দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তাই রিপাবলিকানরা মস্কোর বিরুদ্ধে চলমান নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র যদি আরও বাড়াতে চান, তাহলে আমাদের কারোই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

টালমাটাল ভবিষ্যৎ :

*বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডি'স্যান্তিসকে সমর্থন দিতে চান ইলন মাস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের ঘোরবিরোধী ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডি'স্যান্তিস যদি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন, তাহলে তাকেই সমর্থন দেবেন বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক। রয়টার্স এবং ব্লুমবার্গ তাদের রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি রিপাবলিকান দল থেকে ডি'স্যান্তিস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাহলে তাকে সমর্থন করবেন কিনা? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ইলন মাস্ক টুইটারে বলেছেন-হ্যাঁ। ইলন মাস্ক ডেমোক্রেট দলের সমর্থক বলে নিজেকে মনে করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে তিনি বড় আকারে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচনে অনিচ্ছায় তিনি ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেনকে ভোট দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন।

টুইটে ইলন মাস্ক বলেন, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমার পছন্দ এমন একজন ব্যক্তি হবেন, যিনি হবেন বিচক্ষণ এবং মধ্যপন্থি বা উদারপন্থি। আমি আশা করেছিলাম বাইডেন প্রশাসন তেমনই হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি হতাশ। ফলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ডেমোক্রেটিক দল থেকে আদর্শবান কোনো প্রার্থীকে তিনি দেখতে পাননি। ফলে পরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রন ডি'স্যান্তিসকে তিনি সমর্থন দিতে চান। অবশ্য, ডি'স্যান্তিস যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

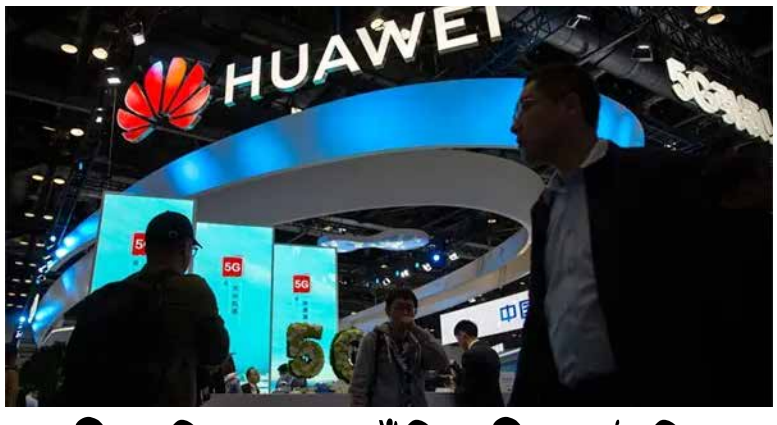


# জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি, চীনা টেলিকম ডিভাইস নিষিদ্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: Huawei এবং ZTE সহ বিশিষ্ট চীনা ব্র্যান্ডের টেলিযোগাযোগ এবং ভিডিও নজরদারি সরঞ্জাম দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (FCC) ঘোষণা করেছে যে এটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। পাঁচ সদস্যের এফসিসি শুক্রবার বলেছে যে এই নতুন নিয়ম গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতভাবে ভোট পড়েছে , যা চীনা পণ্য আমদানি বা বিক্রয়কে বাধা দেবে। এফসিসি কমিশনার ব্রেন্ডন কার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এফসিসির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা জাতীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে চীনা ব্র্যান্ডের যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের

*বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# রাজপথে শক্তি দেখিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয়- বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল

ঢাকা: রাজপথে শক্তি দেখিয়ে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের নির্বাচনে আসতে হবে। নির্বাচনের মাঠে নির্বাচনের নীতি, বিধি আছে। সে অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন সিইসি। নেপালের 'ইলেকশন অব হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ ও প্রভিনশনাল অ্যাসম্বলি' পরিদর্শনে ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর সে সফর শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সিইসি।

সিইসি বলেন, এখন সব দল বলতে চাচ্ছে রাজপথে দেখা হবে, শক্তির পরীক্ষা হবে। রাজপথে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সুন্দর নির্বাচন হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া নির্বাচন সম্ভব নয়। তাদের নির্বাচনে তাদের প্রার্থীকেই প্রতিটি নির্বাচনে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। সেটা যদি তারা না করেন তাহলে পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে সব সময় নির্বাচনটাকে সুষ্ঠুভাবে উঠিয়ে আনা সম্ভব না।

তিনি বলেন, নির্বাচনী মাঠে ভারসাম্য আনতে হবে দল ও প্রার্থীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে দলগুলো প্রার্থী, এজেন্ট দিয়ে ভারসাম্য তৈরি না করলে পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে সব সময় নির্বাচনকে সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্ভব হবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমি বলব, রাজপথে শক্তি প্রদর্শন করে, রাজপথে শক্তি দেখিয়ে সত্যিকারের যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সেটা হবে না। আপনাদেরকে নির্বাচনে আসতে হবে, নির্বাচনের মাঠে নির্বাচনের নীতি-বিধি আছে সে অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা যেটা দেখছি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপটা একেবারেই হচ্ছে না। এটা হওয়া খুব প্রয়োজন। নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি মোটাদাগে কিছু মতৈক্য না থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশন একটি সুন্দর নির্বাচন তুলে দিতে পারবে না। তাছাড়া, সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা না থাকলে নির্বাচনটাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল করা যাবে না। তাদের সহযোগিতা পেলে নির্বাচনটা আরো বেশি সফল হবে।বণিকবার্তা

# ধানমন্ডির ৩০০ কোটি টাকার বাড়ি সরকারের, তথ্য গোপন করায় সাংবাদিক আবেদ খানকে জরিমানা

ঢাকা: রাজধানী ধানমন্ডির ২ নম্বর রোডের প্রায় তিন শ'কোটি মূল্যের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ২৯ নম্বর বাড়িটি সরকারের বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসাথে তথ্য গোপন করে এই বাড়ির মালিকানা দাবি করে রিট পিটিশন দায়ের করায় সাংবাদিক আবেদ খানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (২১ নভেম্বর) পৃথক দুটি রিট নিষ্পত্তি করে বিচারপতি মো: আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি মো: সোহরাওয়ারদী সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল কাজী মাঈনুল হাসান। তিনি রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জাল-জালিয়াতি করে এবং নানা ফাক-ফোকর দিয়ে সরকারি সম্পত্তি দখলে লিপ্ত থাকে কোনো কোনো মহল। আজকের এ রায়টি সরকারের মূল্যবান ওই সম্পত্তি রক্ষায় যুগান্তকারী রায়। তিনি সরকারি সম্পদ দখলকারীদের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এতে করে আইনি ব্যবস্থায় সরকারের সম্পত্তি উদ্ধার তরান্বিত হবে।

আবেদনকারী নেহাল আহমেদের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী নকিব সাইফুল্লাহ। নেহাল আহমেদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী ড. কাজী আকতার হামিদ আদালতে শুনানিতে অংশ নেন।

ডেপুটি এটর্নি জেনারেল কাজী মাঈনুল হাসান বলেন, ধানমন্ডি ২ নম্বর রোডের আলোচিত ২৯ নম্বর বাড়ি ১৯৭২ সালে তৎকালীন মালিক পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পরে ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে মালিকানা দাবি করে তোয়াব খান, আবেদ খান ও অন্যরা প্রথম সেটেলমেন্ট কোর্টে ১৯৮৯ সালে মামলা করেন। সাক্ষ্য ও পক্ষদ্বয়ের কাগজপত্র ও সরকারি নিবন্ধক দফতরের নথি পর্যালোচনা করে প্রথম সেটেলমেন্ট কোর্ট বর্ণিত সম্পত্তি সরকার আইনসঙ্গতভাবেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে বলে রায় দেন।

তিনি আরো জানান, এই রায় বহাল থাকা অবস্থায় এস নেহাল আহমেদ নামে এক ব্যক্তি ১৯৮৭ সালের আবেদন দেখিয়ে প্রথম সেটেলমেন্ট কোর্টে ১৯৯৬ সালে মামলা করেন। এই মামলায় সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়নি। প্রথম সেটেলমেন্ট কোর্ট কোনো সাক্ষী না দিলেও বা সমর্থনীয় এবং আবশ্যকীয় কাগজপত্র দাখিল করা না হলেও এস নেহাল আহমেদ দাবিকারী ব্যক্তির পক্ষে রায় দেয়। এই রায় বাস্তবায়নে এস নেহাল আহমেদ হাইকোর্টে দুটি রিট করেন। এই মামলাগুলোতে সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বক প্রকৃত তথ্য উপাত্ত দাখিল না করায় হাইকোর্ট পুনরায় এস নেহাল আহমেদের পক্ষে রায় দেয়। রায়ের বিরুদ্ধে দেরিতে আপিল করায় আদালত আপিল তামাদি ঘোষণা করে খারিজ করে দেয়। পরে বিষয়টি সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এলে ২০১৮ সালে প্রথম সেটেলমেন্ট কোর্টের ১৯৯৭ সালের রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়। রিটের শুনানি নিয়ে আদালত সরকারের পক্ষে রুল দেয়। রুলের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বলা হয় প্রথম সেটেলমেন্ট কোর্টের ১৯৯৭ সালের রায়টি প্রতারণামূলকভাবে ১৯৯৬ সালে তামাদির মেয়াদকে পাশ কাটানোর জন্য ১৯৮৭ সালে দায়ের দেখিয়ে লাভ করেছেন। এমন প্রতারণার কারণে ও মালিকানার স্বপক্ষে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ না থাকায় ওই রায়টি বাতিলযোগ্য। আদালতকে আরো বলা হয়, এস নেহাল আহমেদ দাবিকারী ব্যক্তি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন বা বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন এমন কোনো দালিলিক প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। আবার বর্তমানে দাখিল করা এস নেহাল আহমেদ নামের জাতীয় পরিচয়পত্রে বর্ণিত নামের বানান, বাবার নামের বানান ও বয়স বর্ণিত সম্পত্তি পরিত্যাগকারী এস নেহাল আহমেদের নামের সাথে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে। এ কারণে এস নেহাল আহমেদের পক্ষের রায় বাতিলযোগ্য।

নেহাল আহমেদের আইনজীবীরা আদালতকে বলেন, সরকারের পক্ষে ২২ বছর বিলম্বে রিট করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বলা হয় রিট পিটিশন দায়েরে কোনো সময়সীমা নেই। তবে যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে দায়ের করা সমীচীন।

ডেপুটি এটর্নি জেনারেল কাজী মাঈনুল বলেন, একই সম্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও সমর্থনীয় কাগজপত্র ছাড়াই সাংবাদিক আবেদ খান তাদের বিরুদ্ধে সেটেলমেন্টের কোর্টের রায় গোপন করে ২০১৫ সালে হাইকোর্টে রিট করেন। ওই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে রিটটি করা হয়। তথ্য গোপন করে রিট করায় আদালত তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। নেহাল আহমেদের পক্ষে আইনজীবী ড. কাজী আকতার হামিদের জুনিয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবুল হাসিম বলেন, আজ আদালত রায়ে বলেছেন, ওই সম্পত্তি সরকারের হেফাজতে থাকবে। এছাড়া রিটে তথ্য গোপন করায় আবেদ খানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সূত্র : বাসস

# স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বীরাঙ্গনারা অবহেলিত!

ঢাকা:বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও তারা এখনো সমাজে সম্মানের আসন পাননি। আর্থিকভাবেও ভালো অবস্থায় নেই তারা। নারীপক্ষের এক আয়োজনে উঠে এসেছে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও তাদের বঞ্চনার জীবনের কথা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যৌন সহিংসতার শিকার বীরাঙ্গনা নারীদের পাশাপাশি মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর যৌন নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা নারীরাও নারীপক্ষের 'সংহতি সমাবেশ'-এ অংশ নেন।

গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সম্মীলনে কুড়িগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের বীরাঙ্গনা নারী এবং মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার রোহিঙ্গা নারীরা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অংশ নেন। দুই দিনের এ আয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও অংশ নেন।

আলোচনায় বীরাঙ্গনা নারীরা তাদের ওপর অত্যাচারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। তারা সমাজে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যাশার কথা বলেন।

গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে সম্মীলন শেষ হওয়ার পর বিকেলে ধানমন্ডির নারীপক্ষের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন হয়। সেখানে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান নারীপক্ষের সদস্য শিরীন হক।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বীরাঙ্গনাদের সরকার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তাদের দুঃখ-কষ্টের অবসান এখনো হয়নি। সরকারি তালিকাভুক্ত বীরাঙ্গনা নারীরা ২০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ছেলে-মেয়েরা না জানিয়ে তা থেকে কিছু টাকা রেখে দেয়। কিন্তু যারা সরকারি তালিকাভুক্ত নন তারা নিয়মিতভাবে নারীপক্ষ থেকে মাসিক ভাতা পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই সব বীরাঙ্গনা নারীকে দ্রুত সরকারি তালিকাভুক্ত করার জোর দাবি জানানো হয়। যে বীরাঙ্গনাদের বয়স ৭০-৮০ বছর তারা অভাবের কারণে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে পারেন না।

তাদের ভালো বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

বীরাঙ্গনাদের নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার সরকারি প্রজ্ঞাপন গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা দরকার- এমন বক্তব্য উঠে আসে নারীপক্ষের আয়োজনে। কারণ, এটা অনেকেই জানেন না।তাদের চিকিৎসার জন্য আলাদাভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়।

এছাড়া জাতীয় পাঠ্যক্রমে বীরাঙ্গনাদের বিষয়ে আরো তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়াত বীরাঙ্গনাদের জন্য স্মৃতিসৌধ, রাস্তা কিংবা পার্কের নামকরণ, স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবসের মতো জাতীয় কর্মসূচাতে বীরাঙ্গনাদের অন্তর্ভুক্ত করে সম্মানিত করার দাবিও জানানো হয়।

শিরীন হক বলেন, ''ছয়শ'র মতো বীরাঙ্গনা এখন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু আরো অনেকে আছেন যারা তালিকাভুক্ত হননি। তালিকাভুক্ত হতে গেলে অনেক প্রমাণ দিতে হয়, নানা সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু তারা যে একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন এটা তো সবার জানা। এই প্রমাণই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে যে, তাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন।''

তিনি আরো বলেন, ''আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, সমাজে বীরাঙ্গনা শব্দটি এখনো ভালো চোখে দেখা হয় না। এটাকে গালি মনে করা হয়। কিন্তু তাদেরকে বীরাঙ্গনা বলা হয়েছিল সম্মান জানাতে। বীরাঙ্গনা শব্দটিকে সেই সম্মানের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।''

সংবাদ সম্মেলনের আগে নারীপক্ষ প্রযোজিত একেএম মাহাদী সোমেন পরিচালিত প্রামান্য চিত্র 'বীরাঙ্গনা আখ্যান' প্রামাণ্যচিত্রটি দেখানো হয়। সম্মেলন শেষে নারীপক্ষ প্রযোজিত রেহানা সামদানী কনা পরিচালিত বীরাঙ্গনা বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

# আমার সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা সর্বৈব অসত্য - আবেদ খান

ঢাকা:রাজধানী ধানমন্ডির ২নং রোডের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ২৯নং বাড়িটি সরকারের বলে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের পর গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে নিয়ে যে আলোচনা তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছেন সাংবাদিক আবেদ খান।

বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেছেন, 'আইনের ব্যাপারে আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। তাই অবশ্যই রায়ে প্রদত্ত শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব এবং বর্ণিত মামলা নিয়েও কোনো মন্তব্য করব না, কারণ এটা আইন আদালতের এখতিয়ার।'

মালিকানা সংক্রান্ত দুটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ নভেম্বর ধানমন্ডি ২ নম্বর রোডের ৩০০ কোটি টাকা দামের বাড়িটি সরকারের বলে রায় দেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তথ্য গোপন করে এই বাড়ির মালিকানা দাবি করে রিট দায়ের করায় সাংবাদিক আবেদ খানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

লিখিত বক্তব্যে দৈনিক জাগরণের সম্পাদক ও দৈনিক কালবেলার প্রধান সম্পাদক আবেদ খান জানান, সম্পত্তির বিষয়টি সেটেলমেন্ট কোর্টে নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আর আপিল করেননি। পরে কোনো উৎসাহী শুভাকাঙ্ক্ষী স্বপ্রণোদিত হয়ে রিট আবেদন করেন, যেখানে তার স্বাক্ষর নেওয়া হয়। কিন্তু সেই রিট আবেদনে সেটেলমেন্ট কোর্টের মামলার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। সেটা অনবধানতা হলেও দায় তাকে নিতেই হবে।

পুরো প্রক্রিয়ায় এটুকুই তার সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করে আবেদ খান বলেন, 'এখন যদি বলি, আমার সম্পর্কে যা কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলা হচ্ছে তা সর্বৈব অসত্য, তা কতজন মানবে?'

# ‘যুক্তরাষ্ট্র এক খুনিকে লালন-পালন করছে, তাদের আচরণই এমন’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) একজন খুনিকে লালন-পালন করছে। অবশ্য আমেরিকার আচরণই এ রকম। গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘কখনো কোনো হত্যাকাণ্ড হলে আমার কাছে যখন বিচারের দাবি করে, তখন আমার মনে হয় আমার বাবা-মা-ভাইদের হত্যার বিচার পেতে ৩৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবুও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া ও জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, তারা ভোট দিয়েছেন বলেই এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পেরেছি। ‘এখনো কিছু খুনির শাস্তি নিশ্চিত হয়নি। একজন খুনি আমেরিকায়, আরেকজন কানাডায়, দুজন পাকিস্তানে। আরেকজনের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকা একজন খুনিকে লালন-পালন করছে। অবশ্য আমেরিকার আচরণই এ রকম। তারপরও আমাদের প্রচেষ্টা আছে, তাদের ধরে এনে যেভাবেই হোক শাস্তি নিশ্চিত করব। এটাই আমি চাই।’ সরকারপ্রধান বলেন, ‘পঁচাত্তরে হত্যাকাণ্ডের পরই ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর নাম-নিশানা মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও জয় বাংলা স্লোগানও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অবৈধভাবে হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা হয়। জাতির পিতার করে দেওয়া সংবিধানও ক্ষত-বিক্ষত করা হয়।

‘স্বাধীনতাবিরোধীদের ভোটের অধিকার ছিল না। জিয়াউর রহমান তাদের ভোটের অধিকার ও রাজনীতি করার সুযোগ দেন। জাতির পিতার হত্যাকারীদেরও বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল।’-কালবেলা

# ভোট নিয়ে জাপানি রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য সাদা মনের আলাপ বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

ঢাকা: বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে পুলিশ সদস্যদের ব্যালট বাক্স ভরাট বিষয়ক জাপানি রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যটি ‘সাদা মনের আলাপ’ বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। গত ২৩ নভেম্বর বুধবার রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সফররত জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাকেই শুনসুকে’র সঙ্গে বৈঠক শেষে মন্ত্রী মোমেন বলেন, তিনি (জাপানি রাষ্ট্রদূত) এটা বলেছেন, তিনি এটা শুনেছেন, কেউ তাকে বলেছে। নিশ্চয় তাকে এভাবে কেউ ব্রিফ করেছে। তাকে ভুল বুঝিয়েছে। সেজন্য তিনি এটা বলে ফেলেছেন। তিনি বাংলাদেশের একজন ভালো বন্ধু। এটা আমার মনে হয় কোনো কোনো লোক তাকে পুশ করেছে। তিনি সাদা-সিধেভাবে কথাটি বলে ফেলেছেন। জাপান-বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং আরও গভীর হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জাপানে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। ৩ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।

সরকার টালমাটাল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসায় দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছে উল্লেখ করে ড. মোমেন বলেন, সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক থাকলে জাপান সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আশা করি সরকার প্রধানের সফরে জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে উন্নীত হবে। মন্ত্রী বলেন, আমরা জাপানকে পছন্দ করি। তারাও আমাদের পছন্দ করে। এ ধরনের চমৎকার সম্পর্কের কেউ কিছু বললে আপনাদের (গণমাধ্যমের) হইচই করার কিছু নেই। সম্প্রতি এক আলোচনায় জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, ‘আমি শুনেছি, (গত নির্বাচনে) পুলিশের কর্মকর্তারা আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করেছেন। আমি অন্য কোনো দেশে এমন দৃষ্টান্তের কথা শুনিনি।’ সূত্র : মানবজমিন

# প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর স্থগিত

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর স্থগিত হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। আগামী ২৯ নভেম্বর তিন দিনের দ্বিপক্ষীয় সফরে প্রধানমন্ত্রীর টোকিওর পথে যাত্রার কথা ছিল।

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত আইওআরএ সম্মেলনে জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাকেই শুনসুকের সঙ্গে বৈঠক শেষে সফর স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহরিয়ার আলম।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আমরা এখনো পর্যন্ত দেইনি। আপনারা জানেন ডিপ্লোমেসিতে অনেক সুবিধা-অসুবিধা থাকে। যে কারণে শেষ মুহূর্তে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়।

নতুন তারিখে সফরটি শিগগিরই হবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি তারিখের কথা আপনারা হয়তো শুনেছেন, সেই তারিখে বর্তমান প্রেক্ষিতে হচ্ছে না। তবে খুব শিগগিরই হবে। আমাদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট আছে, এমওইউ এবং এগ্রিমেন্ট; যেগুলো প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের সফরে স্বাক্ষর হবে বলে আমরা আশা করছি।

# রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে এবার শ্রীলঙ্কার সমর্থন চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা:প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের তাদের পৈতৃক ভূমিতে টেকসই, নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য শ্রীলঙ্কার সমর্থন চেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী সাবরি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার সময় তিনি এই সমর্থন চেয়েছেন।

আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার সময় শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশ এবং সমগ্র অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক-অর্থনীতি, পরিবেশ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে।

আলি সাবরি ২৩-২৬ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনের (আইওআরএ) ২২তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফর করছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি শ্রীলঙ্কার সৌভাগ্য এবং দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কামনা করেন।

শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ মহামারী এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেন।

শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রশংসা করেন। আলী সাবরি বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করতে এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে শিপিং এবং বিমান যোগাযোগের ওপর জোর দেন।

তিনি উল্লেখ করেন, শ্রীলঙ্কানরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। তিনি বাংলাদেশ থেকে বিনিয়োগ করার জন্যও আমন্ত্রণ জানান।

শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে কলম্বো সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এ সাক্ষাতকালে সামনের দিনগুলোতে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকারের সাথে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করা হয়।

সূত্র : বাসস

# নির্বাচন সামনে রেখে দেশে সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে : ড. কামাল

নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে সংঘাত ও সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। আজ শনিবার গণফোরামের সভাপতি পরিষদের সভায় এমন মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ড. কামাল বলেন, দেশের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ড. কামাল হোসেন আরও বলেন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ভোটাধিকারের অনুপস্থিতি আজকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের কারণ। সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট ও বিদেশে অর্থ পাচার অর্থনৈতিক সংকটের এবং তেলের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানো মানুষের দুর্দশার অন্যতম কারণ। বিদ্যমান সংকট সৃষ্টির মূল কারণ সরকারের সমর্থনপুষ্ট সিন্ডিকেট এবং স্বয়ং সরকার।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. মো. মিজানুর রহমান, মফিজুল ইসলাম খান কামাল, আইনজীবী আলতাফ হোসেন, আব্দুল মোমেন চৌধুরী, মোশতাক আহম্মেদ, সেলিম আকবর, সুরাইয়া বেগম, শাহ নূরুজ্জামান, মো. ইয়াসিন প্রমুখ।

# বিএনপির মূল নেতৃত্বে কে?

ঢাকা:আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির যোগ দেয়া না দেয়া নিয়ে যখন চলছে জল্পনা-কল্পনা ঠিক সেই সময় দলটির সিনিয়র নেতাদের কাছ থাকে দলের নেতৃত্ব নিয়ে আসছে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য। এরফলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আসলে বিএনপি কার নেতৃত্বে নির্বাচনে যাবে। একইসঙ্গে নির্বাচনে বিজয়ী হলে সরকারপ্রধান-ই বা কে হবেন? সম্প্রতি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে হবে আগামী সরকার। এর কিছুদিন আগে স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীতে হবে জাতীয় সরকার। এরফলে দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। দলের দুজন জ্যেষ্ঠ নেতার দুই রকম বক্তব্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন তারা। আসলেই আগামী নির্বাচনে দলের নেতৃত্ব কে দেবেন এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সংশয়।

রাজধানীর নয়াপল্টনে গত ২ নভেম্বর বিকেলে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, এই সরকারকে হটে যেতে হবে। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। মেশিনে নয়, জনগণ নিজের হাতে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে এ

দেশে পরবর্তী সরকার হবে খালেদা জিয়ার সরকার, তারেক রহমানের সরকার।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালে দায়ের করা একটি মামলায় ১ নভেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

এর প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি এ সমাবেশের আয়োজন করে। এরপর ১১ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকারের বিদায়ের পর তারেক রহমান যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আন্দোলনরত সব শক্তিকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হবে। জাতীয় সরকার কী কী বিষয়ে সংস্কার করবে, সেটাও স্পষ্ট করা হবে জাতির সামনে। তিনি বলেন, 'আমাদের নেতা তারেক রহমান জনগণের কাছে বিএনপির অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। আমরা নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবো না। মানুষ এখন এই সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের ফলে রাজপথে নেমে এসেছে, এই সরকার পালানোর পথ খুঁজে পাবে না।' মূলত এ বক্তব্যের পরেই তৃণমূলে আলোচনা শুরু হয়, আসলে দলের নেতৃত্ব কার হাতে? কে দেবেন দিকনির্দেশনা। আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিলে প্রধান মুখ কে হবে? এবং বিজয়ী হলে সরকারপ্রধান কে হবেন তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। কারণ বর্তমানে দলের প্রধান খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুজনই ভিন্ন ভিন্ন মামলায় দণ্ডিত আসামি। সূত্র : বাংলাদেশ জার্নাল

# নির্বাচন বর্জনের ট্রেন দেশকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলে দিচ্ছে - হাসানুল হক ইনু

ঢাকা: বিএনপি-জামাতের সরকার উৎখাতের ঘোষণায় জঙ্গিরা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু। একই সঙ্গে বিএনপি- জামায়াত জোটের নির্বাচন বর্জনের ট্রেন দেশকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলে দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

হাসানুল হক ইনু বলেছেন, 'দেশ আজ বৈশ্বিক সংকট ও বিএনপি-জামাতের সংবিধান বানচালের চক্রান্তের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বিএনপি-জামাত ও তাদের মিত্রদের নির্বাচন বর্জনের ট্রেন দেশকে ঠেলে দিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার পথে। বিএনপি-জামাতের সরকার উৎখাতের হুঙ্কারের সাথে সাম্প্রদায়িক জঙ্গিদের উত্থান ঘটেছে।'

শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে জাসদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় যুব জোটের জাতীয় কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ইনু বলেন, 'জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িক শক্তি উত্থানে সংবিধান বদলের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। জঙ্গিবাদ ভয়াবহ সংকট। পঁচাত্তরের পর জাতীয়ভাবে মীমাংসিত বিষয় অমীমাংসিত করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান ও জাতির পিতা নিয়ে বির্তক করা হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'বিএনপি-জামাত ও তাদের মিত্রদের নির্বাচন বর্জনের আওয়াজ তুলে অস্বাভাবিক সরকার আনার ষড়যন্ত্র করছে। অস্বাভাবিক সরকারের হাত ধরে তালেবানি সরকার বা বিএনপি-জামাতের সাম্প্রদায়িক সরকার আনার চক্রান্ত হচ্ছে।'

ইনু বলেন, 'বিএনপি-জামাত ধোয়া তুলসিপাতা নয়। এদের অতীত রেকর্ড খুবই খারাপ। বিএনপি-জামাতে আমলে দেশে একই দিনে ৫০০ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, বাংলা ভাই, ১০ ট্রাক অস্ত্র, ২১ আগস্ট করেছে। এদের কাছে দেশের অর্থনীতির সংকট মোকাবিলায় কোনো প্রস্তাব নেই। এ মুহূর্তে দেশের অর্থনীতির সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি বিএনপি-জামাতের নির্বাচন বর্জনের ট্রেন আটকানো, ভূতের সরকার গঠনের চক্রান্ত রুখে দেয়া জাতীয় কর্তব্য।'

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন যুব জোট সহ-সভাপতি কাজী সালমা সুলতানা, আমিনুল আজিম বনি, ইঞ্জিনিয়ার হারুন-অর-রশিদ সুমন, প্রদীপ কুমার রায়, আমিনুল ইসলাম কহিনুর, ফজলুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহম্মদ সামসুল ইসলাম সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক রমজান আলী শিকদার, গোলাম সরোয়ার জাহান, প্রচার সম্পাদক অজিত কুমার দাস হিমু, আইন বিষয়ক সম্পাদক হাসান আকবর আফজাল, আন্তর্জাতিক সম্পাদক এস এম মইনুল ইসলাম খান, তৌহিদা খাতুন কমলসহ অনেকে।

# ৩০ নভেম্বর সারা দেশে বিক্ষোভের ঘোষণা বিএনপির

ঢাকা: সারাদেশে ফের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। পুলিশের মিথ্যা মামলা, গায়েবি মামলা, পুলিশি নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৩০ নভেম্বর ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় সদরে (মহানগরগুলোতে) বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে দলটি। তবে রাজশাহী ও কুমিল্লা বিভাগীয় সদর এই কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে। শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এসময় তিনি বলেন, দআওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দেশবাসী শঙ্কিত। একতরফা ও নিশি রাতের নির্বাচন করে আওয়ামী সরকার এখন আন্তর্জাতিকভাবেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দলটির কারণে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ম্লান হয়েছে। বর্তমানে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে জনগণের যে নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে প্রধানমন্ত্রী আরও বেশী ক্রোধে-ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। জনতার এই উত্তাল ঢেউ দেখে শেখ হাসিনা শঙ্কিত হয়ে মনে করছেন ঘুষ-দুর্নীতি-পুঁজি লুণ্ঠনের যে অভয়ারণ্য তৈরী করেছেন বাংলাদেশে সেটি হয়ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে কারণেই বিরোধী কর্মসূচিতে দলীয় ক্যাডার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গেস্টাপো বাহিনীর মতো হত্যার লাইসেন্স দিয়ে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ লজ্জা-শরম হারিয়ে এখন স্বঘোষিত দেশনেতা হয়েছেএ

রিজভী বলেন, দউগ্র ক্ষমতালোভের কারণে আওয়ামী লীগ জনগণের প্রতি অমানবিক অবজ্ঞা করে আসছে। এরা গণতন্ত্রের প্রাণ হরণ করে গোটা জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। দেশে চলছে এক ভয়াল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখা। তাই সহিংস সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তার তাদের জন্য অপরিহার্য। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দেশে-বিদেশে বিলাসী জীবন-যাপনকে নির্বিঘ্নে রাখতেই ক্ষমতার আড়ালে মহাদুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেএ তিনি বলেন, দগণতন্ত্রকে কঙ্কালে পরিণত করে দেশ ও জনগণের ভবিষ্যতকে বরবাদ করার জন্যই চিরস্থায়ী ক্ষমতার বলয় তৈরীর অপচেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। অবৈধ সরকারের রক্তচক্ষুর দানবীয় তাণ্ডবে বিরোধী দল, ভিন্ন মত, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকার সবকিছুকেই ডাকাতি করা হয়েছে। শেখ হাসিনর উন্মাদলীলায় গ্রামে-গঞ্জে-হাটে-ঘাটে-বন্দরে-বাজারে-শহরে লাশ পড়ছে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ভিন্নমতের রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা। ওত পেতে থাকা শিকারী বাঘিনীর মতো বিএনপির মিছিলের ওপর নির্দয় হৃদয়হীন পুলিশ গুলি চালিয়ে জীবন কেড়ে নিচ্ছে তরুণসহ বিভিন্ন বয়সী নেতাকর্মীদেরএ সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমদ আজিম খান, যুগ্ম মহাসচিব খাইরুল কবির খোকন ও নির্বাহী কমিটির সদস্য তারিকুল ইসলাম তেনজিংসহ অনেকে।

# বিদেশীদের পদলেহন করে বলেই তাদের মন্তব্য নিয়ে বিএনপির মাথাব্যথা - তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

ঢাকা: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি বিদেশীদের পদলেহন করে বলেই তাদের মন্তব্য নিয়ে বিএনপির এত মাথাব্যথা। তিনি বলেন, 'আমাদের ভিত হচ্ছে জনগণ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন করেছে পরপর তিনবার। কোনো বিদেশী শক্তি আমাদেরকে ক্ষমতায় বসায়নি, কোনো বিদেশী শক্তি বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনও করতে পারে না। বিএনপি বিদেশীদের পদলেহন করে বলেই তাদের মন্তব্য নিয়ে বিএনপির এত মাথাব্যথা।'

আগামী ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সফল করার লক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ এবং চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যদের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি ও নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তৃতা করেন। এ সময় সাংবাদিকরা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর মন্তব্য 'বিদেশীদের বিভিন্ন বক্তব্য সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে' প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিএনপি বিভিন্ন দূতাবাসে রাত-বিরাতে ধর্ণা দেয়। তারা যত না জনগণের কাছে যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি রাতের বেলা দূতাবাসে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে তাদের অনুনয় করে বলে, আপনারা কিছু বলুন। সেই কারণে কেউ কেউ কোনো কোনো সময় বক্তব্য দেন। এই ধরনের মন্তব্যের জন্য বিএনপিই তাদের উৎসাহিত করে।' তিনি বলেন, 'প্রথমত বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বক্তব্য রাখার সময় অবশ্যই কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলা উচিৎ। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপরও বিএনপিসহ তাদের দোসররা তাদের ধর্ণা দেয়ার কারণে কেউ কেউ কোনো কোনো সময় বক্তব্য দেন।' তথ্যমন্ত্রী বলেন, কোন বিদেশী কী বলল, কে কী করল তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। যারা বিদেশী শক্তির পদলেহন করে, তারা এরকম বক্তব্য রাখতে পারেন। আমীর খসরু সাহেবরা বিদেশীদের পদলেহন করে তো, সেজন্য বিদেশীরা কী বলল না বলল সেটা নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথা।

KT KHAN'S TUTORIAL

# Enroll for 1 FREE WEEK of IN-PERSON CLASSES!*

## Brand New Locations in NYC!

**Jackson Heights:**
37-26 74st. 2nd floor
Jackson Heights, NY 11372
Across Patel Bros.

**Ozone Park:**
86-01 101 Ave.
Ozone Park, NY 11416

**Jamaica**
178-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432

**Manhattan**
14 West 23rd St. 2nd floor
New York, NY 11416
Above Starbucks

## GRAND OPENING SALE!

*This promotion can be claimed at any of our locations.

**Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com**

# পাঁচ মাসে ফেরেনি বিদেশে পাচার করা এক টাকাও, তবু আশা নিয়ে অপেক্ষা

সমীর কুমার দে : বিদেশে পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনতে চলতি অর্থবছরের বাজেটে পাচারকারীদের ৭ শতাংশের কর সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু গত ৫ মাসে এই সুবিধা নিয়ে কোনো পাচারকারী একটি টাকাও ফেরত আনেননি।

তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা এখনো বিতর্কিত এ উদ্যোগের সুফল পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। তারা মনে করছেন, বছরের বাকি সময়ে এই সুবিধা কেউ কেউ নিতে পারেন।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)-র নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা শুরু থেকে বলেছি কেউ পাচার করা টাকা দেশে ফেরত আনবে না। যে পাখি খাঁচা থেকে উড়ে যায়, সে কি আর খাঁচায় ফিরে আসে? বিষয়টি এমনই। যে টাকা বের হয়ে যায় সে টাকা আর আসে না। এ সুযোগ দেওয়াটাই নৈতিকভাবে ঠিক হয়নি। আবার এ সুযোগ থেকে আমরা যে কিছু পাবো, সে আশা করাটা ছিল দুরূহ। আমরা বলেছিলাম কোনো টাকা পাওয়া যাবে না, এতে আমাদের বদনাম হবে। সেটাই হয়েছে। আমরা নৈতিকতাবর্জিত সুযোগ দিয়েছি, তাতে কিছুই লাভ হয়নি।"

সরকার তাহলে এই সুযোগ কেন দিলো? ড. মনসুর বলেন, "আমরা তো ভেতরের অনেকেই কিছু জানি না। এমনও হতে পারে কারো টাকা আইনি জটিলতায় বিদেশে আটকে গেছে, সেই টাকা সে ফেরত আনতে চায়। তাকে বিশেষ সুবিধা দিতে হয়ত এটা করা হয়েছে। কারণ, এই পাচারকারীরাও তো অত্যন্ত পাওয়ারফুল। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তারা ভূমিকা রাখে। তবে যে কারণেই হোক সরকার যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সেটা দুরদর্শী সিদ্ধান্ত বলে আমার মনে হয়নি।"

এনবিআরের কোনো কর্মকর্তা এ বিষয়ে সরাসরি কথা বলতে রাজি হননি। তবে একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার

শর্তে বলেন, "মেয়াদের শেষ দিকে সাধারণত এ ধরনের সুযোগ করদাতারা বেশি নেন। এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না বলেই আমাদের ধারণা। অর্থবছরের শুরু হয় ১ জুলাই আর শেষ হয় ৩০ জুন। ফলে এই অর্থবছরের আরো ৭ মাস আছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। এখনই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না।"

গত বাজেটে এক অর্থবছরের জন্য ব্যাংকিং চ্যানেলে বিদেশ থেকে অর্থ আনলে ৭ শতাংশ কর দিয়ে তা কর নথিতে দেখালেই বৈধ হয়ে যাবে, এমন সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সুযোগ নিলে এনবিআরসহ অন্য কোনো সংস্থা এই বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। পাশাপাশি বিদেশে সম্পদ বা অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তি হিসেবে সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা করার ক্ষমতা কর কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়েছে। তবে শর্ত নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

এই বিধান চালুর এক মাস সাত দিন পর ৭ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে বিদেশ থেকে অর্থ এনে কর নথিতে দেখানোর ব্যাখ্যা দেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। তিনি বলেন, "কালো টাকা নয়, বিদেশে থাকা বৈধ টাকা দেশে এনে কর নথিতে দেখানো যাবে। এর এক দিন পরই বাংলাদেশ ব্যাংক একটি আদেশ জারি করে। ৮ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের চিঠি লিখে জানায়, ৭ শতাংশ কর দিয়ে বাংলাদেশের বাইরে যে কোনোরূপে গচ্ছিত ও অপ্রদর্শিত অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈধভাবে দেশে এনে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করা যাবে। যেহেতু ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ওই অর্থ দেশে আসবে, সেহেতু কোথাও প্রশ্ন করার সুযোগ নেই যে, ঐ অর্থ বিদেশে বৈধ, নাকি অবৈধভাবে গচ্ছিত ছিল।"

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গর্ভনর আবুল কাশেম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এই সুবিধা কেউ নেবে না। এর অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, বাজেটে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেটা এক বছরের জন্য। আর দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন স্থায়ী। ফলে পরের বছর যে তাকে ধরা হবে না, এই নিশ্চয়তা কে দেবে? দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে কেউ টাকা পাঠালেই সেটা বৈধ না অবৈধ এই খোঁজ কেউ নেয় না। ফলে সেটা রেমিট্যান্স হিসেবে ধরা হয়। আর রেমিট্যান্স আনলেই আড়াই শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যায়। তাহলে সে কেন ৭ শতাংশ কর দিয়ে এটা বৈধ করতে যাবে? উল্টো ঘোষণা না দিলেই সে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা পাবে।"

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার হয়েছে। আর এ কারণেই তা ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেক দেশ এমন উদ্যোগ নিয়ে সফলও হয়েছে। এসব অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী।

৬ বছরে দেশের ৪ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা (৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার) বিদেশে পাচার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছে না বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক

শেখ তৌফিকুর রহমান : তথ্যপ্রযুক্তি খাত বিকাশের উদ্দেশ্য থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করছে সরকার। এরই মধ্যে গাজীপুর, সিলেট ও রাজশাহীতে তিনটি হাই-টেক পার্কের নির্মাণকাজ শেষও হয়েছে। পার্কগুলোয় কার্যক্রম চালাচ্ছে খুবই স্বল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান। বিনিয়োগকারীরা শুরুতে আগ্রহ দেখালেও দিনে দিনে তা কমে এসেছে। জমি বা ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ নেয়ার পর উৎপাদন শুরুর জন্য নতুন করে বিনিয়োগ করছেন না তারা। এখন পর্যন্ত হাই-টেক পার্কগুলোয় বিপুল পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ হলেও তা অব্যবহৃতই পড়ে থাকছে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সালে গঠন করা হয় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ)। বিএইচটিপিএর অধীনে এখন হাই-টেক পার্ক, আইটি পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারসহ মোট ৯২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে হাই-টেক পার্কের সংখ্যা চার। আইসিটি খাতের বৃহৎ পরিসরের উৎপাদন হাব হিসেবেই গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে হাই-টেক পার্কগুলো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এর মধ্যে সবার আগে উৎপাদনে এসেছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি। এছাড়া সিলেট ও রাজশাহীতে নির্মিত হাই-টেক পার্কে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্বল্প পরিসরে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। রাজশাহীর হাই-টেক পার্কে দুই বছর আগেই উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলেও এখনো তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়নি। এছাড়া সম্প্রতি ঢাকার দোহারে চতুর্থ ও সর্বশেষ হাই-টেক পার্কটি নির্মাণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

রাজশাহী শহর থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে পদ্মাপারে প্রায় ৩১ একর জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন না হলেও প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় দুই বছর আগেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এখানে কার্যক্রম শুরু করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। নতুন করে বিনিয়োগেও তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না উদ্যোক্তাদের মধ্যে। বর্তমানে সেখানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পুনরায় ভাবতে হবে

পিনেলোপি কুজিয়ানো গোল্ডবার্গ : গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রকাশ পেয়েছে। এর ঠিক কয়েক দিন আগেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন চীনা প্রযুক্তির উত্থান মোকাবেলায় চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক রফতানি নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্ব প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মেলাতে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য সব উপায়ই বিবেচনায় রেখেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বাণিজ্য খাতকে প্রাথমিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে চীনের বিরুদ্ধে স্পষ্টতই অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু বিষয়টি মূলধারার গণমাধ্যমের খুব একটা নজর কেড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক এডওয়ার্ড লুইস বলেন, বিশ্বের এক অর্থনৈতিক পরাশক্তি আরেক বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে অথচ কেউ খেয়ালই করেনি! অবশ্য এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই, কেননা চাঞ্চল্যকর সংবাদ, টুইটারের নির্বিচারে কর্মী ছাঁটাই ও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ধসের মতো সংবাদের প্রতিযোগিতার মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় হয়তো কমই আছে। তবে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত নতুন নীতির প্রসঙ্গটি এসব চাঞ্চল্যকর সংবাদের তুলনায় আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভানের গত সেপ্টেম্বরের বক্তব্যটি খেয়াল করুন। তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দ্বারাই তার অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। মার্কিন উপদেষ্টার এ কথার অর্থ হলো, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করতে যা কিছুই করা লাগুক না কেন, তার সব চেষ্টাই করবে যুক্তরাষ্ট্র, সেই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর যতটা সম্ভব অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগও অব্যাহত রাখবে। তবে মার্কিনদের এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কিছুটা দুর্বলতাও প্রকাশ করে। এ কথা

মানতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি চাঙা করার লক্ষ্যে গৃহীত এ নীতি সীমিত সময়ের জন্য দেশটিতে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।

জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের নামে নতুন রফতানি নিষেধাজ্ঞাগুলোকে ন্যায়সংগত করতে যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি হলো, চীনের উৎপাদিত প্রযুক্তিতে সামরিক ও বেসামরিক সংমিশ্রণ রয়েছে ও দ্বৈত ব্যবহারের পণ্য (যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হলেও এগুলো সামরিক খাতে ব্যবহার করা যায়)। জাতীয় নিরাপত্তা সবসময়ই আকর্ষণীয় যুক্তি, সম্ভবত এ কারণেই চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অর্থনৈতিক নীতিগুলোয় দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা সম্ভব হয়েছে। তবু এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ।

প্রথমত, জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত যুক্তি দেখানো সহজ হলেও সেটা যাচাই করা তো কঠিন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এর আগেও নিরাপত্তা ঝুঁকির অজুহাতে ইরাককে একটি দীর্ঘ ও অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সে যুদ্ধ শুরুর যৌক্তিকতা ছিল ইরাকি গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কথিত হুমকি, পরবর্তী সময়ে এসব যুক্তি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। যদিও গত ১০ বছরে চীনের বৈশ্বিক নীতিতে বহু পরিবর্তন এসেছে, তবু চীনকে তো আর রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাইওয়ান ভূখণ্ডে চীনের কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব বা দক্ষিণ চীন সাগর ইস্যুতে ফিলিপাইনের সঙ্গে চীন যুদ্ধে জড়াবে এমন আশঙ্কায় তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ মাত্রাতিরিক্তই বটে। তাছাড়া চীনের ওপর এখনই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হিতে বিপরীত হতে পারে, পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। নিষেধাজ্ঞার প্রত্যুত্তরে চীনা নেতারা আরো বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, দ্বৈত ব্যবহার পণ্যের ধারণাটিও বিভ্রান্তিকর। কেননা প্রতিটি জিনিসেরই বেসামরিক ও সামরিক ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে তাই ধারণাটি প্রশ্নবিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, সামরিক সেনাদের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# গুজবে কান দেবেন না, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী আছে- যশোরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যশোর: আগামী নির্বাচনেও নৌকা মার্কায় ভোট চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন তিনি। গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোরের শামস-উল হুদা স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় তার দলের নির্বাচনী প্রতীক 'নৌকা' মার্কায় ভোট চেয়েছেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা আমাদেরকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা চাই। আগামী নির্বাচনেও আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন।

বিএনপি আমলের অরাজকতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি সন্ত্রাস, হত্যা রাহাজানি, নির্যাতন আর জেল, জুলুম, মামলা ব্যতীত জনগণকে কিছুই দিতে পারে নাই। প্রধানমন্ত্রী ব্যাংকে রিজার্ভ ও তারল্য নিয়ে বিএনপি-জামায়াত চক্রের ছড়ানো গুজব সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই গুজবে কান দেবেন না কারণ বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং ব্যাংকে অর্থের কোনো সংকট নেই। যদিও, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা থাকায় ব্যাংকে টাকা নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আর ব্যাংকে টাকা নেই এই কথাটা মিথ্যা। গতকালকেও তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ মিটিং করে দেখেছেন টাকার কোনো সমস্যা নাই। প্রত্যেকটা ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা আছে । শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের রেমিট্যান্স আসছে, বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আসছে, আমদানি-রফতানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ট্যাক্স কালেকশন বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশ্বের অন্য দেশ যেখানে হিমসিম খাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী আছে।

সভায় আরো বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, প্রেসিডিয়াম সদস্য পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ও জাহাঙ্গীর কবির নানক ও শেখ হেলাল।- বণিকবার্তা

# ৩ নয়, ৫ মাসের আমদানির রিজার্ভ আছে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৩ মাস নয়, ৫ মাসের আমদানি করা যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সবাইকে কৃষি উৎপাদনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা শুধু নিজেদের চাহিদা মেটাব না, অনেক দেশকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। খাদ্যপণ্য দিয়ে আমরা অনেক দেশকে সহযোগিতা করতে পারি।'

সরকারপ্রধান বলেন, 'মানুষের শরীরে যেন পুষ্টি থাকে, সেজন্য মাছ-মাংস-ডিম-দুধ, ফলমূল গবেষণা করে আমরা উৎপাদন বাড়াচ্ছি। আমরা সীমিত জায়গায় দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করছি।

'আমাদের রিজার্ভ খরচ হচ্ছে, সেটা ঠিক। তারপরও আমি বলব আমাদের এখন যে রিজার্ভ আছে তা দিয়ে ৩ মাস নয়, ৫ মাসের আমদানি করতে পারি। সে পরিমাণ অর্থ আমাদের আছে।'

'ব্যাংকে টাকা নেই, এমন একটা গুজব ছড়াচ্ছে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সবাই টাকা ব্যাংক থেকে তুলে ঘরে রাখছে। ঘরে টাকা রাখা মানে তো চোরকে সুযোগ করে দেওয়া। চোরের পোয়া বারো। চোরের হাতে টাকা তুলে দেবেন নাকি ব্যাংকে রাখবেন সেটা টাকার মালিক যারা তাদের ওপরই নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি বলব যে ভোগ্যপণ্যের কোনো অসুবিধা হবে না। ইউক্রেন-রাশিয়া থেকে আমরা আমদানি শুরু করেছি। যদিও স্যাংশনের কারণে ডলারে পেমেন্টে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

# চলতি অর্থবছরে ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নিতে চায় সরকার

ঢাকা: চলতি অর্থবছরে প্রকল্প সহায়তা ও বাজেট সহায়তায় প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। অর্থবছরের শুরুতে মোট বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৩৮২ বিলিয়ন ডলার। পরবর্তীতে আইএমএফ সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে রাজি হওয়ায় সেখান থেকে ৪৪৮ মিলিয়ন ডলার চলতি অর্থ বছরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে মোট ঋণ পাওয়া যাবে ১২ হাজার ৮৩০ মিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১০৬ টাকা ধরে)।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তথ্যে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ৩৩০ টি প্রকল্পের বিপরীতে বৈদেশিক ঋণ থেকে ৯৩ হাজার কোটি টাকা নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আর বাকি ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাজেট সহায়তায় খরচ করা হবে। সবচেয়ে বেশি ২৩৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার বৈদেশিক ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। যার মধ্যে ১৯ কোটি ২১ লাখ ডলার ছাড় হয়েছে। এরপরে ১৭১ কোটি ২০ লাখ ডলার দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। সংস্থাটি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬ কোটি ৭৯ লাখ ডলার ছাড় করেছে। এরপরে ২৮২ কোটি ৫০ লাখ ডলার দেবে জাইকা ও আমেরিকা। সেখান থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৪৫ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। ইউরোপ উইংয়ের দেশগুলো থেকে আসবে ২২৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সেখান থেকে ইতিমধ্যেই ১০ কোটি ৯৩ লাখ ডলার পাওয়া গেছে। ২৯৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার দেবে এশিয়া জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন (জেইসি) ও ফেলোশিপ অ্যান্ড ফাউন্ডেশন (এফঅ্যান্ডএফ) উইং সংশ্লিষ্ট দেশ। তারা ইতিমধ্যে ৩৮ কোটি ২৭ লাখ ডলার ছাড় করেছে। এছাড়া অন্যান্য দেশ ও সংস্থা থেকে আসবে ২৭ কোটি ডলার। এখান থেকে ছাড় হয়েছে তিন কোটি ডলার।

এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশকে ৪৫০ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। যা আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ছয় মাস অন্তর অন্তর সাত কিস্তিতে পাওয়া যাবে। আইএমএফের সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণের মধ্যে ৪৪৮ মিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে।

এদিকে প্রথমবারের মতো গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। মেগাপ্রকল্পে বৈদেশিক ঋণের যথাযথ ব্যবহার, উন্নয়ন ঋণদাতাদের কাছ থেকে বাজেট সহায়তা এবং কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের তহবিলের ফলে এটি সম্ভব হয়। এর আগে বৈদেশিক সহায়তা সর্বোচ্চ অর্থ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেলে যান চলাচল শুরু জানুয়ারিতে - প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব

ঢাকা: চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' দিয়ে আগামী জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে যান চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস। তিনি বলেন, টানেলের দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম টিউবের কাজের সমাপ্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন।

গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের পতেঙ্গা প্রান্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন ড. আহমদ কায়কাউস। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। সেই অবকাঠামো উন্নয়নের চূড়ান্ত মাইলফলক কর্ণফুলীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। প্রধানমন্ত্রী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল করেছেন। সেখানে দেশীয় বিনিয়োগ আছে, বিদেশি বিনিয়োগও আছে।

তিনি বলেন, দেশীয় উৎপাদন বাংলাদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে, ঠিক বিদেশেও ছড়িয়ে যাবে। সেজন্য দরকার হচ্ছে আমাদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ এবং বন্দর। মাতারবাড়ির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ টানেলের কারণে ঢাকা থেকে কক্সবাজারে যাওয়ার ৪০ কিলোমিটার রাস্তা কমে যাবে। সময় বাঁচবে, যোগাযোগ দ্রুত হবে। যারা কাজ করে তাদের সময় বাঁচা মানে খরচ কমে যাওয়া। এই টানেল বাংলাদেশের বিশাল অর্জন। টানেল দিয়ে আগামী জানুয়ারি থেকে যান চলাচলের আশা প্রকাশ করে মুখ্যসচিব বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রধানমন্ত্রী শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। আমাদের অর্থনৈতিক শক্তিটা এতই মজবুত যে, কোনোভাবে সেটাকে টলানো সম্ভব নয়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# ইউক্রেন যুদ্ধের চেয়ে ইউরোপে বেশি মানুষ মরবে জ্বালানির দামবৃদ্ধিতে -দ্য ইকনোমিস্টের প্রতিবেদন

যুদ্ধে জিততে হলে পুতিনকে এমন কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে, যাতে পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে। আর এই শীতেই হয়তো সুযোগের চরম সদ্ব্যবহার করতে যাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আসন্ন শীতে ইউরোপে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ রাখাটাই হতে পারে রুশ প্রেসিডেন্টের জন্য তুরুপের তাস।

জানা যায়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইউরোপকে মোট চাহিদার ৪০-৫০ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়েছিলেন পুতিন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চলতি বছরের আগস্ট থেকে পুরো ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ রেখেছে পুতিন সরকার।

রাশিয়া থেকে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো, নর্ডস্ট্রিম পাইপলাইন। আগস্ট মাস থেকে নানান অজুহাতে এ পাইপলাইন বন্ধ রেখেছে মস্কো। আর তাতেই বিপাকে পড়েছে গোটা ইউরোপ।

পুতিনের এক চালেই ইউরোপজুড়ে হুড়হুড় করে বাড়তে শুরু করেছে জ্বালানির দাম, যা আসন্ন শীতে অনেক বেশি কঠিন করে তুলবে লাখ লাখ ইউরোপীয় নাগরিকদের জীবন।

দ্য ইকোনমিস্ট বলছে, এখন পর্যন্ত ইউরোপ এ ধাক্কা ভালোভাবে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর দাবি, তারা পর্যাপ্ত গ্যাস মজুত করে রেখেছে। কিন্তু পাইকারি বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছে গোটা ইউরোপেই।

অনেকে আবার বলছেন, পাইকারি বাজারে দাম বাড়লেও, ইউরোপের খুচরা বাজারে জ্বালানির দাম কিছুটা কমেছে। তবে গড় আবাসিক গ্যাস ও বিদ্যুতের খরচ ২০০০-২০১৯ সালের তুলনায় যথাক্রমে ১৪৪ শতাংশ ও ৭৮ শতাংশ বেড়েছে।

ইউরোপের এমন পরিস্থিতি দেখে বোঝা যায়, ইউক্রেনীয়রা কী পরিমাণ ভয়াবহতা সহ্য করছেন। ভলোদিমির জেলেনস্কির দেশের নাগরিকদের অবর্ণনীয় ভোগান্তির কাছে ইউরোপের ভোগান্তি বলতে গেলে কিছুই না।

এরপরও যতটুকু ভোগান্তিতে ইউরোপিয়ানরা পড়েছেন, সেটুকুই তাদের কাছে পাহাড়সম মনে হচ্ছে। কারণ শীতে যখন গ্যাসের সর্বশেষ মজুতটুকুও ফুরিয়ে যাবে, তখন খাবারের অভাবে নয়, ঠাণ্ডার প্রকোপে মরতে হবে তাদের।

অনেকের মতে, আবহাওয়া, জ্বালানি ও মৃত্যুহারের মধ্যে যদি সুষম সম্পর্ক বজায় না থাকে তাহলে পুতিনের 'জ্বালানি অস্ত্র' বা 'জেনারেল উইন্টার' এর কারণে যুদ্ধে যে পরিমাণ ইউক্রেনীয় মারা গেছেন, তার থেকে বেশি ইউরোপিয়ান মারা যাবেন।

ইউরোপের মানুষদের জন্য সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রাকে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। কারণ, এ অঞ্চলের মানুষ গরম খুব একটা সহ্য করতে পারেন না। তবে নিম্ন বা অতি ঠান্ডা তাপমাত্রাও ইউরোপের জন্য কম ভয়ংকর নয়। এখানে জুন-আগস্টের তুলনায় ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারির প্রতি সপ্তাহে ২১ শতাংশ বেশি মানুষ মারা যান।

এদিকে, অতীতে জ্বালানির দামবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাণহানির সম্পর্ক সামান্য থাকলেও, এ বছরের দামবৃদ্ধির হার গতি অনেক বেশি। নিচের পরিসংখ্যানটি দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে।

বলা হচ্ছে, এ বছর ইউরোপে জ্বালানির দাম ও শীতকালীন মৃত্যুর মধ্যকার সম্পর্ক পরিবর্তন হতে পারে। এমনকি, এ সম্পর্ক যদি আগের মতো থাকে ও বিদ্যুতের দাম যদি এখন যা আছে তাই থাকে, তাহলেও শীতকালীন মৃত্যুর সংখ্যা ইউরোপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ হতে পারে। এমনকি ভারি শীত নয়, মাঝামাঝি শীতেই এমনটি ঘটতে পারে।

শীতকালীন মৃত্যুর মোট সংখ্যা অবশ্য অন্যান্য কারণের ওপরেও নির্ভর করে, বিশেষ করে তাপমাত্রার ওপর। দ্য ইকোনমিস্ট বলছে, মৃদু শীতে ইউরোপে মৃত্যুর সংখ্যা ৩২ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। তবে পুরোপুরি শীতে তিন লাখ ৩৫ হাজার মানুষ নিজেদের গরম রাখতে না পেরে মারা যেতে পারেন।

শীতে ইউরোপের (ইউক্রেনের বাইরে) কতজন লোক মারা যাবেন তা মূলত নির্ভর করছে কয়েকটি বিষয়ের ওপরে। দুটি সবচেয়ে সহজবোধ্য বিষয় হলো, শীতকালীন ফ্লু ছড়িয়ে পড়া ও তাপমাত্রা একেবারে কমে যাওয়া। শীত বা ঠান্ডা যেকোনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে ও মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

তাছাড়া, অতিরিক্ত ঠান্ডায় শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জমাট বেধে যায় ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, যা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। অধিক ঠান্ডায় মানুষের শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

যুক্তরাজ্যে কার্ডিওভাসকুলার রোগে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# বাজওয়া পরিবারের 'বিপুল সম্পদ' নিয়ে হইচই পাকিস্তানে

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার পরিবারের বিপুল সম্পদের তথ্য ফাঁস করেছে দেশটির একটি অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম সাইট। কর নথির বরাতে ফ্যাক্টফোকাস নামের সাইটটি এ তথ্য ফাঁস করেছে, যা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির অর্থমন্ত্রী ইসহাক দার। বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ফ্যাক্টফোকাসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেনাপ্রধানের পরিবার গত ছয় বছরে বিলিয়নেয়ার বা ধনকুবের হয়েছে।

বাজওয়া পরিবারের সদস্যরা আন্তর্জাতিক ব্যবসা শুরু করেছেন, বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে সেগুলো স্থানান্তরিত করেছেন এবং বিদেশি প্রপার্টি কিনেছেন।

এই প্রক্রিয়ায় তৎকালীন চিফ অব আর্মি স্ট্যাফ (সিওএএস) বাজওয়ার এক পুত্রবধ তার বিয়ের আগে মাত্র ৯ দিনে বিলিয়নেয়ার হয়েছেন। লাহোরের এই নারীর অন্য তিন বোনেরও সম্পত্তি বেড়েছে বহুগুণে।

মাহনুর সাবিরের নামে ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর গুজরানওয়ালায় আটটি ডিএইচএ প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর ৯ দিন পর কামার জাভেদের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

পাকিস্তানি এই জেনারেলের পরিবার লাহোরের সাবির হামিদের সঙ্গে যৌথ ব্যবসা শুরু করেছেন। মিঠু নামে পরিচিত সাবির হলেন মাহনুরের বাবা ও বাজওয়ার ছেলের শ্বশুর। একই বছর হামিদ পাকিস্তানের বাইরে মূলধন স্থানান্তর এবং বিদেশে সম্পদ ক্রয় শুরু করেন।

করাচি ও ইসলামাবাদের গুলবার্গ গ্রিনসে জেনারেলের স্ত্রী আয়েশার বড় খামারবাড়ি আছে। এ ছাড়া একাধিক আবাসিক প্লট এবং ডিএইচএ প্রকল্পে বাণিজ্যিক প্লট এবং প্লাজাসহ বহু বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তির মালিক তিনি।

কামার বাজওয়া যখন সিওএএস ছিলেন তখনই লাহোরের ডিএইচএর চতুর্থ ও ষষ্ঠ পেজে দুই বাণিজ্যিক প্লাজার মালিক হয়েছেন। তখন তিনি তার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাউন্টে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ডলার রাখতেন।

পাকিস্তানের গোপন কর প্রতিবেদন-এফবিআরে দেখা যায়, জেনারেলের স্ত্রীকে একাধিকবার সম্পদ গোপনের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। ফ্যাক্টফোকাস একটি ফলো-আপ প্রতিবেদনে এই বেকর্ডগুলোর বিস্তারিত প্রকাশ করবে।

বাজওয়ার পরিবার ২০১৮ সালে তেলের ব্যবস্থা শুরু করে। প্রথমে এটি দুবাইয়ে পাকিস্তানের ট্যাক্স সদরদপ্তরে এবং কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানজুড়ে এটি বিস্তৃত হয়।

গত তিন বছর ধরে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ফ্যাক্টফোকাস জেনারেলের দুই ছেলের নামে সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি।

সেনাপ্রধান বাজওয়ার পরিবারের কথিত কর নথি সম্পর্কিত ফ্যাক্টফোকাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী পাকিস্তান এবং এর বাইরে মিলিয়ে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধানকে বলেছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ও দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

নিউ ইয়র্ক: মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছে, পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধান দুটি তাৎক্ষণিক কাজের মুখোমুখি হবেন, দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা। দ্য টাইমস এবং দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবারের প্রথম দিক থেকে পাকিস্তান সম্পর্কে দুটি করে আলাদা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে: প্রথমটি যখন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির কাছে ছয়জন সিনিয়র জেনারেলের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠান এবং দ্বিতীয়টি যখন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আসিম মুনিরকে পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন দেন। অন্যান্য মার্কিন মিডিয়া আউটলেটগুলি, টিভি চ্যানেল এবং নিউজ সাইটগুলি সহ, এ খবরে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে এবং নিয়মিত তাদের গল্প আপডেট করেছে। সাধারণত, মার্কিন মিডিয়া খুব কমই অন্য দেশে একজন সেনাপ্রধানের নিয়োগের খবর প্রকাশ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও এই ধরনের নিয়োগে খুব কমই আগ্রহ দেখায়।

টাইমস উল্লেখ করেছে যে, 'অনেকে' সেনাপ্রধানের এ পরিবর্তনকে 'বেসামরিক রাজনৈতিক চক্র হিসাবে পাকিস্তানি বিষয়গুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ' হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটি 'রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা নিয়ে তীব্র বিতর্কের মুহূর্তে আসে'। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের ৭৫ বছরের ইতিহাসের অর্ধেকেরও বেশি সময় শাসন করেছে সামরিক বাহিনী এবং এমনকি বেসামরিক সরকারের অধীনেও সামরিক নেতাদের পাকিস্তানি রাজনীতির অদৃশ্য হাত হিসাবে দেখা হয়।

'সেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এ বছর কঠোর তদন্তের মধ্যে এসেছে। এপ্রিলে সংসদীয় অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরে তিনি বলেছিলেন যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত সহায়তা করেছিল,' প্রতিবেদন যোগ করা হয়েছে। টাইমস দাবি করেছে যে, ইমরান খানের 'সামরিক বাহিনীর নিরলস সমালোচনা পাকিস্তানিদের মধ্যে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# '৭১-এর পরাজয় রাজনৈতিক, আত্মসমর্পণকারী সেনা ছিল মাত্র ৩৪ হাজার'-পাকিস্তানের সেনাপ্রধান কামার জাভেদ

ইসলামাবাদ: উত্তরসূরি অসিম মুনিরের হাতে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে শীঘ্রই অবসরে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া। সেনাপ্রধান হিসেবে গত ২৩ নভেম্বর বুধবার সামরিক বাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে জনগনের উদ্দেশে দেয়া শেষ ভাষণে বাজওয়া বেশ কিছু ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। ৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিষয়টি নিয়েও নিজস্ব মতামত দিয়েছেন তিনি।

তার ভাষণে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করে দাবি করেছেন, এই পরাজয় মোটেও সামরিক ব্যর্থতা নয়, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যর্থতা।

তিনি বলেন, আমি এখানে কিছু তথ্য সঠিক করতে চাই। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকে ইঙ্গিত করে) ছিল রাজনৈতিক ব্যর্থতা, সামরিক ব্যর্থতা নয়।

তিনি দাবি করেন, ৯২ হাজার সেনার (আত্মসমর্পণ) যেই তথ্যটি দেয়া হয়, তা সঠিক নয়। সেখানে সেনা সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার। বাকিরা সরকারের অন্যান্য বিভাগের লোকজন।

বাজওয়া বলেছেন, এই ৩৪ হাজার সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে ২ লাখ ৫০ হাজার ভারতীয় সেনা ও ২ লাখ মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে।

তিনি বলেন, 'এই কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, আমাদের সেনাবাহিনী সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে এবং অনুকরণীয় ত্যাগ স্বীকার করেছে যা ভারতীয় সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ স্বীকার করেছেন।'

তার মতে, ৭১-এর যুদ্ধে অবদান রাখা সেনাদের কথা স্বরণ করা হয় না। যা একটি 'মহা অন্যায়'। জেনারেল বাজওয়া ছয় বছর সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার পর মাসের শেষের দিকে অবসর নেবেন। তার স্থলাভিষিক্ত হবেন সাবেক আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অসিম মুনির।

# দিল্লির জামে মসজিদে নারীর প্রবেশ নিষেধ?

দিল্লির জামে মসজিদ খবরের শিরোনামে। মূল ফটকে নোটিস দিয়ে বলা হয়েছে, নারীর প্রবেশ নিষেধ। দিল্লির শতাব্দীপ্রাচীন জামে মসজিদে শুধু দেশের থেকে নয়, বিদেশ থেকেও হাজার হাজার পর্যটক আসেন। কেউ আসেন ধর্মীয় কারণে, কেউ বা এর ইতিহাস জানতে, স্থাপত্য দেখতে। সম্প্রতি সেই জামে মসজিদের প্রধান দরজায় নোটিস টাঙানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নারীর প্রবেশ নিষেধ। প্রাথমিকভাবে সেই নোটিস বেশ মানুষের চোখে পড়েনি। কিন্তু বিষয়টি জানাজানি হতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। জামে মসজিদের শাহী ইমাম বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

যে নোটিস টাঙানো হয়েছিল, তা আদৌ জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষের কি না, তা নিয়ে প্রথমে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এবিষয়ে শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি বলেন, আগে মসজিদ চত্বরে নারীর প্রবেশে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেছে, মসজিদ চত্বরকে ডেটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এনিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সে কারণেই এই নোটিস টাঙানো হয়েছে। তবে ধর্মীয় কারণে কেউ মসজিদে এলে, তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে।

শাহী ইমামের বক্তব্যে স্পষ্ট, কোনো নারীই মসজিদে ঢুকতে পারবেন না, এমনটা নয়। তবে সকলকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বস্তুত, ইমাম নিজেই জানিয়েছেন, এই নোটিস দেওয়ার পরেও বেশ কিছু নারীকে মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এতেই বিতর্ক থামছে না। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কে

কী কারণে মসজিদে আসছেন, তা ঠিক করবে কে? বস্তুত, মসজিদের যে জায়গায় নামাজ পড়া হয়, সেখানে এমনিতেই সকলকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তার বাইরে, চাতালে বহু মানুষ আসেন। অনেকেই আসেন ইতিহাস এবং স্থাপত্য দেখতে। বহু বিদেশি পর্যটক আসেন। তাদের ক্ষেত্রে কী করা হবে? শুধু তা-ই নয়, প্রশ্ন উঠছে, ডেটিং বন্ধ করতে শুধুমাত্র নারীদের উপরেই কোপ পড়ছে কেন? পুরুষরা কি সে কাজ করছেন না?

বেশ কিছুদিন আগে মসজিদ কর্তৃপক্ষ গেটের বাইরে লিখে দিয়েছিলেন, মসজিদ চত্বরে মিউজিক ভিডিও শ্যুট করা যাবে না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। একইভাবে মসজিদ চত্বর ডেটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না, এমন নোটিস কি দেওয়া যেত না? এসব প্রশ্ন উঠছে।

বস্তুত, দিল্লির নারী কমিশন একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে। সেখানে কেন এই নোটিস জারি হলো, তা নিয়ে মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। যে বৈঠকে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার বিবরণী চাওয়া হয়েছে। নারী কমিশনের প্রধান বলেছেন, জামে মসজিদের নোটিস নারী অধিকারের বিরোধী। এনিয়ে সবরকম লড়াই তারা করবেন। বিষয়টিকে তারা গণতন্ত্রবিরোধী বলেও দাবি করেছেন।

এর আগে দক্ষিণ ভারতের শবরীমালা মন্দিরে ঋতুমতী নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার পরে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল। সেখানেও নারীর অধিকারের প্রশ্ন সামনে এসেছিল। যে হিন্দুত্ববাদীরা সে সময় আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং মন্দিরের ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলেছিল, জামে মসজিদের ঘটনায় তাদের কেউ কেউ নারী অধিকারের প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবিষয়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছে।

- পিটিআই

# অবশেষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন আনোয়ার ইব্রাহিম

কুয়ালালামপুর: মালয়েশিয়ার ১০তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দেশটির অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ আনোয়ার ইব্রাহিম। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) মালয়েশিয়ার রাজা সুলতান আবদুল্লাহ সুলতান আহমদ শাহ রাজধানী কুয়ালালামপুরের রাজপ্রাসাদে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। দেশটির চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আনোয়ার ইব্রাহিমের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

আলজাজিরা ও রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, মালয়েশিয়ার গত রবিবারের (২০ নভেম্বর) নির্বাচনের পর সরকার গঠন নিয়ে সংকট দেখা দেয়। আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বাধীন জোট পাকাতান হারাপান (পিএইচ) সর্বাধিক আসন পায়। কিন্তু তা সরকার গঠনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পায় সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের নেতৃত্বাধীন জোট মালয়-মুসলিম পেরিকটান ন্যাশনাল (পিএনও)।

এ অবস্থায় উভয় জোট ছোট দলগুলো নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু পাঁচ দিন চলে গেলেও পিএইচ ও পিএইচ কোনো জোটই সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। এ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন দেশটির রাজা সুলতান আবদুল্লাহ সুলতান আহমদ শাহ।

অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে বৃহস্পতিবার সকালে মুহিউদ্দিন ও আনোয়ার এবং নির্বাচিত এমপিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজা সুলতান আবদুল্লাহ। কয়েক ঘণ্টার বৈঠকের পর আনোয়ার ইব্রাহিমকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান রাজা। বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে রাজা রাজা সুলতান আবদুল্লাহ বলেন, 'কোনো জোটই এককভাবে জিতেনি। আবার এককভাবে কেউ হারেওনি। তবে, আমার বিশ্বাস আনোয়ার ইব্রাহিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপির সমর্থন আদায় করতে পারবেন। এ কারণে আমি তাকে সরকার গঠন করতে আহ্বান জানিয়েছি।' মালয়েশিয়ার ২২২ আসনের পার্লামেন্টে সরকার গঠনের জন্য ২১৩ এমপির সমর্থন দরকার হয়। রাজপ্রাসাদে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে শপথ গ্রহণ শেষে এক টুইটে আনোয়ার ইব্রাহিম লেখেন, 'এক কঠিন সংকটে আমাকে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার টিম জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে।' মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক বিশ্লেষক আসরুল হাদি আবদুল্লাহ সানি বলেন, 'আনোয়ার ইব্রাহিমের জন্য এ জয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হতে তাকে যে চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে, মালয়েশিয়ার ইতিহাসে ইতোপূর্বে তা আর ঘটেনি। তাই বলা যায়, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মধ্য দিয়ে আনোয়ার ইব্রাহিমের পুণর্জন্ম হলো।' আনোয়ার ইব্রাহিমের ক্যারিয়ার : ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি শুরু করেন আনোয়ার ইব্রাহিম। গঠন করেন মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া। ১৯৭১ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্যে নিয়ে আন্দোলন করে তিনি জাতীয় রাজনীতিবিদদের নজরে আসেন।

ওই বছরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ আনোয়ার ইব্রাহিমকে নিজের দল ইউনাইটেড মালয়াস ন্যাশনাল অর্গানাইশেজনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। আনোয়ার সে ডাকে সাড়া দেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৮ সালে তিনি নানান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে আনোয়ার ইব্রাহিম দুর্নীতি ও সমকামিতার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত হন।

দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে তার কারাদণ্ড হয়। দুই দফায় ১০ বছর জেল খেটে ২০১৮ সালে তিনি বেকসুর খালাস পান। ওই বছরের নির্বাচনে তার পিপলস জাস্টিস পার্টি জয় পায়। কিন্তু নানান অভিযোগের কারণে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি আনোয়ার ইব্রাহিম।

মালয়েশিয়ার সানওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ওং চিন হুয়াত বলেন, 'মালয়েশিয়া বহু জাতি, বহু ধর্মের দেশ। অর্থনীতির মতো আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাও নড়বড়ে। এ অবস্থায় অর্থনীতিকে সামাল দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সংহতি বজায় রাখার কাজ দক্ষ হাতে করতে হবে আনোয়ার ইব্রাহিমকে।'

# ইউক্রেনের চার অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য রাশিয়ান পাসপোর্ট ইস্যু

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেপ্টেম্বরে চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে সংযুক্ত করার দাবির পর এসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের ৮০ হাজারেরও বেশি রাশিয়ান পাসপোর্ট ইস্যু করেছে। গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মস্কো এ তথ্য জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন কর্মকর্তা ভ্যালেন্টিনা কাজাকোভা বলেন, 'রুশ ফেডারেশনে চারটি অঞ্চলের সংযোজনের পর থেকে এবং আইন অনুসারে, ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ রাশিয়ান ফেডারেশনের নাগরিক হিসাবে পাসপোর্ট পেয়েছে।' রাশিয়ান সংবাদ সংস্থার খবরে এ কথা বলা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে রাশিয়া ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দোনেৎস্ক, লুগানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসনে তথাকথিত গণভোট করে বলেছে, এসব অঞ্চলের বাসিন্দারা রাশিয়ার প্রজা হওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। পুতিন সেপ্টেম্বরেই মাসের শেষের দিকে ক্রেমলিনে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# ইউনেস্কো থেকে পদত্যাগ রাশিয়ার

ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। কমিটির প্রেসিডেন্ট রুশ দূত আলেকজান্ডার কুজনেতসভ মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) কমিটির সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তার পদত্যাগের কথা জানান। এতে সংস্থাটির কাজের অচলাবস্থা দূর হলো। তিনি এই কমিটিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কূটনৈতিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব মস্কোর ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রাশিয়া ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটিতে থাকায় সাংস্কৃতিক স্থানসমূহের সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা এ সংস্থাটির কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। জাতিসংঘের একজন কূটনৈতিক জানান, তার এ পদত্যাগের ফলে কমিটি নতুন প্রেসিডেন্টকে দ্রুত নিয়োগ দিতে পারবে এবং তাদের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেবে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি গত জুনে রাশিয়ার কাজান শহরে বৈঠকে বসতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যসহ ৪৬টি দেশ এই অনুষ্ঠান বয়কট করে। বৈঠকে ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ল্যান্ডস্কেপ, স্মৃতিস্তম্ভ এবং শহরগুলো হালনাগাদ করার কথা ছিল। উল্লেখ্য, ইউক্রেনে হামলার কারণে কমিটির প্রধান হিসেবে রাশিয়ার এ দায়িত্ব পালন নিয়ে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ফলে অনেকেই রাশিয়ার পদত্যাগ চেয়েছিল। এদিকে রাশিয়ার পরের সারিতে থাকা সৌদি আরব কমিটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবে কি না তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর বাসসের।

# দুর্দান্ত সৌদি আরবের কাছে অসহায় আর্জেন্টিনা

দুর্দান্ত সৌদি আরবের কাছে অসহায় আর্জেন্টিনা

টানা ৩৬ ম্যাচে অপরাজিত ছিল মেসিরা। সেই ধারায় ছেদ টেনে দিলো দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত খেলা সৌদি আরব। মঙ্গলবার বিশ্বকাপে গ্রুপ সি'র ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ফিফা ব্যাংকিংয়ে ৫১ নম্বরে থাকা দেশটি।

৪৮ মিনিটে আল-শেরির প্রথম গোলের পর ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি এরিয়া থেকে অসাধারণ গোল করেন আল-দোসারি। আর্জেন্টিনার দুজন ডিফেন্ডারকে দারুণ কৌশলে পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরও একজনকে বোকা বানিয়ে নেয়া আল-ডোসারির শটটি গোলরক্ষক মার্তিনেজের হাত ছুঁয়ে গোল হয়ে যায়।

তবে দশ মিনিটের সময় পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মেসি। এর মাধ্যম আর্জেন্টিনার জার্সিতে সর্বোচ্চ চারটি বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ড করেন তিনি। সব মিলিয়ে পঞ্চম ফুটবলার হিসেবে চারটি আলাদা বিশ্বকাপে গোল করলেন মেসি। এর আগে পেলে, উয়ে সিলার, মিরোস্লাভ ক্লোসা ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এই কীর্তি গড়েছিলেন।

প্রথমার্ধে অফসাইডের কারণে মেসির একটি ও লাওতারো মার্তিনেজের দুটি গোল বাতিল হয়ে যায়। পুরো খেলায় মোট ১০ বার অফসাইড হয় আলবিসেলেস্তেরা।

দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পর বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল আর্জেন্টিনা। তবে সৌদি গোলরক্ষক মোহাম্মদ আল-ওয়াইজ ও রক্ষণভাগের দক্ষতায় সফলতা পায়নি তারা। ফলে ম্যাচের ৭০ শতাংশ সময় খেলা নিয়ন্ত্রণে রেখেও হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় মেসিদের।

দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর সৌদি দর্শকদের ধ্বনিতে স্টেডিয়াম কম্পিত হয়ে ওঠে।

এরপর গোলরক্ষকের প্রতিটি সেভের সময় তারা আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মেসিকে গোলে শট নেয়া থেকে রুখতে সমর্থ হওয়ার পর হাসান আল-তামবাক্তির প্রতিক্রিয়া দর্শকদের আরও উত্তেজিত করে তোলে।

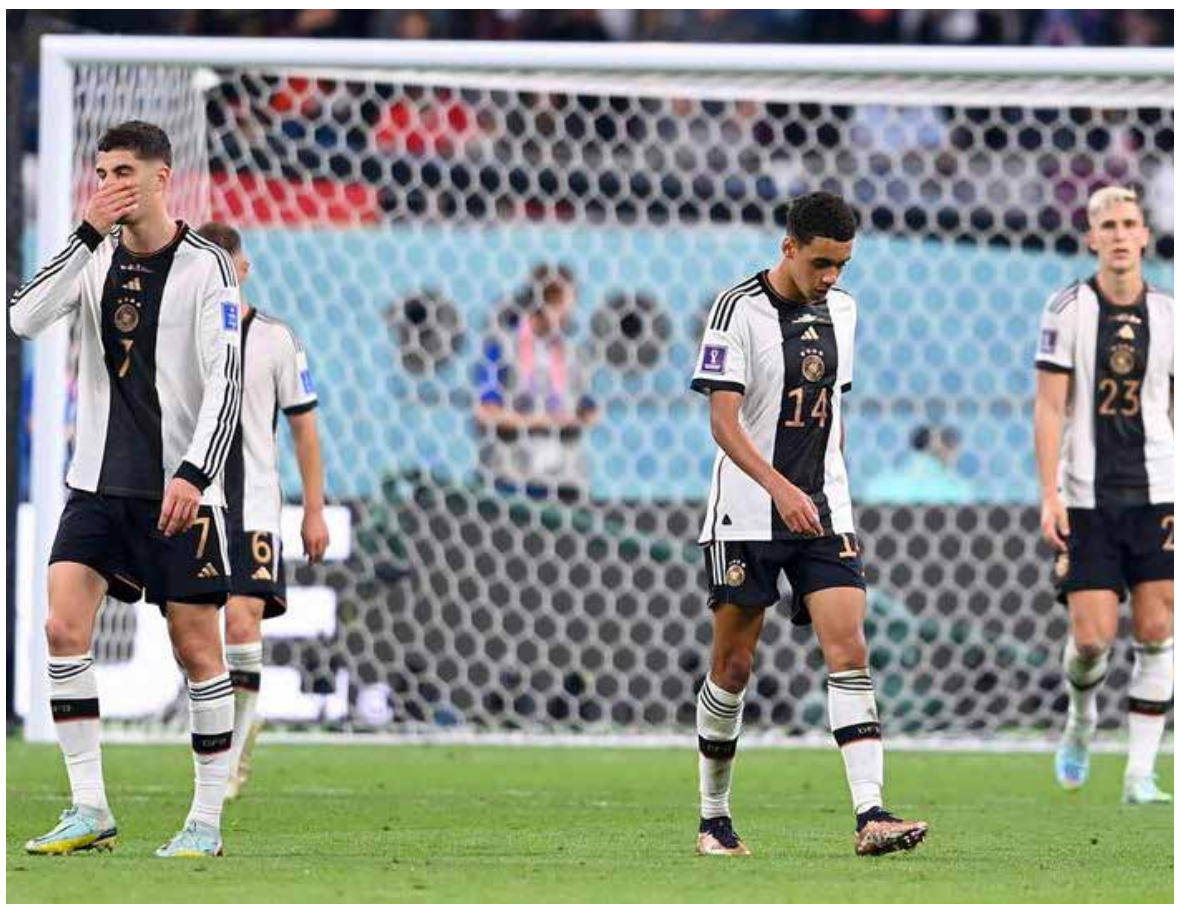

# চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে দিলো জাপান

দুই বদলি খেলোয়াড়ের গোলে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে গত ২৩ নভেম্বর বুধবার ২-১ গোলে হারিয়ে দিলো জাপান। এদিকে ক্রোয়েশিয়া ও মরক্কোর মধ্যে ২৩ নভেম্বরের বুধবারের প্রথম খেলাটি ০-০ গোলে ড্র হয়েছে।

ম্যাচের প্রথম গোলটি পেয়েছিল জার্মানি। ৩৩ মিনিটের সময় জাপানের গোলরক্ষক গন্ডা জার্মানির রাউমকে ফাউল করলে পেনাল্টি দেন রেফারি। সেই সুযোগ সহজেই কাজে লাগান গুনডোয়ান।

দ্বিতীয়ার্ধের ৭৬ মিনিটে প্রথম গোল পায় জাপান। মিনামিনোর নেয়া শট জার্মান গোলরক্ষক নয়ার ঠেকিয়ে দিলে ফিরতি বল থেকে গোল করেন ৭১ মিনিটে বদলি হিসেবে খেলতে নামা দোয়ান।

এরপর ৮৩ মিনিটের সময় গোল করেন আসানো। ইতাকুরার ফ্রি-কিক থেকে বল পেয়ে শ্লুটারবেককে বোকা বানিয়ে গোল করেন ৫৭ মিনিটে বদলি হিসেবে খেলতে নামা আসানো।

জাপানের ২১টি বিশ্বকাপ গোলের মধ্যে চারটি দিয়েছেন বদলি খেলোয়াড়রা।

জাপানের প্রথম গোলের আগে গোলসংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল জার্মানি। কিন্তু জাপানের গোলরক্ষক গন্ডার কারণে তা সম্ভব হয়নি। আট মিনিটের সময় জাপানের মায়েদার দেয়া একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায়। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ভিডিও রেফারি জার্মানির হাভার্টসের একটি গোল বাতিল করে দেন।

গত বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ড পেরোতে পারেনি ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি।

জার্মানির পরের খেলা রোববার স্পেনের বিরুদ্ধে। একইদিন মাঠে নামবে জাপান ও কস্টারিকা।

# এটাই সবচেয়ে বড় আপসেট- গ্রেসনোট

ডাটা কোম্পানি নিলসেন গ্রেসনোট বলছে, সৌদি আরবের জয় বিশ্বকাপের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আপসেট। এর আগের আপসেটটি ছিল ১৯৫০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জয়।

ব্যাংকিং সিস্টেম এবং জটিল ফর্মুলা ব্যবহার করে গ্রেসনোট বলছে, মেসিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের জেতার সুযোগ ছিল মাত্র ৮.৭ শতাংশ। আর ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জয়ের সম্ভাবনা ছিল ৯.৫ শতাংশ।

খেলা শেষে মেসি বলেন, ''এটি অনেক বড় এক ধাক্কা, এমন পরাজয় ব্যাথা দেয়, তবে আমাদের নিজেদের উপর আস্থা রাখতে হবে।'' তবে তারা সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না বলেও জানান তিনি। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে আমরা জেতার চেষ্টা করবো,'' বলেন তিনি।

ইংলিশ কিংবদন্তি ফুটবলার গ্যারি লিনেকার মনে করছেন এটি বিশ্বকাপের ইতিহাসের অন্যতম সেরা আপসেট।

সৌদি গোলরক্ষকের প্রশংসা করে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী আব্দালআজিজ বিন তুর্কি আল-ফয়সাল টুইটারে লিখেছেন, ''হাজার হাজার অভিনন্দন, নায়কেরা।'' সৌদি আরবের কাছে না হারলে ইটালির রেকর্ড ছুঁতে পারতো আর্জেন্টিনা।

# অস্ট্রেলিয়াকে চার গোল দিলো গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স

বিশ্বকাপ ২০২২-এর শুরুটা ভালোভাবেই করলো ফ্রান্স। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জিতলো তারা। প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেটাও ১০ মিনিটের মধ্যে। গোলদাতা ক্রেগ গুডউইন। তারপর প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, ফ্রান্সের দশাও কি মেসির আর্জেন্টিনার মতো হবে? প্রথম ম্যাচে কি হারতে হবে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের? কিন্তু এমবাপে জিহ্বরা বুঝিয়ে দিলেন, তাদের দলের শক্তি যথেষ্ট। করিম বেঞ্জেমা, পল পোগবা, এনকোলো কঁতে চোট পেয়ে ছিটকে গেলেও দিদিয়ে দেশাঁর টিমে বাকিরাও কম যান না। ফ্রান্স গোল শোধ করলো খেলার ২৭ মিনিটে। থিও হের্নান্দেসের ক্রস, হেডে গোল আন্দ্রে হাঁবিয়ের। পাঁচ মিনিট পরেই এগিয়ে গেলো ফ্রান্স। হাঁবিয়েরের পাস থেকে গোল করলেন তিনি। বেঞ্জেমারা খেললে হয়তো প্রথম একাদশে খেলারই সুযোগ পেতেন না। সেই জিহ্ব এদিন দুইটি গোল করলেন। রিজার্ভ বেঞ্চের গভীরতা কত তা বুঝতে এই তথ্যই যথেষ্ট।

সার্বিয়ার ডিফেন্ডারদের দর্শক বানিয়ে চোখ ধাঁধানো ভলিতে বল জালে জড়ানোর আগের মুহূর্তে রিচার্লিসন

# রিচার্লিসনের জোড়া জাদুতে ব্রাজিলের অনায়াস জয়

৬০ মিনিটে আলেক্সান্দ্রোর বাঁ পায়ের গোলায় গোল হয়নি, তবে কেঁপেছিল পোস্ট, সার্বিয়ার দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডারদের অন্তরাত্মাও বুঝি কেঁপেছিল। গোলের অপেক্ষায় আর বেশিক্ষণ থাকতে হয়নি, ২-০ গোলের জয় পেতেও অসুবিধা হয়নি ব্রাজিলের। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সফলতম দল প্রথম গোল পেয়ে যায় ৬২ মিনিটেই।

তখন যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল সার্বিয়ার পেনাল্টি সীমানায়। একে একে তিনজনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকলেন নেইমার, বল বাড়ালেন ভিনিসিউসকে, ভিনিসিউসের ডান পায়ের তীব্র শট ফেরাতে চাইলেও পুরোপুরি পারলেন না গোলরক্ষক ভানিয়া মিলিঙ্কোভিচ সাভিচ, রিবাউন্ডে বল পেয়ে সহজেই জাল কাঁপালেন রিচার্লিসন।

ছবির মতো এই গোলের পরই খুলে যায় স্লুইস গেট। সার্বিয়ান দীর্ঘদেহীরা তখন বড় অসহায়। মুহূর্মুহু আক্রমণে দিশেহারা ডিফেন্ডারদের দর্শক বানিয়ে ৭৩ মিনিটে আবার রিচার্লিসনের গোল। সেই গোলেও ছিল ভিনিসিউসের ছোঁয়া। তার টোকায় আসা বলে এবার ডান পায়ের জাদুকরী ব্যাকভলি টটেনহাম ফরোয়ার্ডের। ব্রাজিল ২- সার্বিয়া ০।

৮১ থেকে ৮৩ -এই তিন মিনিটে ব্যবধান হতে পারতো ৫-০। কিন্তু কাসিমিরোর জোরালো শট বার কাঁপিয়ে ফিরে আসে, ৮২ মিনিটে রডরিগোর শট জালে যেতে দেননি গোলরক্ষক ভানিয়া মিলিঙ্কোভিচ সাভিচ, ৮৩ মিনিটে ফ্রেডের শটও তিনি ফিরিয়ে দেন অসাধারণ দক্ষতায়।

বড় জয় না পেলেও সহজ জয় দিয়েই জি গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ শেষ করলো ব্রাজিল।

হেক্সার দু দশকের অপেক্ষার অবসানের কঠিন মিশন অবশ্য সবে শুরু!

# ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পয়েন্ট ভাগাভাগি

ওদ্য গেটেস্ট শো অন আর্থ খ্যাত বিশ্বকাপ ফুটবলের সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। কাতারে অনুষ্ঠেয় এবারের বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের হট ফেভারিটদের তালিকায় অন্যতম ধরা হচ্ছে হ্যারি কেইনদের। মাঠের লড়াইয়ে কিংবা খ্যাতিতে এই দলটি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক দিকেই এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে এই দুই দলের মুখোমুখি দেখায় যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে ইংল্যান্ডই!

তাই অতীত ইতিহাসের এমন সমীকরণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মিশনে কাতার বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নেমেছিল ইংল্যান্ড। তবুও জালে গোলের দেখা পায়নি গ্যারাথ সাউথগেটের শিষ্যরা। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে স্টারলিং-সাকাদের আক্রমণকে থামিয়ে নিজেদের অতীত ইতিহাসই আবারও যেন অক্ষুণ্ন রাখলো যুক্তরাষ্ট্র। এতে ইংল্যান্ডের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র হওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করল মার্কিনীরা। শনিবার (২৬ নভেম্বর) দোহার আল বায়েত স্টেডিয়ামে মাঠের লড়াইয়ে নেমে প্রথমার্ধে বেশ দুর্দান্ত শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইংলিশ শিবিরে লুক শ, হ্যারি ম্যাগুয়ার, জন স্টোনস ও কিয়েরন ট্রিপিয়ারকে দিয়ে তৈরি ডিফেন্স লাইন ভেদ করতে পারেনি গ্রেগ বারহাল্টারের দল যুক্তরাষ্ট্র।

# কাতারের বিপক্ষে সেনেগালের জয়, ওয়েলসের বিপক্ষে ইরানের চমক

কাতার বিশ্বকাপে সেনেগাল ও ইরান তাদের প্রথম জয় পেয়েছে। স্বাগতিক কাতারকে সেনেগাল সহজে হারালেও ওয়েলস হেরে গেছে ইরানের কাছে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক কাতারকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আফ্রিকার দেশ সেনেগাল। প্রথম ম্যাচে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে তারা দারুণভাবে ফিরে আসে। প্রথমার্ধে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নরা এক গোলে এগিয়ে থাকে। সেনেগালের হয়ে প্রথম গোলটা করেন বুলায়ে দিয়া।

দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটে আরেকটি গোল পায় সেনেগাল। তবে ৭৮ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ফেলে কাতার। এরপর কাতার দুটি ভালো সুযোগ তৈরি করলেও গোলরক্ষকের অসাধারণ নৈপুণ্যে গোল করতে ব্যর্থ হয়।

খেলার ৮৩ মিনিটে সেনেগাল আরেকটি গোল করলে স্বাগতিকদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় হারের ফলে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ার দ্বারপ্রান্তে কাতার।

দিনের প্রথম খেলায় ওয়েলসকে ২-০ গোলে হারায় ইরান। কাতার বিশ্বকাপে অসাধারণ এক জয় এনে দেয়া ম্যাচের দুটি গোলই হয়েছে ১০ জনের ওয়েলসের বিপক্ষে, তিন মিনিটের ব্যবধানে, ইনজুরি টাইমে।

দুদল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করে ম্যাচ শুরু করলেও প্রথমার্ধে কেউ গোল করতে পারেনি।

খেলার ১৫ মিনিটে ইরানের পাল্টা আক্রমণে আলী ঘোলিজাদে গোল করলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলা বেশ জমে ওঠে। ইরান একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। ৫১ মিনিটে ১০ সেকেন্ডের ব্যবধানে আজমুন ও ঘোলিজাদের পরপর দুটি বল বারে লেগে ফিরে না এলে ইরান ১-০ গোলে এগিয়ে যেতে পারতো। ৭২ মিনিটে ইরানের আরেকটি শট ওয়েলসের গোলকিপার ঠেকিয়ে দেয়। অন্যদিকে, ওয়েলস বেশি সময় বলের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও সে অর্থে তারা গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের ৮৪ মিনিটে খেলার মোড় ঘুরে যায় ওয়েলসের গোলরক্ষক ডিবক্সের বাইরে এসে ফাউল করলে। রেফারি তাকে লালকার্ড দেখান। ফলে বাকি সময় ওয়েলস ১০ জন নিয়ে খেলে। তবে নির্ধারিত সময়ের মাঝে ইরান গোল করতে ব্যর্থ হলে খেলোয়াড়রা অনেকটা হতাশ হয়ে যায়। খেলা গড়ায় ইনজুরি টাইমে।

চেশমি ৯৮ মিনিটে দুর্দান্ত এক শটে গোল করলে ইরান ১-০ তে এগিয়ে যায়। এসময় মনে হচ্ছিল রেফরি যেকোনো সময় শেষ বাঁশি বাজাবেন। তবে ১০১ মিনিটে ইরান আরেকটি গোল পেয়ে যায় ১০ জন নিয়ে খেলা ওয়েলস পাল্টা একটি আক্রমণ রুখতে ব্যর্থ হলে। দ্বিতীয় গোলটি আসে রামিনের পা থেকে।

# স্পেনের সাত গোল কোস্টারিকাকে, কোনোক্রমে জিতলো বেলজিয়াম

কোস্টারিকাকে সাত গোল দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করলো স্পেন। ক্যানাডাকে এক গোলে হারালো বেলজিয়াম। বিশ্বকাপে এখন শুরুতেই একের পর এক অঘটন ঘটছে। আর্জেন্টিনার পর প্রথম খেলাতেই হেরে গেছে জার্মানি। তবে স্পেনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তারা আক্রমণের ঝড় তুলে কোস্টারিকাকে গোলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। স্পেনের কোচ এনরিকের ছেলেরা প্রথম খেলাতেই বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা আক্রমণাত্মক ফুটবলই উপহার দিতে এসেছে। ৪-৩-৩ ছকে দল সাজিয়েছিলেন এনরিকে। আর বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে আরো গোল পেতে পারত স্পেন।

প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। তারপর যত সময় গেছে, ততই কোস্টারিকাকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছে স্পেনের ফুটবলাররা। অধিনায়ক তোরেস গোল করেছেন। গোল করেছেন দানি ওলমো, মার্কো অ্যাসেনসিয়ো, কার্লোস সোল।এখনো পর্যন্ত কাতার বিশ্বকাপে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। এর আগে ইরানকে ছয় গোল দিয়েছিল ফ্রান্স। সাতটি গোলের মধ্যে গাভির গোল ছিল দৃষ্টিনন্দন। বার্সেলোনার তরুণ ফুটবলারের এটাই প্রথম বিশ্বকাপ। তারকা হওয়ার চিহ্ন রেখে গেলেন গাভি। অসাধারণ ভলিতে গোল করলেন। নিখুঁত পাস বাড়ালেন।

এর আগের খেলাতেই জাপানের কাছে হেরে গেছে জার্মানি। সেই ভূমিকম্পের আফটারশক পরের খেলাতেও পড়বে কি না সেই প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু স্পেন দাঁড়াতেই দিলো না কোস্টারিকাকে।ক্যানাডাকে হারালো বেলজিয়াম

খেললো ক্যানাডা, জিতলো বেলজিয়াম। পুরো খেলায় ক্যানাডার দাপট ছিল। কিন্তু কাজের কাজটা তারা করতে পারেনি। গোল দিতে পারেনি। আর সেখানেই টেক্কা দিয়ে গেল বেলজিয়াম। একমাত্র গোলটি করে তাদের জয়ের নায়ক মিচি বাতসুয়াই।

বেলজিয়ামের থেকে ফিফা তালিকায় ৩৯ ধাপ পিছনে আছে ক্যানাডা। ফিফার তালিকায় বেলজিয়াম দুই নম্বরে। তা সত্ত্বেও ম্যাচে দেখা গেল, ক্যানাডা একের পর এক আক্রমণে যাচ্ছে এবং বেলজিয়াম রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত।

অনেগুলি গোলের সুযোগ পেয়েও ক্যানাডা কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে জয় তাদের অধরা থেকে গেল। কিন্তু তাদের ফুটবল দর্শকদের খুশি করলো।

## পাঁচ গোলের শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে পর্তুগালের নাটকীয় জয়

একচেটিয়া, একতরফা, একঘেয়ে প্রথমার্ধ শেষে পর্তুগাল-ঘানা ম্যাচ যারা দেখেননি ভীষণ মিস করেছেন তারা। ২৪ মিনিটে পাঁচ গোলের নাটকীয়তা মিস করেছেন, মিস করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালডোদের ৩-২ গোলে জয়ের উল্লাস।

প্রথমার্ধে যেন একটা দল খেলছিল আর অন্য দল হার এড়াতে লড়ছিল। বলা বাহুল্য প্রথম দলটি ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৯ নম্বরে থাকা পর্তুগাল। কিন্তু দোহার স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ দ্বিতীয়ার্ধে হঠাৎ যেন বদলে গেল ৬১ নাম্বার র‍্যাংকিংয়ের দল ঘানা। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে উঠলো ম্যাচ।

ম্যাচের গোল খরা কাটান ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ৬৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা সেই গোলের পর গোল হয়েছে একের পর এক। ৬৫ থেকে ৮৯ মিনিটের মধ্যে পাঁচ গোল!

আন্দ্রে আইয়ু ৭৩ মিনিটে সমতা ফেরানোর তিন মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করে দলকে ৩-১-এ নিয়ে যান জোয়াও ফেলিক্স ও রাফায়েল লেয়াও। ৮৯তম মিনিটে বুকারি ব্যবধান কমানোর শেষ মিনিটে পর্তুগালের রক্ষণভাগের ভুলে আবার সমতা ফেরানোর সুযোগ পেলেও তা কাজে না লাগানোয় হার দিয়েই বিশ্বকাপ শুরু করতে হয় ঘানাকে।

## ডেনমার্ক-টিউনিশিয়া ম্যাচ ড্র

২২ নভেম্বর মঙ্গলবারের দ্বিতীয় খেলায় ডেনমার্ক ও টিউনিশিয়া ০-০ গোলে ড্র করেছে। যদিও দুই দলই গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে দুই গোলরক্ষকের দক্ষতায় কেউ সফল হয়নি।

এই খেলার মধ্য দিয়ে প্রায় দেড় বছর পর বড় কোনো প্রতিযোগিতায় ফিরলেন ডেনমার্কের এরিকসন। ইউরো ২০২০ এ খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে দূর থেকে নেয়া তার একটি শট ঠেকিয়ে দেন টিউনিশিয়ার গোলরক্ষক আইমেন ডাখমেন।

প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করেছিলেন টিউনিশিয়ার ইসাম জেবালি। তবে তার শটটি একহাতে ঠেকিয়ে দেন ডেনিশ গোলরক্ষক কাস্পা স্মাইশেল।

ডি গ্রুপের প্রথম খেলায় মুখোমুখি হওয়া ডেনমার্ক ও টিউনিশিয়ার ফিফা র‍্যাংকিং যথাক্রমে ১০ ও ৩০।

টিউনিশিয়ার অনেক নাগরিক কাতারে কাজ করায় স্টেডিয়ামে তাদের উপস্থিতি বেশ ভালো ছিল।

ডেনমার্কের পরের খেলা শনিবার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। একইদিন টিউনিশিয়া অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।

## তিউনিশিয়াকে হারিয়ে টিকে রইলো অস্ট্রেলিয়া

তিউনিশিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের আশা জিইয়ে রাখলো অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল এশিয়ান জায়ান্টরা। কাতার বিশ্বকাপে এশিয়ান দলগুলোর চতুর্থ জয় এটি। অস্ট্রেলিয়ার আগে সৌদি আরব, জাপান ও ইরান জয় পেয়েছিল। বিশ্বকাপ আসরে সবমিলিয়ে এটি অস্ট্রেলিয়ার মাত্র তৃতীয় জয়। এর আগে ২০০৬ সালে জাপান ও ২০১০ সালে সার্বিয়ার বিপক্ষে জিতেছিল সকারুজরা। এর মধ্যে ২০০৬ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে খেলে তারা। ১৬ বছর পর আবার দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো দলটির। তিউনিশিয়াকে হারানোর সুবাদে 'ডি' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় দুই নম্বরে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। আর এক পয়েন্ট নিয়ে তিউনিশিয়া নেমে গেছে চার নম্বরে। শেষ ম্যাচে আফ্রিকান দলটির প্রতিপক্ষ ফ্রান্স।

আল জানুব স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ২৩তম মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মিচেল ডিউক। ২০১৩ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর ২১ ম্যাচে এটি তার নবম গোল। বিশ্বকাপে এটি ছিল ডিউকের মাত্র দ্বিতীয় ম্যাচ।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক খেললেও গোল শোধ করতে পারেনি তিউনিশিয়া। তাদের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ান অস্ট্রেলিয়ার গোলরক্ষক ম্যাট রায়ান। ম্যাচে ৪টি সেভ করেছেন রায়ান। দুটি ছিল বক্সের ভেতর থেকে। আজ শীর্ষে থাকা ফ্রান্স অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হবে ডেনমার্কের। এ ম্যাচে ডেনমার্ক হারলে অস্ট্রেলিয়ার লাভ হবে।

# ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২

## আমেরিকার সময় সূচী

| এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | জি | এইচ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাতার<br>ইকুয়েডর<br>সেনেগাল<br>নেদারল্যান্ডস | ইংল্যান্ড<br>ইরান<br>যুক্তরাষ্ট্র<br>ওয়েলস | পোল্যান্ড<br>মেক্সিকো<br>আর্জেন্টিনা<br>সৌদি আরব | ফ্রান্স<br>অস্ট্রেলিয়া<br>ডেনমার্ক<br>তিউনেশিয়া | স্পেন<br>কোস্টারিকা<br>জার্মানি<br>জাপান | কানাডা<br>বেলজিয়াম<br>মরক্কো<br>ক্রোয়েশিয়া | সার্বিয়া<br>সুইজারল্যান্ড<br>ক্যামেরুন<br>ব্রাজিল | পর্তুগাল<br>ঘানা<br>উরুগুয়ে<br>দক্ষিণ কোরিয়া |

| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২০-১১-২২ | কাতার-ইকুয়েডর | সকাল ১১ টা |
| ২১-১১-২২ | ইংল্যান্ড-ইরান | সকাল ৮ টা |
| ২১-১১-২২ | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | সকাল ১১টা |
| ২১-১১-২২ | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস | দুপুর ২টা |
| ২২-১১-২২ | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | ভোর ৫টা |
| ২২-১১-২২ | ডেনমার্ক-তিউনেশিয়া | সকাল ৮টা |
| ২২-১১-২২ | মেক্সিকো-পোল্যান্ড | সকাল ১১টা |
| ২২-১১-২২ | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া | দুপুর ২টা |
| ২৩-১১-২২ | মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | ভোর ৫টা |
| ২৩-১১-২২ | জার্মানি-জাপান | সকাল ৮টা |
| ২৩-১১-২২ | স্পেন-কোস্টারিকা | সকাল ১১টা |
| ২৩-১১-২২ | বেলজিয়াম-কানাডা | দুপুর ২টা |
| ২৪-১১-২২ | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | ভোর ৫টা |
| ২৪-১১-২২ | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | সকাল ৮টা |
| ২৪-১১-২২ | পর্তুগাল-ঘানা | সকাল ১১টা |
| ২৪-১১-২২ | ব্রাজিল-সার্বিয়া | দুপুর ২টা |
| ২৫-১১-২২ | ওয়েলস-ইরান | ভোর ৫টা |
| ২৫-১১-২২ | কাতার-সেনেগাল | সকাল ৮টা |
| ২৫-১১-২২ | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | সকাল ১১টা |
| ২৫-১১-২২ | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | দুপুর ২টা |
| ২৬-১১-২২ | তিউনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়া | ভোর ৫টা |
| ২৬-১১-২২ | পোল্যান্ড-সৌদি আরব | সকাল ৮টা |
| ২৬-১১-২২ | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | সকাল ১১টা |
| ২৬-১১-২২ | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | দুপুর ২টা |

| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২৭-১১-২২ | কোস্টারিকা-জাপান | ভোর ৫টা |
| ২৭-১১-২২ | বেলজিয়াম-মরক্কো | সকাল ৮টা |
| ২৭-১১-২২ | কোয়েশিয়া-কানাডা | সকাল ১১টা |
| ২৭-১১-২২ | স্পেন-জার্মানি | দুপুর ২টা |
| ২৮-১১-২২ | ক্যামেরুন-সার্বিয়া | ভোর ৫টা |
| ২৮-১১-২২ | দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা | সকাল ৮টা |
| ২৮-১১-২২ | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | সকাল ১১টা |
| ২৮-১১-২২ | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | দুপুর ২টা |
| ২৯-২২-২২ | ইকুয়েডর-সেনেগাল | সকাল ১০টা |
| ২৯-১১-২২ | কাতার-নেদারল্যান্ডস | সকাল ১০টা |
| ২৯-১১-২২ | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | দুপুর ২টা |
| ২৯-১১-২২ | ওয়েলস-ইংল্যান্ড | দুপুর ২টা |
| ৩০-১১-২২ | তিউনেশিয়া-ফ্রান্স | সকাল ১০টা |
| ৩০-১১-২২ | অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক | সকাল ১০টা |
| ৩০-১১-২২ | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | দুপুর ২টা |
| ৩০-১১-২২ | সৌদি আরব-মেক্সিকো | দুপুর ২টা |
| ০১-১২-২২ | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | সকাল ১০টা |
| ০১-১২-২২ | কানাডা-মরক্কো | সকাল ১০টা |
| ০১-১২-২২ | জাপান-স্পেন | দুপুর ২টা |
| ০১-১২-২২ | কোস্টারিকা-জার্মানি | দুপুর ২টা |
| ০২-১২-২২ | দ.কোরিয়া-পর্তুগাল | সকাল ১০টা |
| ০২-১২-২২ | ঘানা-উরুগুয়ে | সকাল ১০টা |
| ০২-১২-২২ | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | দুপুর ২টা |
| ০২-১২-২২ | ব্রাজিল-ক্যামেরুন | দুপুর ২টা |

### দ্বিতীয় রাউন্ড

০৩-১২-২২ গ্রুফ এ বিজয়ী-গ্রু বি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ সি বিজয়ী-গ্রুপ ডি রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৪-১২-২০২২ গ্রুফ ডি বিজয়ী-গ্রুপ সি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ বি বিজয়ী-গ্রুপ এ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৫-১২-২০২২ গ্রুপ ই বিজয়ী-গ্রুপ এফ রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুপ জি বিজয়ী-গ্রুপ এইচ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৬-১২-২০২২ গ্রুফ এফ বিজয়ী-ই রানার্সআপ-সকাল ১০টা
গ্রুফ এইচ বিজয়ী-গ্রুপ জি রানার্সআপ-দুপুর ২টা

### কোয়ার্টার ফাইনাল

১২-০৯-২০২২ কোয়াটার ফাইনাল-১ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-২ দুপুর ২টা

১২-১০-২০২২ কোয়ার্টার ফাইনাল-৩ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-৪ দুপুর ২টা

### সেমিফাইনাল

১২-১৩-২০২২ সেমিফাইনাল-১ দুপুর ২টা
১২-১৪-২০২২ সেমিফাইনাল-২ দপুর ২টা

### তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

১২-১৭-২০২২ সেমি (১) পরাজিত -সেমি (২) সকাল ১০টা

### ফাইনাল

১২-১৮-২০২২ সেমিফাইনাল ১ বিজয়ী-সেমিফাইনাল ২ বিজয়ী সকাল ১০টা

# এলিট শ্রেণি ও কর্তৃত্ববাদী সরকার

চিররঞ্জন সরকার

আমাদের দেশে নির্বাচন হবে কিনা, হলে সেটা সুষ্ঠু হবে কিনা এই নিয়ে সচেতন মহলে ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আলাপ-আলোচনা চলছে। কারণ, গত দেড় দশকে দেশে নির্বাচনব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের দেশে নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পরে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত চারটি নির্বাচন অন্তত অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। এই চারবারই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তনও ঘটেছিল।

নবম সংসদ নির্বাচন সেনাসমর্থিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সরকার সংবিধান সম্মত পন্থায় গঠিত হয়নি। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের সিদ্ধান্তে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রহিত করে ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে এবং সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়। এ বিধান প্রবর্তনের পর দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দশম সংসদ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটের জন্য উন্মুক্ত ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪ আসনের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনটি দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট বর্জন করার কারণে এটি অনেকটা একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যে ১৫৬টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়, তাতে বেশিরভাগ আসনেই অত্যন্ত নগণ্যসংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি অংশ নিলেও, এ নির্বাচনও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। নানা অনিয়মে জর্জরিত এ নির্বাচনকে অনেকে প্রহসন হিসেবেও আখ্যায়িত করেন। মূলত এর পর থেকেই সাধারণ ভোটারের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ভোটের ফলাফল নির্ধারণে জনমত ও জনসমর্থনের চেয়ে ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছার পুতুল মাত্র।

আমাদের দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে যখন এমন অনিশ্চয়তা চলছে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়মিত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেসব নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলগুলো সরকার গঠন করছে; কিন্তু সমস্যা দেখা দিচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সেই সরকারগুলোর আচরণ ও চরিত্রে। পৃথিবীর অনেক দেশেই বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারগুলো স্বৈরাচার ও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠছে। কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে কর্তৃত্ববাদী নেতাদের আবির্ভাব ঘটছে। এমন প্রশ্ন তাই জোরেশোরে উঠছে যে, গণতন্ত্র কি তবে বিপন্ন? গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি বহুমাত্রিক, যার অন্যতম মাত্রা হলো জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের যে কোনো নাগরিকের কিছু বিশেষ অধিকারের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠা। নির্বাচিত সরকার সংবিধানের সম্মান বজায় রাখছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব দেশের বিচার বিভাগ ও সংবাদমাধ্যমের। তাই কোনো দেশে এই দুটি স্তম্ভ স্বাধীন আর শক্তিশালী না হলে সেই দেশকে গণতন্ত্র বলা যায় না। পৃথিবীর সব দেশেই এই দুটি বিভাগ চালান অনির্বাচিত, কিন্তু বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন কিছু মানুষ; ইংরেজিতে যাদের 'এলিট' বলা হয়। বৃহত্তর অর্থে এলিট শ্রেণি হিসেবে রাজনীতির বাইরে থাকা ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠীকে দেখা যেতে পারে। গণতন্ত্রকে বলা যেতে পারে এই এলিটদের সঙ্গে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়, বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে উন্নত দেশগুলোতে এক ধরনের জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। অধিকাংশ উন্নত দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে বেকার ভাতা দেওয়া হতো। শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর পরিবহনে ভর্তুকি ছিল প্রচুর। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সরকারকে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। মূলত বিশ্বায়নের হাত ধরে আশির দশক থেকে সরকারের চরিত্র বদলে যেতে থাকে। অনুন্নত দেশগুলোতে শ্রমের মূল্য অনেক কম থাকায় উন্নত দেশের শিল্পপতিরা তাদের কলকারখানা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলেন আরও বেশি লাভের আশায়। ফলে নিজের দেশের শ্রমিকরা কাজ হারাতে থাকেন। দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হলেও শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি, বরং কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বেড়েছে, কমেছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখার দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের; কিন্তু নির্বাচনে জয়ের জন্য সব রাজনৈতিক দলেরই প্রয়োজন অর্থানুকূল্যের। সেই সিন্দুকের চাবি শিল্পপতিদের হাতে। দরিদ্র দেশগুলোতে বিশ্বায়নের সর্বাধিক সুফল ভোগ করছেন এলিটরা। তাদের একটা বড় অংশ ব্যবসায়ী। বিশ্বায়নের ফলে তাদের বাজার ও উপার্জন বেড়েছে বিপুল হারে। এসব দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির এলিটরা হলেন উন্নতমানের চাকরিজীবী। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাই এই দুই দল এলিটকেই রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি প্রভাবশালী করে তুলেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্তৃত্ববাদী নেতাদের সমর্থনের মূল ভিত্তি তাই এই দুই শ্রেণির এলিটরা। কোনো উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত না হলে কর্তৃত্ববাদী নেতা জনগণকে খুব একটা পাত্তা দেন না। কর্তৃত্ববাদী নেতারা চান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আর আমলাদের তুষ্ট করে ক্ষমতায় থাকতে। জনগণকে ছিটেফোঁটা কিছু দিয়ে প্রচার করেন অনেক বেশি। তারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ-দাঙ্গা-যুদ্ধ বাধিয়ে সব সময় একটা উত্তেজনা তৈরি করে রাখেন। নানা ইস্যুতে মানুষকে ক্ষেপিয়ে, কোনো একটা দুর্বল প্রতিপক্ষকে টার্গেট করে, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে একটা সংকটের বাতাবরণ তৈরি করেন। উন্নত বা উন্নয়নশীল, সব দেশেই কর্তৃত্ববাদী শাসকের ক্ষমতায় থাকার প্রধান অস্ত্র ঘৃণা। কখনো এই ঘৃণার লক্ষ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কখনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, কখনো অনুন্নত দেশ থেকে আসা নাগরিকরা, কখনো বা অন্য কোনো দেশ। কর্তৃত্ববাদী নেতারা তাই প্রবল জাতীয়তাবাদী।

আসলে এই নেতারা চান গণতন্ত্রের মানবিক অধিকারের দিকটিকে যতখানি সম্ভব দুর্বল করতে। আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উত্থানকে রুখে দিতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেন। সমালোচকদের উচিত শিক্ষা দিতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন আইন ও পুলিশকে। ক্ষমতাকে ধরে রাখতে এসব নেতা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে ওঠেন।

তবে পৃথিবীর সব কর্তৃত্ববাদী নেতার ভূমিকা এক নয়। তাদের অনেকেই দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়েছেন। পুতিনের আমলে রাশিয়ানদের আয় বেড়েছে কয়েক গুণ। চীনেও অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছেন একাধিক কর্তৃত্ববাদী নেতার রাজত্বে। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশেও। সাধারণভাবে বিরোধীর প্রতি নির্দয় হলেও তাদের আসল লক্ষ্য সব ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থার সর্বোচ্চ স্তরে নিজেদের সমর্থকদের প্রতিষ্ঠিত করে উন্নত দেশের এলিটদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে তাদের আপত্তি নেই। মুক্ত সংবাদমাধ্যমের বদলে তারা চান পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম, যা শাসকদের বিরোধিতা করবে না। তথাকথিত উন্নয়নের গুণকীর্তন করবে। এই কাজে এই নেতাদের মূল সহায় সেই দেশের শিল্পপতি ও তাদের সহায়ক এলিটরা। আজ গণতন্ত্রের সংকটের চাবিকাঠিটিও লুকিয়ে আছে দেশের সব নীতিনির্ধারণে জনসাধারণের বদলে এলিটদের বিপুল প্রভাবে।

বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো এলিটদের ক্রমাগত নিজেদের পাল্লা ভারী করে চলার রাজনীতি। বিশ্বায়নের ফলে এই দুই ধরনের এলিট পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছেন। এর অবধারিত ফল একের দ্বারা অন্যের মানসিকতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ছাপ পড়ছে তাদের নিজেদের দেশের শাসনব্যবস্থাতেও। গণতন্ত্রে এলিটদের অবিসংবাদী প্রভাবে পড়ছে স্পষ্ট কর্তৃত্ববাদের ছাপ, আর কর্তৃত্ববাদ অল্প হলেও গণতন্ত্রের কিছু ভালো দিককে নিজের করে নিয়ে সেই গণতন্ত্রেরই আদর্শগত বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে রাজনৈতিক স্বাধীনতাবিবর্জিত এক অর্থনৈতিক মোক্ষের লোভ দেখিয়ে। বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্র আর কর্তৃত্ববাদের সীমারেখাটি ক্রমশ সংকীর্ণ হতে হতে মিলিয়ে যাওয়ার পথে। কাজেই বর্তমানে শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন নয়, কর্তৃত্ববাদী সরকারের হাত থেকে গণতন্ত্রকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেটা নিয়েও ভাবতে হবে। চিররঞ্জন সরকার কলামিস্ট ও উন্নয়নকর্মী

# বেনারস ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী, আমাদের কলাবিজ্ঞানীগণ ও সৃজনশীল প্রশ্ন

কাকন রেজা

ভারতের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এর হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং টেকনোলজির ছাত্রদের পরীক্ষায় দুটো প্রশ্ন ছিলো গরুর মাংস নিয়ে। এতেই ক্ষেপে উঠেছেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। এতে নাকি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরসহ উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়টি নিয়ে খবর করেছে বৃটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

বিশ্বে গরুর মাংস রপ্তানিতে ভারতের জায়গা এক থেকে তিনের মধ্যে। অন্যতম গরুর মাংস রপ্তানিকারক দেশের হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং বিষয়ের প্রশ্নে গরুর মাংস আসবে এটাই তো স্বাভাবিক। সারাবিশ্বের হোটলগুলোতে গরুর মাংস পরিবেশনের বিষয়টি সবার জানা। খাদ্য হিসেবে গরুর মাংস বিশ্বের অধিকাংশ লোকের পছন্দ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যদি ভারতের রাস্তার পার্শ্বের ধাবাগুলিতে চাকরি করতে হতো, তাহলে হয়তো গরুর মাংসের ব্যাপারটা জানতে হতো না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং পড়তে হলে এবং বিশ্বমানের হোটেলে ব্যবস্থাপনায় কাজ করতে গেলে তো গরুর মাংসের ব্যাপারটা জানতেই হবে এবং এর কোনো বিকল্প নেই।

মুশকিল হলো আমাদের দেশেও গরুর মাংস নিয়ে প্রায় একই ধরণের আলাপ চলে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে গরুর মাংস পরিবেশন নিয়েও কথা হয়েছে, খবর হয়েছে। তবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এদেশের পার্থক্য হলো ওখানে গরুর মাংস নিয়ে আপত্তি তোলেন হিন্দুত্ববাদীরা আর এখানে কতিপয় কথিত সেক্যুলাররা। এই সেক্যুলার এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুত্ববাদীদের পরিচয় আলাদা হলেও লক্ষ্য কিন্তু একটাই। তারা যে কোনো উছিলায় সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়ার তালে থাকেন। পাগলাকে সাঁকো না ডোবানোর কথা বলে ডোবানোর বিষয়টাকে মনে করিয়ে দেন।

ইদানিং অসাম্প্রদায়িক বলে কথিত আমাদের দেশের মাথামুণ্ডুদের ভেতরের কথা এখন ফাঁস হচ্ছে নিজেদের চুলোচুলিতেই। চেতনাবাজির বাজিকরদের আসল চেহারা ক্রমেই উন্মোচিত হচ্ছে। তাও 'ঘরের কথা পরে জানলো ক্যামনে' স্টাইলে। সম্প্রতি দলীয় কবি হিসেবে পরিচিত নির্মলেন্দু গুণের আলাপে আরেকজন প্রয়াত লেখক-কবি সৈয়দ শামসুল হকের ভেতরের অনেক কথা ফাঁস হয়ে গেছে। এ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে আলাপ অনেকদূর গড়িয়েছে। বেড়িয়ে এসেছে অনেক ভেতরের কথা। অনেকেই যা নিগ্রহের ভয়ে বলতে পারতেন না এতদিন। যা এখন নিজেদের চুলোচুলিতেই সমুখে আসছে।

প্রশ্ন করতে পারেন নির্মলেন্দু গুণ এমন কেন করলেন? এর উত্তরটা খুব কঠিন নয়। সৈয়দ শামসুল হক এখন মৃত। মৃতের পক্ষে বাজিকরি করা সম্ভব নয়। এখন সে মূল্যহীন। এখন আর কোনো বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে না তার। কিংবা মাইক্রোফোন হাতে বক্তৃতাও। নচিকেতার একটা গান আছে না, 'মরা মানুষের চুল ছিড়লে তার ওজন কমে কি', কমেও না বাড়েও না। অর্থাৎ মৃত মানুষের আর কোনো কাজ নেই। সুতরাং তাকে অযথা বিভিন্ন জায়গায় অন্যদের আগে স্মরণের কী দরকার। বিভিন্ন তালিকায় তাদের নাম রাখারই কী দরকার। সৈয়দ হকের কাজ তো শেষ। এরা সরে গেলে নির্মলেন্দু গুণরা জায়গা করে নেবেন। তাদের ক্রমিক এগিয়ে আসবে। এটাই সুবিধাবাদের বাস্তবতা। অপেক্ষা করুন, সময় আসছে আরো অনেক কিছু বেড়িয়ে আসবে। প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে। মানুষ কথা বলতে শুরু করেছে।

নির্মলেন্দু গুণ অথবা সৈয়দ হক এদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কি বলতে পারেন? তাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো তারা নিজ কাজের উপর ভরসা করতে পারেননি। নিজ কাজ দিয়ে টিকে থাকবেন এমন কোনো বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিলো না। তাই তারা সাহিত্য পেছনে ফেলে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে উদগ্রীব ছিলেন। তাদের সংগঠন করতে হয়েছে। রাজনীতি করতে হয়েছে। ভান করতে হয়েছে, নির্জলা মিথ্যা বলতে হয়েছে। বিবৃতিবাজি করতে হয়েছে। এমনকি করতে হয়েছে নির্বাচনও। না, লেখক-কবিদের পক্ষে ভান ও মিথ্যা বলা বাদে অন্যসব করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এই লেখক-কবিরা লেখক সত্তার বিনাশ ঘটিয়ে বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সত্তার। ঝামেলাটা এখানেই। তারা লেখক-কবির চেয়ে রাজনীতিবীদ বেশি হয়ে উঠতে চেয়েছেন। যার ফলে রাষ্ট্রচিন্তার সাথে তাদের অবস্থানটা ক্রমেই সাংঘর্ষিক হয়ে উঠেছে। নিজ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে দ্বান্দ্বিক হয়ে উঠেছে। তারা ক্রমেই দেশের সাংস্কৃতিক চিন্তাকে নজরআন্দাজ করে আরোপিত চিন্তার প্রচারণায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। ফলে দেশের সিংহভাগ মানুষ তাদের দেখেছে সুবিধাবাদী হিসেবে। আর বিভ্রান্ত এসব লেখক-কবিরা মানুষের চিন্তাটাকে বুঝে উঠতে পারেননি। কিংবা বুঝে উঠলেও তাদের উচ্চাকাংখা ও লোভের কাছে হার মেনেছে মানুষের ভাবনা। মোটকথা বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গড়তে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষের চিন্তার মর্যাদা দেয়া তাদের ভেদবুদ্ধির ফলে সম্ভব হয়নি।

ভারতের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির যেসব শিক্ষার্থী গোমাংস বিষয়ে যে দাবি করছেন, তাদের উচিত হবে হিন্দু ইউনিভার্সিটিকে ধর্মীয় বিদ্যালয় বানানো। অথ বা যেসব বিষয় ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক সেসব বিষয় পড়ানো বাদ দেয়া। সবার আগে বিজ্ঞানের সকল বিষয় অপসারণ করা। কারণ বিজ্ঞান ও মিথোলজি সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তবে আমাদের দেশের 'কলাবিজ্ঞানী'দের কথা অবশ্য আলাদা। তারা মিথকেই উল্টো বিজ্ঞান ভাবেন। বিজ্ঞানের আলাদা ফর্ম নিয়ে কাজ করতে চাইলে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এসব কলাবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হতে পারে। যে কলাবিজ্ঞানীদের ধারণায় থাকে ফানুস উড়ানোর পেছনে যে ধর্মীয় দর্শন কাজ করে তা বিজ্ঞানমনস্কতা, ফানুস উড়ানোটাও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাজ। এমন অসংখ্য নজির দেয়া যাবে, যা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই গোমাংস বিরোধী শিক্ষার্থীদের চিন্তার সাথে মিলে যাবে। তাই হয়তো তারা বলেন, দেশভাগ তাদের শরীরকে আলাদা করেছে আত্মাকে পৃথক করতে পারেনি। তারা কাঁটাতার মুছে দিতে চান। দেশভাগ তাদের যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুই.

লেখাটার উপরের অংশ কিছুদিন আগের। লিখে রেখেছিলাম কিন্তু কোনো গণমাধ্যমে দেয়া হয়নি। আজকে আমাদের দেশের সৃজনশীল প্রশ্নের ব্যাপারে কথা উঠেছে। 'নেপাল-গোপাল' প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কথা উঠেছে, কথা উঠেছে একজন সাহিত্যিককে অসম্মান করার প্রশ্নে। প্রথমে সৃজনশীল ব্যাপারটা নিয়ে বলি। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার বিষয়ে প্রবাদ-প্রবচন শুনেছেন, সৃজনশীল হলো তাই। যারা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়াবেন, প্রশ্ন করবেন, তাদের অনেকেই সৃজনশীল ব্যাপারটা সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। উল্টো পুরো বিষয়টাকেই গুবলেট করে ফেলেছেন। তাই তারা শিক্ষার্থীদের পড়াতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন, তেমনি প্রশ্নপত্র তৈরিতে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারছেন না। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিলে যেমন ঘোড়াও আগায় না, গাড়িও চলে না, অবস্থাটা সে রকম আর কী।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই মূলত ব্যর্থ হতে চলেছে। এই যে, 'জিপিএ ফাইভ' মার্কা শিক্ষা ব্যবস্থা এ স্রেফ মাকাল ফল উৎপাদন করছে। আমরা প্রায়শই লজ্জিত হচ্ছি, বিব্রত হচ্ছি। অদ্ভুত টাইপ প্রশ্নপত্র হচ্ছে। যে পত্রের প্রশ্ন দেখলেই বোঝা যায় এটা 'গার্বেজ প্রডাকশন' এর 'প্রডাক্ট'। শুদ্ধ বিজ্ঞান যখন কলাবিজ্ঞানে রূপ নেয়, তখনকার 'প্রডাকশন' আর এই 'গার্বেজ প্রডাকশন' মূলত একই জিনিস। ভারতে সঠিক প্রশ্ন করে বিপাকে পড়তে হয়েছে, আর আমাদের প্রশ্নই ছিলো বেঠিক।

দু'দেশেই কমন বিষয়টা হলো প্রশ্ন। ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতায় থাকায় বিপত্তি বেঁধেছে। আর আমাদের এখানে প্রশ্নকর্তারা সেক্যুলার পোশাকে এসে সাম্প্রদায়িকতা কায়েম করতে চাইছেন। ছড়াতে চাচ্ছেন ঘৃণা। ঘৃণা ছড়াতে ব্যবহার করা হয়েছে আনিসুল হকের নাম। বিষবৃক্ষ রোপণ করলে তার ফল খেতেই হয়। এই যে ঘৃণাবাদী বিষবৃক্ষ, এটা রোপিত হয়েছে এখন যারা ঘৃণাবাদিতার শিকার হচ্ছেন, তাদের নীরবতায়। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। সেই সম্মতিতে বিষবৃক্ষ এখন ফলে-ফুলে সম্পূর্ণ। যারা রোপণ করেছেন এই বৃক্ষের ফল শুধু তাদের খেতে হলে একটা কথা ছিলো। কিন্তু এই বিষফল এখন গড় সবাইকে খেতে হচ্ছে, বিপত্তিটা সেইখানেই।

কাকন রেজা লেখক ও সাংবাদিক।

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার

**Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.**

## We Pay Highest Payment

**No training necessary and we do not charge any fee.**

**Call Today**

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
917-744-7308

**Nusrat Ahmed**
President
718-406-5549

**Dr. Md. Mohaimen**
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

**Corporate Office**
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

**Jamica Office**
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

**Long Island Office**
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

**Bronx Office**
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

**Ozone Park Office**
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

**Buffalo Office**
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

# ‘ধরা-ছোঁয়ার বাইরে’ যারা তাদের ধরার সময় এসেছে

মাহফুজ আনাম

অপরাধী ৩ ধরনেরও যারা আইন ভাঙে, যারা আইন বিকৃত করে ও যারা আইন পরিবর্তন করে। শেষের দলটির সরকারের ওপর এতটাই প্রভাব রয়েছে যে, তারা নিজেদের উপযোগী করে আইন তৈরিতে সক্ষম। তাদের অপরাধগুলোকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয় না, বরং তাদেরকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিকের ছদ্মবেশ ধারণের সুযোগ দেওয়া হয়। এই সুযোগ ব্যবহার করে তারা আমাদের মাঝে থেকেই ধ্বংস করে চলেছে আমাদের অর্থনীতি। আমাদের ব্যাংকিং খাত চলে গেছে এ ধরনেরও আইন ভঙ্গকারীদের হাতে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্পটি অনুপ্রেরণাদায়ক। কিন্তু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি শক্তিশালী, দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর ও রাজনীতি ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর খেলাপি ঋণের চাপ। স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে আমাদের উত্তরণের শক্তিশালী অধ্যায়কেও কলঙ্কিত করেছে এই খেলাপি ঋণ।

আমাদের জিডিপির পরিমাণ, মাথাপিছু আয়, রপ্তানি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান প্রকৃতপক্ষেই আমাদের অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। তারপরও একজন সাহসী ও সফল প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত একটি শক্তিশালী সরকার কেন কিছু সংখ্যক অত্যন্ত ধনী (কীভাবে তারা ধনী হয়েছেন, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়) ঋণখেলাপিকে ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করার, ব্যাংকিং নীতি শিথিল করার মতো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার এবং এসব স্বভাবসিদ্ধ ও বড় খেলাপিদের যেন ঋণের অর্থ ফেরত দিতে না হয়, সে বিষয়ে ক্রমাগত অসত্য তথ্য দিয়ে নীতি-নির্ধারকদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ দিচ্ছে?

ঋণখেলাপিদের ২টি দল রয়েছে। একটি দলও ইচ্ছাকৃতভাবেই ঋণখেলাপি। তারা পরিকল্পিতভাবে প্রথম থেকেই এমন কৌশল গ্রহণ করে, যাতে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে না হয়। আরেকটি দল হলো, যারা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িক কারণে ঋণখেলাপি হয়ে পড়েন। এই দলকে ঋণখেলাপি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করা উচিত। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ও কৌশলের অংশ হিসেবে ঋণখেলাপি হয়েছেন, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। আর আজকের কলামের বিষয় প্রথম এই দলটিই।

এটা অবিশ্বাস্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে বারবার তাদের নিয়ম পরিবর্তন করেছে এবং আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি অংশের সীমাহীন লালসা মেটাতে গিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নিয়মের লঙ্ঘন করেছে। এই সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কাছে ব্যাংক নিছকই টাকা সরবরাহের একটি যন্ত্র, যেখানে থেকে আমানতকারীদের বা জাতির স্বার্থের কথা বিবেচনা না করেই ইচ্ছামতো টাকা নেওয়া যায়।

সংখ্যার বিচারে গল্পটি বিস্ময়কর। ১৯৯০ সালে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা। বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকায়। অর্থাৎ ৩২ বছরে খেলাপি বেড়েছে ২৯ গুণ। এই খেলাপি ঋণের সমপরিমাণ টাকায় আরও অন্তত ৫টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ আমাদের মোট বকেয়া ঋণের ৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ আমাদের ব্যাংকগুলোর যে ঋণ প্রদানের সক্ষমতা, তার প্রায় ১০ শতাংশ এই গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি। শ্রেণিভেদে ঋণের ১০০, ৫০ ও ২০ শতাংশ অর্থ প্রভিশনিং (যে পরিমাণ অর্থ ব্যাংক অন্য কাউকে ঋণ দিতে পারবে না) হিসেবে সরিয়ে রাখতে হয় ব্যাংকগুলোকে। এটা স্বাভাবিক ব্যবসা পরিচালনায় ব্যাংকের সুযোগ আরও সীমিত করেছে।

ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের গল্পে বারবার দেখা যায়, বড় ব্যবসার পক্ষে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার ক্ষতি করতে কীভাবে আর্থিক নিয়মগুলো বারবার সংশোধন করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, কীভাবে সৎ ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, দক্ষ উদ্যোক্তাদের প্রাপ্য সহায়তা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এবং কীভাবে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করা একটি শ্রেণির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি ক্ষমতার এক ধরনের বিকৃত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এর মাধ্যমে বহু পুরনো ব্যাংকিং নীতি লঙ্ঘনের সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যা সার্বিকভাবে আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। ঋণখেলাপিদের দায়মুক্তি দিয়ে ওইসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উপহাস করা হয়েছে, যারা সততার সঙ্গে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করছে।

বড় ঋণগ্রহীতারা যখন বারবার ঋণ পরিশোধের তারিখ পুনর্নির্ধারণের সুযোগ পায়, তখন তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। একইসঙ্গে এই বার্তাও পাওয়া যায় যে, ব্যবসায়িক দক্ষতার চেয়ে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তির সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের ইতিহাস নতুন নয়। তবে দুঃখের বিষয় হলো, একটি সরকার দেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি করেও এই গোষ্ঠীকে অনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে এবং বারবার তাদের ছাড় দিয়ে চলেছে। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা এই গোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্যই। এর পরিণতিতে আমাদের অর্থনীতির এই অবস্থা।

খেলাপি ঋণ অর্থপাচারের সুযোগ তৈরিতেও সাহায্য করে, যা আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) গত ডিসেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর ফাঁকি ও বিদেশে অবৈধভাবে টাকা পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মিস-ইনভয়েসিংয়ের কারণে বাংলাদেশ ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ৮ দশমিক ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছে। এই তথ্য অনুযায়ী, আমরা ৯ বছরে প্রায় ৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছি।

জিএফআই স্পষ্টতই আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে আঙুল তুলেছে। এই সমস্যার সমাধান করা কি খুব কঠিন? অন্যান্য দেশ কি আমদানি-রপ্তানি করে না? পাচারের কারণে তারাও কি আমাদের মতোই কোটি কোটি টাকা হারায়? নাকি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির উপকার হচ্ছে বলে কেবল আমরাই বিষয়টি উপেক্ষা করছি? ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল স্থাপনের বিষয়ে এনবিআরের পরিকল্পনার কী হলো? এ ধরনের সেল বিশ্ব বাজারের সর্বশেষ দাম ট্র্যাক করতে পারে এবং এর ফলে পণ্যের অতিরিক্ত দাম বা কম দাম দেখিয়ে চালান তৈরি বন্ধ করতে পারে। এর জন্য একটি দামি সফটওয়্যার প্রয়োজন। যেখানে আমরা প্রতি বছর ৮ দশমিক ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারাচ্ছি, সেই তুলনায় ব্যয়বহুল হলেও সফটওয়্যারটি কেনাই কি যৌক্তিক নয়?)

এর সঙ্গে যদি আমরা অন্যান্য পথে পাচার হওয়া অর্থ, হুন্ডিসহ অন্যান্য মাধ্যমে ক্ষতি হওয়া রেমিট্যান্স যোগ করি, তাহলে আমাদের অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ আরও কয়েক বিলিয়ন ডলার। আজ আমরা সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য আইএমএফ এবং ১ বিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য বিশ্বব্যাংকের দরজায় ধরনা দিচ্ছি। তারপরও আমরা উপরে উল্লেখিত বিশাল ক্ষতি রোধে কিছুই করিনি। আমরা যদি এই পরিমাণ ক্ষতির একটি অংশও প্রতিরোধ করতে পারতাম, তাহলে দেশের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী হতে পারতো, সেটা হিসাব করে দেখছি না।

হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক (রাজনৈতিক কারণে কীভাবে একটি ভালো ব্যাংক খারাপ হয়ে যায়, তার দুঃখজনক উদাহরণ), পদ্মা ব্যাংক (সাবেক ফারমার্স ব্যাংক), ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও বিসমিল্লাহ গ্রুপের মতো বড় কেলেঙ্কারির ঘটনায় কাউকে শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। তারা সবাই বিদেশে নিরাপদে অর্থ পাচার করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অর্থ পাচারকারী, বাড়তি বা কম দাম দেখিয়ে চালান তৈরিকারী, ঋণখেলাপি ও তাদের শক্তিশালী জোটের অন্যান্য সদস্যরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। তারা প্রবেশ করেছে আমাদের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে, বিশেষ করে আমাদের সংসদ, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকার ও মিডিয়ার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই জোট আমাদের নাড়িভুঁড়ি খুবলে খাচ্ছে। বাংলাদেশ যা কিছু অর্জন করেছে, এই গোষ্ঠী তা ভেতর থেকে খেয়ে ফেলছে।

শান্ত সমুদ্রে নয়, উত্তাল সমুদ্রে ঝড় মোকাবিলা করে জাহাজ কীভাবে চলছে, সেই হিসাবে একটি দেশের অর্থনীতির অবস্থা পরিমাপ করা হয়। আমাদের অর্থনীতিকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়া এই গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ঝড়ের মোকাবিলা আরও কঠিন করে তুলছে। এবার সময় এসেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়া এই গোষ্ঠীকে ধরার।

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার, অনুবাদ করেছেন মুনীর মমতাজ। দ্য ডেইলি স্টার এর সৌজন্যে

# মিথ্যা যখন একমাত্র ভরসা

জসিম উদ্দিন

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একটি মিথ্যা বললে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরো মিথ্যা বলতে হবে। এরপর থেকে তাকে একের পর এক মিথ্যা বলতেই হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে মিথ্যা বলা শুরু করলে সেটি শেষ পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জন্য একটি ফাঁদ তৈরি করে। এ ফাঁদ থেকে বের হওয়ার অনেক সময় আর কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না। ব্যক্তি নিজে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি সৌভাগ্য পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় একজন মিথ্যুক ক্রনিক সিনড্রোমে আটকা পড়ে। সে এক সময় তার নিজের রচিত মিথ্যাকেই সত্য মনে করতে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আশপাশের মানুষদের শুধু অপেক্ষা করতে হয় পরিণতি দেখার জন্য। এটি এমন এক সঙ্কট তৈরি করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য তাদের হাতে আর কোনো মিথ্যাও অবশিষ্ট থাকে না। বাংলাদেশে এমনটি এখন দেখা যাচ্ছে।

জাপানের রাষ্ট্রদূত কৌশল করে বাজারে এমন এক খবর ছেড়ে দিয়েছেন, তা ঢাকতে গিয়ে পরিস্থিতি আরো উদোম হয়ে গেল। তিনি একটি অনুষ্ঠানে কায়দা করে বলেছেন, বাংলাদেশের পুলিশ রাতে ভোটের বাক্স ভরে রেখেছে। সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ইতিহাসে এমন ঘটনার আর দ্বিতীয় নজির নেই, তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি কিন্তু কাউকে অভিযুক্ত করেননি। একটি বিকশিত গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি শুধু প্রত্যাশা রেখেছেন- এমন অভিযোগ ভবিষ্যতে যাতে আর শুনতে না হয়। এ পর্যন্ত। আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এরপর কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। জাপানি রাষ্ট্রদূতের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই, এমনটি তিনি বলেননি। তবে ইতো নাওকিকে সতর্ক ও ভর্ৎসনা করা নিয়ে যে খবর তিনি দিয়েছেন সেটি ডাহা মিথ্যা না কাট্টা মিথ্যা সেটি একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এই মন্ত্রী একই কাণ্ড এর আগেও ঘটিয়েছেন।

শাহরিয়ার আলম এর আগে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলেন, ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরি বাংলাদেশের কাছে করোনার টিকা চেয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়াও আমাদের কাছে টিকা চেয়েছিল বলে তিনি জানান। তখন করোনার ভয়াবহ প্রকোপ সারা বিশ্বে। দরিদ্র দেশগুলো টিকা পাবে কি না তা নিয়ে হাহাকার। বাংলাদেশের টিকা পাওয়া নিয়ে আরো বেশি অনিশ্চয়তা ছিল। একমাত্র ভরসা ভারতের সেরাম যদি টিকা দেয় তবে আমরা নিজেদের টিকা কর্মসূচি শুরু করতে পারব। ঠিক এ ধরনের অনিশ্চয়তায় ভোগা একটি দেশের কাছে হাঙ্গেরি কেন টিকা সহায়তা চাইবে তা নিয়ে জাতীয় সংসদে অবশ্য হাসাহাসি হয়নি। এ সংসদের বড় একটি অংশ ব্যবসায়ী, তারাও বিষয়টি অনুমান করে উঠতে পারেননি তখন।

ভারতের সেরামের কাছ থেকে তিন কোটি টিকা কেনার চুক্তি হয়েছিল। সে জন্য তাদের অগ্রিম অর্থ জোগান দেয়া হয়েছিল। তারা টিকার প্রথম কিস্তি ৫০ লাখ দিয়ে তা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। প্রতিবেশী দেশটির সাথে আমাদের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ঠিক এভাবে এগিয়েছে। তারা অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য দেয় না। অবশ্য এমনটি বিশ্বের বাকি শক্তিধর দেশের সাথে তাদের ঘটে না। ওই সময় বাংলাদেশ আরো অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়, আদৌ কোনো টিকা সংগ্রহ করতে পারবে কি না। যাইহোক, টিকার চালান প্রথমে চীন পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রর একাই আমাদের দান হিসেবে ছয় কোটি ১০ লাখ ডোজ টিকা দিয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব টিকা সহায়তা কর্মসূচি থেকে একটি দেশের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ। শাহরিয়ার আলমের ‘হাঙ্গেরির টিকা চাওয়া’ বিষয়টি পরে সেই দেশের একটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে বাংলাদেশী মিডিয়ায় এসেছে। প্রকৃত খবরটি ‘টিকা চাওয়ার’ নয়। সেরামের টিকার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ তাদের পাঁচ হাজার টিকা শুভেচ্ছাস্বরূপ দিতে চেয়েছিল। সেটিও গ্রহণ করতে হাঙ্গেরি রাজি হয়নি। হাঙ্গেরির মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন প্রায় ২১ হাজার ডলার। এ পর্যায়ে আমাদের পৌঁছাতে কত বছর লাগবে, তা বলার মতো পরিস্থিতি নেই। তবে আমাদের ওপর নিযুক্ত বর্তমান এ লুটপাট সিন্ডিকেট থাকলে বাংলাদেশ কখনো হাঙ্গেরির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না নিশ্চিত করে বলা যায়।

জাপানের রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারে শাহরিয়ার আলমের চটকদার তৎপরতা আমরা গণমাধ্যমের সংবাদ সূত্রে যাচাই করে দেখতে পারি। রাজনৈতিক নেতাদের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য উন্নত দেশগুলোতে জোরালো ফ্যাক্টচেকের ব্যবস্থা রয়েছে। এ দেশে এখন কোনো ফ্যাক্টচেক সেভাবে হয় না। এমনটি করাও ঝুঁকিপূর্ণ। রাজনৈতিক ময়দানে আসার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কতগুলো মিথ্যা বলেছেন, সবই চেক করে দেখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ জন্য কাউকে জেলে যেতে হয়নি। দলীয় লোকের মাধ্যমে মানহানির মামলার শিকার হতে হয়নি। এমনকি বহু কর্তৃত্ববাদী দেশেও এর প্রচলন রয়েছে। ১৬ নভেম্বর দৈনিক যুগান্তর জানায়, জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করেছে। শাহরিয়ার আলমের ফেসবুক পোস্টকে পত্রিকাটি হুবহু কোট করেছে, ‘আমরা বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের অ্যাম্বাসেডরকে ডেকেছিলাম। তাকে যা যা বলা দরকার, আমরা বলেছি।’

ওই পোস্টে ভিয়েনা কনভেনশনের কূটনৈতিক শিষ্টাচার-সংক্রান্ত একটি ধারা তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেন, ‘যদি আপনাদের কেউ ভুলে গিয়ে থাকেন : ১৯৬১ সালের কূটনৈতিক সম্পর্ক-বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের ৪১ ধারার অনুচ্ছেদ ১ কূটনীতিবিদদের গ্রহণকারী দেশের আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ওই জাতির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জড়িত হওয়া থেকে সুস্পষ্টভাবে বিরত থাকতে বলে।’ তিনি ওই পোস্টে উল্লেখ করেননি ঠিক, জাপানি রাষ্ট্রদূতকে তিনি কিছু বলেছেন কি না। তবে তিনি মন্তব্য করেন, ‘সব কিছু গণমাধ্যমে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তাই এ বিষয়ে কোনো গণমাধ্যমে আমরা আর কোনো বক্তব্য দিতে চাই না।’

শাহরিয়ার আলমের ওই পোস্ট নিয়ে গণমাধ্যমে ফলাও করে সংবাদ করা হয়েছে। তাতে বোঝানো হয়েছে- জাপানি রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে। মান সম্মান থাকলে নাওকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্তত আর কখনো মন্তব্য করবেন না। এমনকি অন্যান্য রাষ্ট্রদূতরাও এ থেকে শিক্ষা নেবেন। এরপর সবাই সাবধান হয়ে যাবেন। সরকারের একেবারে শিরদাঁড়া মেরুদণ্ড অবস্থান দেখে বাঙালি হিসেবে আমরা গর্ব করতে পারি। আমরা বিশ্বের গরিব দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের বাজেটের বিরাট একটি অংশ এখনো আসে দান-অনুদান ও সাহায্য হিসেবে। এ দেশের দারিদ্র্যবিমোচন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু টিকাদান ও শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশগুলোর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও আমাদের ইজ্জত অনেক উঁচুতে, সে জন্য আমরা শাহরিয়ার আলমের জোরালো অবস্থান নিয়ে এমন গর্ব করব।

দুর্ভাগ্য হচ্ছে- শাহরিয়ার আলমদের এ মর্যাদাবোধ সবসময় জাগ্রত হয় না। তাদের মেরুদণ্ডে এতটা জোর অনেক সময় দেখা যায় না। নির্বাচন নিয়ে জাপানি রাষ্ট্রদূত শুধু একটি মন্তব্য করেছেন, কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেননি। ২০১৪ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিবের নাক গলানোর কথা পাঠকরা হয়তো ভুলে গেছেন। তখনকার ভারতীয় হাইকমিশনার ঘন ঘন নির্বাচন কমিশনারের সাথে দেখা করেছেন। এই রাষ্ট্রদূত কেন ওই বিতর্কিত নির্বাচনের আগে এতবার নির্বাচন কমিশনে গেলেন? এ ছাড়া হাইকমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা একই ধরনের তৎপরতা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে অশোভন দেখা গিয়েছিল, নির্বাচনের আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংয়ের বাংলাদেশে ঝটিকা সফর। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি চাপ দেন। এরশাদ তার সাথে বৈঠকের পর গণমাধ্যমে এই চাপাচাপির কথা ফাঁস করে দেন। তিনি জানান, নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশ না নিলে দেশ বিএনপি-জামায়াতের দখলে চলে যাবে বলে এই সচিবের পক্ষ থেকে তাকে ভয় দেখানো হয়েছে। এরশাদকে নিয়ে ওই সময় সরকার লুকোচুরি করেছে। এখন দলটির অনেকে অভিযোগ তুলেছেন, এরশাদের জীবন তখন হুমকির মুখে পড়েছিল। দেশী-বিদেশী চাপে দিশা হারিয়ে তিনি নির্বাচনে অংশ নেন। শাহরিয়ার আলমরা ভারতের বিদেশমন্ত্রকের এমন নগ্ন হস্তক্ষেপ তখন দেখতে পাননি।

নাওকিকে সতর্ক করে দেয়ার খবরটি অনেকটা শাহরিয়ার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

*Law Offices of*

# KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

**Kwangsoo Kim, Esq**
Attorney at Law

## Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

**Eng. Mohammad A. Khalek**
**Cell: 917-667-7324**
Email: m.Khalek28@yahoo.com

**Law Office of Kim & Associates P.C**
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

# গরিবের ঘোড়ারোগ

গোলাম মাওলা রনি

বাংলা ভাষার অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রবচন গরিবের ঘোড়ারোগটি যে আসলে কী তা হাল আমলে এসে টের পাচ্ছি। তবে প্রবাদটি পড়েছিলাম সেই ছোটবেলায় এবং শুনেছিলাম শিশুবেলায়। আমাদের গ্রামে সত্তরের দশকে যে অভাব অভিযোগ ছিল সেখানে গরিবের ঘোড়ারোগ দেখার সুযোগ হতো অহরহ। বেশির ভাগ গরিব পুরুষের রাগ এবং হাঁকডাক ছিল খুব বেশি। মহিলারা উঁচু গলায় কথা বলত এবং কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে দিত। ছেলেপুলেরা সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করত- মরুব্বিদের হাতে বেদম মার খেত এবং সমবয়সীরা মারামারি করে রক্তারক্তি বাধিয়ে ফেলত।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ঘোড়ারোগ কি না তা বলতে পারব না। তবে গ্রামের অনেক ধুরন্ধর গরিব বাবরি চুল রাখত এবং নিজেদের কামেল পুরুষ বা অলৌকিক মানুষ হিসেবে প্রমাণের জন্য নানা রকম ভেলকিবাজি করত। কেউ কেউ দুই চারটে ম্যাজিক বা জাদুও জানত এবং সেগুলো দেখিয়ে লোকজনকে প্রতারিত করত। একশ্রেণীর আমোদপ্রিয় গরিব গাঁজা সেবন করত এবং পরিবার পরিজন ত্যাগ করে জঙ্গলের মধ্যে অথবা গ্রামের প্রান্তসীমায় কুঁড়েঘরে বাস করত। তারা কেউ কেউ ডুগডুগি অথবা একতারা বাজিয়ে সারা রাত নেশায় বুঁদ হয়ে যাচ্ছেতাই গাইত আর সারা দিন ঘুমাত। আমি এখন পর্যন্ত ওই সব লোক সম্পর্কে যখন চিন্তা করি তখন ভেবে কূলকিনারা পাই না যে- এদের খাওয়াদাওয়া ভরণ-পোষণ চলত কিভাবে। কারণ তাদের কোনো কাজ করতে দেখিনি এবং তারা প্রায় সবাই ছিলেন সহায়-সম্বলহীন প্রান্তিক দরিদ্র।

আমাদের গ্রামে একশ্রেণীর গরিব ছিল যারা কিছু দিন পরপর বিয়ে করে ভিন গ্রামে থেকে নতুন বউ নিয়ে আসত। তারপর নতুন বউ ও পুরাতন বউদের মধ্যে ঝগড়া ও চুলোচুলি এবং গ্রাম্য সালিশ দরবারের কারণে অনেক দিন পুরো গ্রাম মুখরিত থাকত। গরিব ঘরের মেয়েরা সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তানদের প্রেমে পড়লে প্রায়ই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটত। আর ধনীর ছেলেরা যদি কোনো গরিব ঘরের মেয়ের প্রেমে পড়ত তবে গরিব পরিবারটির ওপর নেমে আসত অত্যাচারের স্টিমরোলার। এত সব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি গরিবদের মধ্যে অসাধারণ সব গুণাবলি দেখা যেত। অনেকে চমৎকার করে বাঁশি বাজাতে পারতেন। হাডুডু-ফুটবলে অনেকের দক্ষতা গ্রাম ছাড়িয়ে পুরো জেলায় মশহুর হয়ে যেত। কেউ কেউ যাত্রা-নাটক-থিয়েটারে খুব ভালো অভিনয় করত। আবার কেউ কেউ প্রকৃতিপ্রদত্ত সুর-কণ্ঠ ও সেটির সমন্বয় ঘটিয়ে গান-বাজনায় অনবদ্য মুনশিয়ানা দেখাত।

সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের কারণে আমাদের গ্রামে নিয়মিত নাটক-থিয়েটার হতো। জারি-সারি-বিচার গানের আসর ছাড়াও যাত্রাপালা হতো নিয়মিত। নজরুলজয়ন্তী রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে নিরক্ষর শত শত ছেলে বুড়ো গভীর রাত জেগে কেন কবিতা শুনত তা আমার মাথায় এখনো ঢোকে না। শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও গরিবের আনন্দ ছিল সীমাহীন। তারা কারণে অকারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসত। কোনো বুড়োবুড়ির বায়ু ত্যাগের শব্দ যদি কেউ শুনতে পেত তবে আর রক্ষা ছিল না। উপস্থিত লোকজন অনেকক্ষণ ধরে সেই ঘটনার রসঘন বর্ণনা এবং অনবদ্য অভিনয় করে হেসে গড়াগড়ি দিত। ছেলে শিশুদের সুন্নতে খতনা নিয়ে উৎসব করত, এমনকি যে দিন ছেলে-মেয়েরা পবিত্র কুরআন পড়া আরম্ভ করত অর্থাৎ সিপারা শেষ করে কুরআন পাঠ আরম্ভ করত সে দিনও গরিবের ঘরে নিদারুণ আনন্দ হতো।

গ্রামের মধ্যে প্রায়ই ভূতের উপদ্রব দেখা দিত এবং জিন-পরীরা প্রায়ই গরিবের ছেলে-মেয়েদের ওপর আছর করত। ফলে ভিন গ্রাম থেকে নামকরা তান্ত্রিকদের ভাড়া করে আনা হতো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে এক রাতে বিশাল খানাপিনার আয়োজন হতো এবং ঘটা করে জিন-ভূত তাড়িয়ে অথবা জিন-পরীর আছর মুক্ত করে গ্রামবাসীর মনে শান্তি ও নিরাপত্তার পরশ বুলিয়ে দেয়া হতো। গ্রামে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতো, বন্যাকেন্দ্রিক আনন্দ-উৎসব, খানা-পিনার আসর ছিল দেখার মতো। আশ্বিন মাসে মাছ ধরার উৎসব এবং কার্তিক অগ্রহায়ণে নবান্নের উৎসব পুরো গ্রাম মুখরিত করত আর পৌষ-মাসের পিঠে পায়েস খায়নি এমন গরিব সত্তর দশকের বাংলায় একজনও ছিল না।

গরিব পুরুষেরা কামলা খাটত কেউ বা রাখাল হিসেবে স্থায়ীভাবে গৃহস্থ বাড়িতে চাকরি করত। মুটেগিরি, ঘরামিগিরি অর্থাৎ ছনের ঘর নির্মাণ ও মেরামতকারীরা ছাড়াও ঘোড়ার গাড়ির চালকরা গরিব বলে বিবেচিত হতো। আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের প্রথম জমানায় অর্থাৎ ১৯৭৩ থেকে '৭৫ অবধি কোনো পাকা সড়ক ছিল না। ফলে সাইকেল-ঘোড়ার গাড়ি এবং ঘোড়া ছিল সাধারণ বাহন। ধনী নারীরা পালকিতে যাতায়াত করতেন। আর রিকশা তখনো থানাপর্যায়ের সড়কগুলোতে দেখিনি। আমাদের গ্রামের হাকি যশোরে রিকশা চালাত। জিয়াউর রহমান যখন প্রেসিডেন্ট হলেন তখন হাকি তার রিকশাখানা মনের আনন্দে যশোর থেকে চালিয়ে সদরপুর থানার শ্যামপুর গ্রামে নিয়ে এলো। সেই হাকি যেভাবে গ্রামে রিকশা এনে সবাইকে চমকে দিলো তদ্রুপ ক'দিন পর ছোটো একটি ঘোড়ার বাচ্চা দশ গ্রাম দূরের পুবাইলের হাট থেকে কিনে এনে পুরো এলাকায় হইচই ফেলে দিলো।

গরিবের ঘোড়ারোগ- যদি আবহমান বাংলার উল্লিখিত ইতিহাস ঐতিহ্যের মধ্যে খোঁজ করি তবে আমাদের পুরো গ্রামের মধ্যে একমাত্র হাকির মধ্যেই ঘোড়া রোগটি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তার এই রোগটি ছিল নির্দোষ এবং বাংলা প্রবাদ প্রবচনের ঘোড়া রোগের সাথে হাকির ঘোড়া পোষার কাহিনীর কোনো অন্তঃমিল না থাকলেও আজকের শিরোনামে কেন সত্তর দশকের গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের হাসি-কান্নার প্রসঙ্গ টেনে আনলাম তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

গরিবের ঘোড়ারোগ বলতে সাধারণত দুটো বিষয় বুঝানো হয়ে থাকে। প্রথমত, সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করা। এ ধরনের ব্যয় সাধারণত ধারকর্য করে করা হয় এবং ব্যয়ের উদ্দেশ্যও জরুরি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। যদি ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য, শরীর ঢাকার পোশাক এবং রোগাক্রান্তের চিকিৎসার জন্য কেউ ধার করে তবে সেই ঋণকে গরিবের ঘোড়ারোগ বলা হয় না, বরং বিয়ে শাদি জিয়াফত, সুন্নাত খতনা গান-বাজনা, মদ-জুয়ার আসর ইত্যাদি কর্মের জন্য কেউ ধার দেনা করে তবে গরিবের ঘোড়ারোগ নামক প্রবাদটি সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য হয়।

আলোচনার শুরুতে আমি আবহমান বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত একটি গ্রামের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সত্তর দশকে কেমন ছিল তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আপনি যদি আমার সমবয়সী অথবা আমার চেয়ে প্রবীণতর হন তবে উল্লেখিত বর্ণনার সাথে আপনার শৈশবের গ্রামীণ জীবনের হুবহু মিল পাবেন। একইভাবে আমি যখন স্থায়ীভাবে রাজধানীর বাসিন্দা হলাম তখনো এই শহরের দারিদ্র্য ছিল গ্রামের চেয়েও নির্মম ও নিষ্ঠুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাম বা শহরে আমি কোনো দরিদ্র মানুষের মধ্যে মারাত্মক কোনো অপব্যয়ের নজির দেখিনি। ফলে গরিবের ঘোড়া রোগ নিয়ে আমার মনে বিকল্প চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে এবং সেটি কেন হচ্ছে তা বলার আগে সাম্প্রতিক সমাজের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করা আবশ্যক।

আপনি যদি ইদানীংকালে গ্রামে যান তবে দেখবেন সত্তর দশকের হাঁকডাক হাহাকার কর্মব্যস্ততা এবং পর্নোকুটির নেই। বাড়ি-গাড়ি, অট্টালিকা, টিভি-ফ্রিজ, মোটরসাইকেল এখন গ্রামের সর্বত্র দৃশ্যমান। কিন্তু পুরো গ্রাম খুঁজে কোথাও উৎসব, নির্মল আনন্দ এবং মায়াময় সামাজিক বন্ধন দেখবেন না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো বেশির ভাগ গ্রামবাসীর সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। তাদের পুঁজি বা মূলধনও নেই। একশ্রেণীর গ্রামবাসী কেবল ভোগ করছে আরেক শ্রেণী শোষণ করছে। মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে বাড়ি-খানা-খাদ্য আসবাবপত্র ইত্যাদি খাতে সর্বস্ব ব্যয় করে নিজেদের ধনী ও সুখী মানুষ প্রমাণের প্রতিযোগিতা করছে।

গ্রামবাংলার উল্লিখিত চালচিত্র এবং হাল আমলের শহুরে ফ্যাশনের সাথে সত্তর দশকের দারিদ্র্যের পীড়ন-হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনার কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। আজকের সমাজে কোনটা যে কান্না সেটি যেমন বোঝা যাচ্ছে না তদ্রুপ আনন্দের নির্মল হাস্যরস এবং কূটনামির প্রতারণাপূর্ণ নিষ্ঠুর উল্লাসের পার্থক্যও করা যায় না। সত্য ও মিথ্যার বিভেদের রেখা দূর হয়ে সেখানে স্থান নিয়েছে মোনাফেকি, যা কিনা সত্য ও মিথ্যার গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। ফলে গরিবের ঘোড়ারোগ নামক বালাইটি হাল আমলে পুরো *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# সেন্টমার্টিন রক্ষার গালগল্প ঢাকায় কেন?

মিজান শাজাহান

শুধু পর্যটনের জন্য নয়, পরিবেশ-প্রতিবেশের বিচারেও দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিনের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে থাকা এই দ্বীপটির প্রতি কুনজর রয়েছে কোনো কোনো প্রভাবশালী রাষ্ট্রেরও। তাই জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেও সেন্টমার্টিন আমাদের কাছে আলাদা গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকের অতিরিক্ত চাপে দ্বীপটি গত কয়েক বছর ধরে সংকটে পড়েছে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ১৯৯৯ সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে সরকার পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণা করেছিল। তাই এখানে যে কোনো স্থাপনা গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; তবে কাগজে-কলমে থাকা সরকারি আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একের পর এক বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে। ফলে দ্বীপটির প্রবাল, শৈবাল, সামুদ্রিক কাছিম, লালকাঁকড়া, শামুক, ঝিনুকসহ নানা জলজ প্রাণী এখন বিলুপ্তির পথে। এসব বিলুপ্ত হয়ে গেলে সেন্টমার্টিন নিয়ে গর্ব করার সুযোগ থাকবে না। শুক্রবার সমকালে প্রকাশিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ রক্ষায় গালগল্প ঢাকায় শীর্ষক সংবাদে দ্বীপটি ঘিরে নানা শঙ্কার চিত্র ফুটে উঠেছে। ২০১২ সালের বেসরকারি পর্যায়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেন্টমার্টিনে হোটেল ছিল ১৭টি। ২০১৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮টিতে। আর ইয়ুথ এনভায়রনমেন্ট সোসাইটির (ইয়েস) হিসাবে এ বছরের শুরুতে সেন্টমার্টিনে হোটেল, মোটেল ও কটেজের সংখ্যা দেড়শ। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকও স্বীকার করে নিয়েছেন, বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানাধীন হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টের সংখ্যা ১৬৬। ১০ বছরের মধ্যে ১৭টি বেড়ে ১৬৬ হওয়ার পরিণতি আর ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিস্ময়কর যে তথ্য দিয়েছেন তা হলো ১৬৬ হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টের একটিরও অনুমোদন নেই। প্রশ্ন হলো, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া এসব বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠল কীভাবে? স্থানীয় প্রশাসন তথা কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও টেকনাফ উপজেলা প্রশাসন কেন তাদের ঠেকাল না?

জনবল সংকটের কথা বলে সব দায় এড়ানো যায় না। সেন্টমার্টিনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপে রাতারাতি এসব স্থাপনা তৈরি হয়নি। এসব অবকাঠামো নির্মাণে সময় লেগেছে। তখন প্রশাসন ব্যবস্থা নিলে আজকে সংখ্যাটি থ্রি ডিজিটে আসতে পারত না। দেশে একাধিক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর রয়েছে। কাজের পরিধি আলাদা হলেও সবাই রাষ্ট্র ও নাগরিকের জন্য কাজ করে। তাই সমন্বয়হীনতার অবসান জরুরি; এক বিভাগ আরেক বিভাগের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে সেন্টমার্টিনকে রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সভাপতি সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী সেন্টমার্টিনে বসবাসকারীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে দ্বীপটিকে সংরক্ষণ এবং পর্যটকের রাতযাপনের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়ার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা আমলে নেওয়া উচিত। বসবাসকারীদের অন্যত্র আবাসন করে দিলে এটা নিয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে পর্যটক নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে রাজস্ব কমবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে এ বাস্তবতা মেনে নেওয়া উচিত। কারণ দ্বীপ বাঁচলে রাজস্ব আসবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে দ্বীপের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে। সমকালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ইতোমধ্যে দ্বীপটি হুমকিতে পড়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে, পর্যটকের চাহিদা পূরণে দ্বীপের ভূগর্ভস্থ সুপেয় মিঠাপানির স্তরও নিচে নেমে গেছে। এ কারণে নলকূপ থেকে লবণাক্ত পানি আসছে। এ ছাড়া পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যত্রতত্র প্লাস্টিকের বর্জ্য ফেলা, ভারী জেনারেটর, পাম্প পরিচালনা, পাথর তোলা, সৈকতের বালু অপসারণ- এক কথায় পরিবেশ বিধ্বংসী সব ধরনের কাজই হচ্ছে দ্বীপটিতে। প্রতিদিন এই দ্বীপে আট থেকে ১০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে পর্যটন খাত থেকে আয়ের চিন্তা হবে আত্মঘাতী। পর্যটক চাপ থাকলেই সবাইকে একসঙ্গে সুযোগ করে দেওয়া উচিত নয়। এজন্য এটিকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা দরকার। আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে যারা আগে বুকিং দেবেন সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যটককে ওদিন যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এজন্য ডিজিটালি বুকিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে; পর্যটকরা অনলাইনে বুকিং দেবেন।

মন রক্ষা, রাজস্ব আদায়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেন্টমার্টিনকে বাঁচিয়ে রাখা। রাজধানীর হাতিরঝিলে বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও একটি সুউচ্চ বহুতল ভবন ভেঙে ফেলা হয়েছিল আদালতের নির্দেশে এলাকার প্রতিবেশের কথা বিবেচনা করে। উচ্চআদালত ভবনটিকে বিষফোড়া আখ্যা দিয়েছিলেন। আর সরকার-ঘোষিত পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সেন্টমার্টিনে এতসব বাণিজ্যিক স্থাপনা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে কীভাবে? কেবল ঢাকায় বসে কথা নয় বরং পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে সেন্টমার্টিন গিয়ে অভিযান চালানোসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। মিজান শাজাহান সাংবাদিক। সমকাল এর সৌজন্যে

# বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL حلال FOOD

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

**Munmun Hasina Bari**
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

## আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

# বারী হোম কেয়ার

**Passion of Seniros of NY Inc.**
Your Health Our Care

**চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন**

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

**Asef Bari (Tutul)**
C.E.O.

**Jackson Heights Office:**
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

**Buffalo Office**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

**Brooklyn Office:**
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**CALL US TODAY:**
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

# ঠান্ডা না গরম - কোন দুধ উপকারি?

যেকোনো বয়সী মানুষের জন্য দুধ সবচেয়ে উপকারি খাবার বলে বিবেচিত। কিন্তু এই উপকারি খাবার খাওয়ার ব্যাপারে নানা মুনীর নানা মত। কেউ গরম দুধ খেতে ভালোবাসেন এবং কেউ ঠান্ডা। অনেকে তো প্যাকেট ছিঁড়ে না ফুটিয়েই খেয়ে ফেলেন। যেভাবেই খান না কেন, একেক পদ্ধতিতে একেক স্বাস্থ্য উপকারিতা মিলবে। সেটি কেমন? চলুন জেনে নেই।

প্যাকেটজাত দুধ : দোকানে প্যাকেটজাত অধিকাংশ দুধ পাওয়া যায় তা পাস্তুরাইজ করতে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তাই কাঁচা বা প্যাকেট খুলে সরাসরি এই দুধ খাওয়া উচিত নয়। এই দুধ ফুটিয়েই খেতে হবে।টেট্রা প্যাকের দুধ

টেট্রা প্যাকের দুধ ঠান্ডা অবস্থায় খেতে পারবেন। এর কারণ এই দুধ প্যাকেটজাত করার সময় বেশি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিইয়ে যায় না। তাই দুধে পুষ্টিগুণ বেশিমাত্রায় বজায় থাকে। কিন্তু ঠান্ডা দুধ সকালে খাবেন। রাতে খেলে অনেক সময় হজমে সমস্যা হয়।

ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠান্ডা দুধ : ঠান্ডা দুধ খেলে ওজন ও স্থূলতা কমে। ঠান্ডা দুধে থাকা ক্যালসিয়াম বিপাকক্রিয়া বাড়ায়। তাই আপনার শরীরে ক্যালরি বেশি পোড়ে। কিন্তু শীত কিংবা ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠান্ডা দুধ খাওয়ার অভ্যাস কমাতে হয়। এই সময় ঠান্ডা দুধ খেলে সর্দি-কাশি হতে পারে।

হজমের সমস্যা যাদের : যাদের হজমের সমস্যা আছে তারা ঠান্ডা দুধ এড়িয়ে চলবেন। ঠান্ডা দুধ তুলনামূলকভাবে ভারি। তাই হজম করতে কষ্ট হয়। গরম দুধে ল্যাক্টোজের পরিমাণ কম থাকে তাই এটি হজম করা সহজ হয়।

ভালো ঘুম ও হজমশক্তি বাড়াতে গরম দুধ : ভালো ঘুম ও হজমশক্তি বাড়াতে গরম দুধই খাওয়া উচিত। আপনার হজমের শক্তির উপর নির্ভর করে ঠান্ডা বা গরম দুধ খাবেন।

# খাবারের তালিকায় পেঁয়াজের পাতা

পেঁয়াজকলি কিংবা পেঁয়াজপাতা খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি এই সবজির বেশ কিছু স্বাস্থ্যগত গুণাগুণও আছে। সেগুলো কি?

প্রচুর ভিটামিনের উৎস : এই মৌসুমি সবজিতে ক্যালোরি ও ফ্যাটের পরিমাণ বেশ সামান্য। এই সবজিতে ভিটামিন সি, বি১২, থিয়ামিন খুব বেশি মাত্রায় রয়েছে। রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে। মানবদেহের প্রয়োজনীয় পটাশিয়াম-ক্রোমিয়াম-ম্যাগনেশিয়াম-ফসফরাস এবং ফাইবার পাওয়া যাবে এই পেঁয়াজকলিকে খাদ্যতালিকায় রাখলেই।

হার্টের ঝুঁকি কমাতে : পেঁয়াজের পাতায় থাকা সালফার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাছাড়া পেঁয়াজে আছে পর্যাপ্ত ক্রোমিয়াম যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। ফলে ডায়াবেটিসের সমস্যাও কমায়।

চোখের স্বাস্থ্যের উপকারে : পেয়াজের পাতায় থাকা ভিটামিন এ চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এমনকি দৃষ্টিজনিত সমস্যাও দূর করতে সাহায্য করে।

অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান : শীতে সর্দি কাশি লাগাটাই স্বাভাবিক। পেয়াজ পাতায় থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান জ্বর-ঠাণ্ডা লাগাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া এই মৌসুমি সবজিতে থাকা ভিটামিন-সি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে : এই সবজিতে থাকা সালফার ও ফ্ল্যাভোনয়েড কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় বলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিক্ষিত।

# এয়ার ফ্রায়ার, রান্নাঘরে নতুন ডিভাইস

এয়ার ফ্রায়ারে রান্নার মজা একবার যারা পেয়ে গেছেন, তাদের কাছে এটি ছাড়া কোনোকিছু ভাজার কথা চিন্তা করা একেবারেই অসম্ভব। এয়ার ফ্রায়ার আপনার কিচেন কাউন্টারের খানিকটা জায়গা দখল করবে হয়তো, তবে যখন আপনি এটি ব্যবহার শুরু করবেন, তখন নিশ্চিতভাবেই এই কষ্ট ভুলে যাবেন আপনি।

যারা এয়ার ফ্রায়ার কিনবেন কি না, এই নিয়ে দ্বিধায় আছেন তাদের জন্যই আজকের এই নিবেদন।

স্বাস্থ্যকর রান্না : এয়ার ফ্রায়ারের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলোড়স্বাস্থ্যকর উপায়ে যে কোনো খাবার ফ্রাই করা যায়। এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করতে খুবই কম তেলের প্রয়োজন হয়। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা টেন্ডার চিকেন যা-ই বানান, তেল লাগবে খুবই কম।

দ্রুত রান্না, ব্যবহার সহজ : বাইরের সব কাজ সামলে বাসায় এসে রান্না করাটা অনেকের কাছেই ক্লান্তিকর, তাই শহরে বেড়েছে টেক-আউটের চাহিদা। কিন্তু আপনার বাসায় যদি থাকে এয়ার ফ্রায়ার, তবে রান্না হতে পারে অনেকটাই সহজ। মাংসের সব ধরনের মসলা মিশিয়ে, সঙ্গে কিছু সবজি দিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে দিলেই হয়ে যাবে ঝটপট ডিনার।

খাবার হবে মচমচে : বাসার ছোটরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই খেতে খুবই ভালোবাসে, বাদ যায় না বড়রাও। বেশিরভাগ সময়ে এই ধরনের খাবার বানানো হয় ডুবো তেলে ভেজে, মচমচে করে। তবে কম তেলে এয়ার ফ্রায়ারেও কিন্তু এই মচমচে খাবারগুলো তৈরি করা যায়। পদ্ধতি কিন্তু একই। শুধু এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে তার ওপর হালকা করে তেল স্প্রে করে দিতে হবে।

নানাবিধ ব্যবহার : এয়ার ফ্রায়ারের বেশিরভাগ ব্যবহার সম্পর্কেই আমরা আসলে জানি না। এটিতে ফ্রাইড চিকেন থেকে শুরু করে স্প্যাগেটি, চিকেন কারি বা ডেজার্ট, বানাতে পারবেন সবই। এমনকি ফ্রোজেন যে কোনো কিছু মসলা মাখিয়ে ফ্রায়ারে দিয়ে দিলেও পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত রান্না। এমনকি আপনার বাসায় থাকা স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাটিও এই ফ্রায়ার ব্যবহার করতে পারবে।

কাজ করে ওভেনের চেয়ে দ্রুত : এয়ার ফ্রায়ারের একটি ভালো দিক হচ্ছে, এটি প্রি-হিট করতে হয় না। আপনি যখন ওভেনে কোনো কিছু রান্না করবেন, তখন ১৫-২০ মিনিট বা

# কান্নারও আছে উপকারি দিক

শারীরিক কষ্ট কিংবা মানসিক পীড়ায় অনেকেই কাঁদের। কান্না নিয়ে আমাদের নেতিবাচক ধারণা থাকলেও মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে ব্যাপক অবদান আছে।
কিন্তু আপনিও লক্ষ্য করে থাকবেন কাঁদলে মন ভালো হয়। বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে একমত। কান্না মানুষকে দুর্বল করে এমন ভাবার কারণ নেই। কান্না মানুষকে সবল করতে পারে। কারণ কান্নার মাধ্যমে আপনি নেতিবাচক আবেগ থেকে বের হতে পারবেন। তাহলে জেনে নিন কান্নার যত উপকারিতা: ক্ষতি ও শোক থেকে মুক্তি দিবে : দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কান্না না করা শক্তিমত্তার পরিচয় ভাবেন অনেকে। কিন্তু তা আপনার মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে রাখতে পারে। এমন সময়ে কান্নার মাধ্যমে মানসিক ভার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
দুশ্চিন্তা দূর হয় : অশ্রুকে থেরাপিউটিক বলে মানেন অনেকে। অনেকে বিশেষজ্ঞ মনে করেন কান্নাতে শরীর থেকে স্ট্রেস হরমোন বা টক্সিন অপসারিত হয়। কান্নার সময় প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র সক্রিয় হয়। এই স্নায়ুতন্ত্র বিশ্রাম ও হজম নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কান্নায় দুশ্চিন্তা দূর হয়।
স্বাস্থ্য উপকারিতা : এনসিবিআই এর এক গবেষণায় জানা যায়, কান্নার পর মানুষ বেশকিছু শারীরিক সুবিধা লাভ করেছেন। মূলত স্ট্রেস কমলে শরীরের উপর অনেক চাপ কমে। তাতে শারীরিক উন্নতিও হয়।

# শীতে ঘি খাওয়ার উপকারিতা

শীতকালে নানা ধরনের অসুখবিসুখের প্রকোপ বেড়ে যায়। এই সময় সর্দি-কাশির সমস্যা এড়াতে অনেকেই নানা ধরনের ঘরোয়া সমাধান অনুসরণ করেন। শীতকালে ঘি খেলেও কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়।
বদহজমের সমস্যা দূর করার পাশাপাশি ত্বক আর্দ্র রাখা, সব কিছুই সম্ভব হয় ঘিয়ের মাধ্যমে। শীতের মৌসুমে শরীর গরম রাখার জন্য ঘি একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। তাই রুটি বা সবজি কিংবা অন্য যে খাবার আপনি খাবেন তার সঙ্গে এক চামচ ঘি মিশিয়ে নিতে পারেন।
ত্বক এবং চুল ও মাথার স্ক্যাল্প আর্দ্র অর্থাৎ ময়শ্চারাইজড রাখতে সাহায্য করে ঘি। শীতে ত্বক, চুল, স্ক্যাল্প সবই ভীষণভাবে রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যায়। তাই প্রতিদিনের খাবারে সামান্য ঘি যুক্ত করলে আপনার ত্বক, চুল ও স্ক্যাল্প ময়শ্চারাইজ হবে। শীতে হাল্কা সর্দি, খুসখুসে কাশির সমস্যা লেগেই থাকে। মৌসুম শুরু হওয়ার আগে থেকেই হাঁচি, কাশির সমস্যায় ভোগেন অনেকে। এক্ষেত্রে কাজে লাগে ঘি। কারণ এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপকরণ। এজন্য কারও ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে খাবারে সামান্য ঘি মিশিয়ে খেলে শীতের মৌসুমে উপকার পাবেন।
ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক জুস, যা অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে এবং বদহজমের সমস্যা দূর করে।

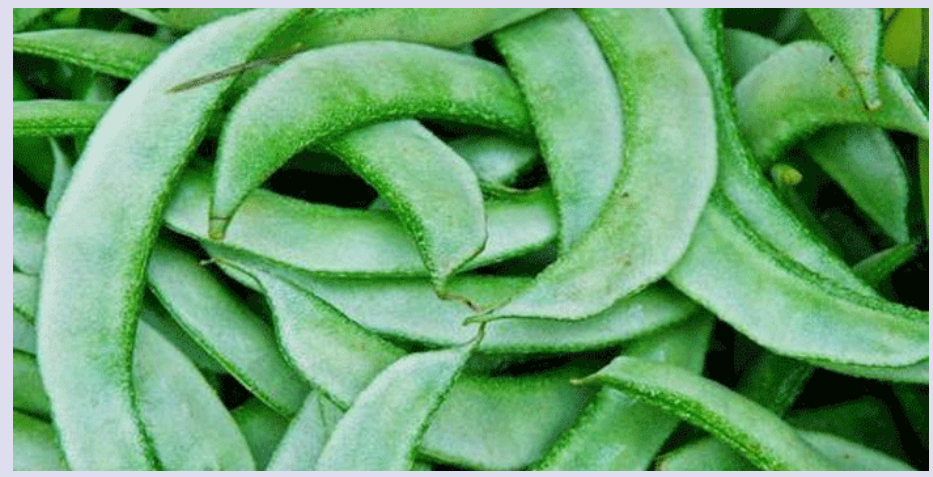

# শীতের সবজি শিম

বাজারে শীতের সবজি উঠতে শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে শিমও । শিম ভর্তা, ভাজি থেকে শুরু করে নানাভাবেই খাওয়া যায়। শীতকালীন এই সবজিতে রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধের অসাধারণ গুণ আছে। এছাড়াও যারা চুল পড়ার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত তাদের জন্য শিম বেশ উপকারী।
পুষ্টিবিদদের মতে,প্রতি ১০০ গ্রাম শিমে ৮৬.১ গ্রাম জলীয় অংশ আছে। এতে খনিজ উপাদান রয়েছে ০.৯ গ্রাম, আঁশ ১.৮ গ্রাম ও ক্যালোরি বা খাদ্যশক্তি রয়েছে ৪৮ কিলো ক্যালোরি। এছাড়াও শিমে ৩.৮ গ্রাম প্রোটিন, ৬.৭ গ্রাম শর্করা, ২১০ মি.গ্রাম ক্যালসিয়াম ও ১.৭ মি.গ্রাম লৌহ পাওয়া যায়।
এই সব উপাদান ছাড়াও শিম জিঙ্ক, ভিটামিন সি ও নানা রকম খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ।
নানা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ শিম নানা ধরনের রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
শিমে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক উপাদান যেমন- আইফ্লভোভোনস এবং ফাইটোস্টেরলস থাকায় এটি শরীরে ক্যানসারে ঝুঁকি কমায়।
এর মধ্যে থাকা আঁশ রক্তে কোলেস্টরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন দশ গ্রাম করে আঁশজাতীয় খাবার খেলে শরীরে খারাপ কোলেষ্টেরলের মাত্রা দশ ভাগ কমে যায়। কোলেষ্টেরল কমানোর এই শক্তি আধা কাপ থেকে এক কাপ পরিমাণ শিমে পাওয়া যায়।
শিমে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকায় এটি হজমে সাহায্য করে, শরীরে শর্করার পরিমাণ কমায়। আঁশ থাকায় এটি খেলে তাড়াতাড়িই পেট ভরে যায়, এজন্য ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।
ডায়বেটিস রোগীদের জন্য শিম দারুণ উপকারী। এতে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের ভারসাম্য থাকায় এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে বেশ ভাল কাজ করে।
শিমে জিঙ্ক,ভিটামিন সি ও নানা রকম খনিজ উপাদান আছে। একারণে এটি রোগ প্রতিরোধে ভুমিকা রাখে।
শিমে থাকা খনিজ উপাদান চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এর মধ্যে থাকা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। গর্ভবতী নারী ও শিশুর অপুষ্টি দূর করতে শিম বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত শিম খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। শিমের দানায় ভিটামিন বি সিক্স থাকায় তা স্নায়ুতন্ত্র সুস্থ রাখে, ফলে স্মৃতিশক্তিও বাড়ে।
তবে অনেক ধরনের শাকসবজি আছে, যেগুলো সবার সহ্য হয় না। শরীরে অ্যালার্জির সৃষ্টি করে । শিম খেয়ে এ ধরনের সমস্যা হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সূত্র : রিডার্স ডাইজেষ্ট

# খালি পেটে কলা খাওয়া কি ঠিক?

কলার পুষ্টিগুণের কথা সবারই জানা। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে হৃৎপিণ্ড ভালো রাখা- সব কিছুতেই কলার ভূমিকা অনন্য। মানসিক অবসাদে ভুগলেও প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কলা রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, কলায় কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমে। এতে থাকা আয়রন রক্তাল্পতার মতো রোগের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। ট্রিপটোফ্যান, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি-র মতো একাধিক স্বাস্থ্য উপকারী গুণ সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের যত্ন নেয়। কিন্তু এত কিছু গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে খালি পেটে কলা খাওয়া কি আদৌ স্বাস্থ্যকর?
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কলায় পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি। এগুলি শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তবে খালি পেটে এই ফল খেলে উপকারের চেয়ে বেশি অপকার হয়। কলায় চিনির পরিমাণও অনেক বেশি। অনেক ক্ষণ না খেয়ে থাকার পর কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ফলে দিনের শুরুতে খালি পেটে কলা খাওয়ার অভ্যাস ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে। কলা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও কমায়। পাশাপাশি খালি পেটে কলা খেলে এই সমস্যা উল্টে বেড়ে যেতে পারে।
পুষ্টিবিদরা বলছেন, সকালে কলা খেতেই পারেন। তবে অবশ্যই খালি পেটে নয়। কিছু না খেয়ে প্রথমেই কলা খেলে অ্যাসিডিটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া খালি পেটে কলা খেলে রক্তে ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রভাব পড়তে পারে হৃৎপিণ্ডের উপরও। ওটস, পাউরুটি বা অন্য কোনও খাবার খাওয়ার পর কলা খেতে পারেন। তা হলে সমস্যা নেই। আবার কলা, ওটস, বেরি, ম্যাপল সিরাপ, কাঠবাদাম দিয়ে একটি স্মুদিও বানিয়েও খেতে পারেন। এতে শরীর ভিতর থেকে সুস্থ থাকবে।

# ইলিশ মাছের দোপেয়াজা

বাঙালির ভোজনবিলাসে ইলিশ না হলে যেন চলেই না। একই ইলিশের হাজার রকমের রান্না। সব রান্নাই সহজ এবং সুস্বাদু। ইলিশের ৩০ রেসিপি নামে ইলিশের সুস্বাদু ও ব্যতিক্রম সব রেসিপি প্রকাশ করা হচ্ছে জাগো নিউজের লাইফস্টাইল বিভাগে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ থাকছে ইলিশ মাছের দোপেয়াজা রেসিপি।

উপকরণ : লবণ ও হলুদ দিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা ১২ টুকরো, পেঁয়াজ বাটা ২৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা চামচ , রসুন বাটা ১ চা চামচ, টমেটো টুকরো করা ৫০০ গ্রাম, কাঁচা মরিচ ৪ টি, সয়াবিন তেল পরিমাণ মতো, মরিচ গুড়া পরিমানমতো, ধনে বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : প্রথমে ১২ টুকরো ইলিশ মাছ অল্প লবণ ও হলুদ দিয়ে মাখিয়ে তেলে লাল করে ভেজে নিন। মাছগুলো তুলে আলাদা করে রাখুন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনে বাটা, জিরা বাটা, মরিচের গুড়া, হলুদের গুড়া ও লবণ দিন। পানি দিয়ে ভালোমতো

# ফুলকপির বিরিয়ানি

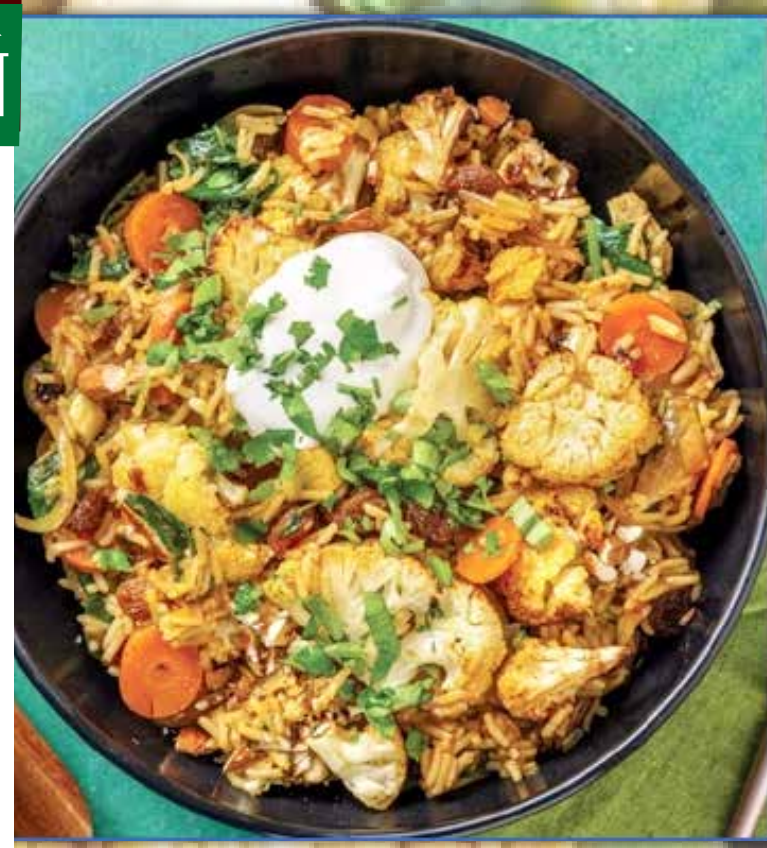

বাজারে এখন ফুলকপি সহজলভ্য। এই সবজি খেতে সবাই পছন্দ করেন। বিভিন্ন উপায়ে ফুলকপি রান্না করে খাওয়া যায়। মাছ বা মাংস দিয়ে তো ফুলকপি রান্না করে খেয়েছেন! তবে কখনো কি ফুলকপির বিরিয়ানি খেয়েছেন?

একবার খেলে এর স্বাদ মুখে লেগে থাকবে সব সময়। দারুন স্বাদের এই বিরিয়ানি তৈরি করাও বেশ সহজ। চলুন জেনে নেওয়া যাক সহজ রেসিপি-

উপকরণ : ১. ফুলকপির টুকরো ৫০০ গ্রাম, ২. বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম, ৩. পেঁয়াজ কুচি এক কাপ, ৪. ভাজা পেঁয়াজ আধা কাপ, ৫. আদা বাটা ১ চা চামচ, ৬. রসুন বাটা, ১ চা চামচ, ৭. জিরা বাটা ১ চা চামচ, ৮. হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, ৯. মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ, ১০. এলাচ ২টি, ১১. দারুচিনি ২টি, ১২. কেওড়া জল আধা চামচ, ১৩. কাঁচা মরিচ ৩টি, ১৪. লবণ স্বাদমতো ও ১৫. তেল ৪-৫ টেবিল চামচ

পদ্ধতি : প্রথমে প্যানে তেল গরম করে গরম মসলা ও পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে নিন। এবার কড়াইতে সব মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে ফুলকপিগুলো কষিয়ে নিন। অল্প পানি মিশিয়ে ফুলকপি কষাতে থাকুন। আধা সেদ্ধ হয়ে এলে আলাদা করে বাটিতে তুলে রাখুন।

এরপর আগে থেকেই ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা চালগুলো ভেজে নিন। চাল আগে থেকে ধুয়ে অন্তত আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে পারলে ভালো। চাল আর মসলা একসঙ্গে মিশে গেলে এরপর পরিমাণমতো গরম পানি দিন। পানি ফুটলে আধা সেদ্ধ করা ফুলকপি মিশিয়ে দিন।

এরপর কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে দিন। বিরিয়ানি হয়ে এলে উপর থেকে বেরেস্তা ও কেওড়া জল দিয়ে ১০ মিনিট দমে রাখুন। এরপর গরম গরম পরিবেশন করুন দারুন স্বাদের ফুলকপির বিরিয়ানি। এিটি যেমন সুস্বাদু, ঠিক তেমনই স্বাস্থ্যকরও বটে।


জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# ওভেন বেকড ইলিশ

ইলিশ খেতে ভালোবাসেন না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইলিশ মাছ হিসেবে যেমন পুষ্টিকর তেমনি আমাদের দেশের অর্থনীতির সহায়ক শক্তিও। ইলিশের রয়েছে স্বাস্থ্য উপকারিতা। হৃদরোগ, বাত, চোখের সমস্যা, ফুসফুসের সমস্যা, অবসাদ ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ইলিশের। ইলিশের ৩০ রেসিপি নামে ইলিশের সুস্বাদু ও ব্যতিক্রম সব রেসিপি আজ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে জাগো নিউজের লাইফস্টাইল বিভাগে। আজ থাকছে ওভেন বেকড ইলিশ রেসিপি।

উপকরণ : ইলিশ মাছ ১টা, লাল মরিচগুঁড়া ১ টেবিল-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল-চামচ, টকদই ২ টেবিল-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল-চামচ, ভিনেগার ১ টেবিল-চামচ, সরিষার তেল ৩-৪ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ (চপ করা) ৩-৪টি, আদার রস ১ টেবিল-চামচ, তন্দুরি মসলা ১ চা-চামচ, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল।

প্রণালি : আস্ত মাছকে ছুরি দিয়ে চিরে দিন, যাতে মসলা ভেতরে যেতে পারে। এবার লবণ মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। বাটিতে সব মসলা মাখিয়ে নিন। মাখানো মসলা মাছের দুই পাশে ভালোভাবে লাগিয়ে ফয়েলের উপর রেখে ফয়েলটি মুড়িয়ে নিন। আভেন ফ্রি হিট করে ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৩০-৪০ মিনিট বেক করে নামিয়ে নিন। লেবু চাক চাক করে কেটে, মাছের চিড়ে নেওয়া জায়গাগুলোতে ঢুকিয়ে পরিবেশন করুন।

# ইলিশ মাছের কাচ্চি বিরিয়ানি

নানা উপলক্ষে কাচ্চি বিরিয়ানি তো খাওয়াই হয়, ইলিশ মাছের কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়া হয়েছে কখনও! ইলিশের কাচ্চি বিরিয়ানি- নামটার মধ্যেই কেমন একধরণের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে, কী, তাইতো? এবার রেসিপি দেখে তৈরি করে নিন এবং প্রিয়জনদের মধ্যে পরিবেশন করুন ব্যতিক্রম এই রেসিপিটি-

উপকরণ : বাসমতি চাল আধা কেজি, ইলিশ মাছ ১ কেজি, পানি ঝরানো টক দই ১ কাপ, দুধ (তরল) ১ কাপ, আদা বাটা ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, শাহি জিরা ১ চা চামচ, আস্ত এলাচ ৪টি, দারচিনি ২ সেমি ৩ টুকরা, তেজপাতা ২টি, লবঙ্গ ৩টি, লবণ স্বাদমতো, তেল/ঘি ১ কাপ, পানি ৬ কাপ, কাঁচা মরিচ ৪/৫টি, আলু বোখারা ৪টি, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম কুচি ২ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, মাওয়া আধা কাপ (গ্রেট করা), পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ।

প্রনালি: চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর পানি ঝরিয়ে নিন। মাঝারি সাইজের টুকরা করে মাছ ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। বড় হাঁড়িতে ঘি/তেল দিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে ১ টেবিল চামচমতো বেরেস্তা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে নিন। আধা কাপ তেলও উঠিয়ে নিন। ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা, টক দই, আদা বাটা, মরিচ গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, ভাজা তেল ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে মাছ ম্যারিনেড করুন ৩০ মিনিট। বড় হাঁড়িতে ৬ কাপ পানি দিয়ে শাহি জিরা ও সব আস্ত গরম মসলা এবং পরিমাণমতো লবণ দিন। ফুটে উঠলে চাল দিন। ঝরঝরে শক্ত ভাত রান্না করে মাড় ঝরিয়ে নিন। আধা কাপ মাড় রেখে দিন। ভাত ঠাণ্ডা করে নিন। সব বাদাম কুচি, কিশমিশ, মাওয়া, চিনি, পেঁয়াজ বেরেস্তা একসঙ্গে মেখে চার ভাগ করে নিন। বেরেস্তার পাতিলে প্রথমে মাছ, মসলাসহ বিছিয়ে এক ভাগ বেরেস্তার মিশ্রণ ছড়িয়ে দিন। এভাবে স্তরে স্তরে পোলাও ও বেরেস্তার মিশ্রণ সাজিয়ে দিন। সবার ওপরে বেরেস্তার মিশ্রণ থাকবে। ভাতের মাড়টুকু ওপর থেকে দিয়ে দিন। দুধের সঙ্গে পোস্ত বাটা মিশিয়ে ঢেলে দিন। সবশেষে তুলে রাখা ঘিটুকু ছড়িয়ে দিন। আটা গুলে পাতিলের ঢাকনা দিয়ে সিল করে দিন। চুলায় তাওয়া বসিয়ে মুখবন্ধ হাঁড়িটি এর ওপর বসান। চড়া আঁচে ১০ মিনিট রাখুন। আঁচ ঢিম করে আরো ৩০ মিনিট রাখুন। নামিয়ে ওপরে বেরেস্তা ও বাদাম কুচির মিশ্রণ ছড়িয়ে সালাদ সহযোগে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

## গরিবের ঘোড়ারোগ

২৪ পৃষ্ঠার পর

দেশ জাতিকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যার কারণে আমরা সবাই প্রচণ্ড গতিতে উল্টো স্রোতের কারণে প্রাগৈতিহাসিক জমানার দিকে চলে যাচ্ছি।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সাধারণ পাঠকদের জন্য আজকের নিবন্ধের শিরোনাম এবং আলোচিত বিষয়গুলোর সমন্বয় করে চলমান সময়ে আমরা কেন এবং কিভাবে ঘোড়ারোগের কবলে পড়েছি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিবন্ধের ইতি টানব। প্রথমত, আমাদের বর্তমানকালের যাবতীয় আর্থিক সঙ্কট, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় দায়দেনা, অভাব অভিযোগ, সঙ্কট এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আলামতের নেপথ্যে রয়েছে গরিবের ঘোড়ারোগের প্রবাদটির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। অপব্যয় বলতে যা বুঝায় কিংবা অপরিকল্পিত ব্যয় এবং ফুটানির নিকৃষ্ট পরাকাষ্ঠার কবলে পড়ে দেশের পুরো আর্থিক খাতে রীতিমতো হাহাকার শুরু হয়ে গেছে।

চলমান সমস্যাগুলোর সাথে যদি গরিবের ঘোড়ারোগের অন্তঃমিল খোঁজেন তবে অবশ্যই অপনাকে রূপক অর্থের সাহায্য নিতে হবে। এখানে গরিব বলতে হাকি মিয়ার মতো আর্থিকভাবে গরিব মানুষকে না বুঝে বরং চিন্তা চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, নীতিনৈতিকতা, সততা পরিশ্রম ধর্মবোধ মানবতা হৃদয়ের বিশালতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবকে দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচনা করেন তবে দেখতে পাবেন এবং বুঝতে পারবেন যে আমরা কত বড় দারিদ্র্যের মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আর এসব মূর্খের বিলাসিতার ঘোড়াগুলো খোঁজার জন্য যদি দিনে বা রাতে রাস্তায় বের হন, বাজারে যান, গণপরিবহনে চড়েন, চাকরির বাজারে ঢুঁ মারেন এবং কারো কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতেন তবে ঘোড়ারোগে আক্রান্তদের নির্মমতা আপনার প্রকৃতির যেকোনো হিংস্র প্রাণীর চেয়েও নির্মম বলে মনে হবে। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য ।দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

## মিথ্যা যখন একমাত্র ভরসা

২২ পৃষ্ঠার পর

আলমের ভাষ্যে আমাদের সংবাদমাধ্যম জোরালো কাভারেজ দিয়েছে। মিডিয়ার লোকেরা নিজেরা বিষয়টি খতিয়ে দেখেনি। এমনকি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সেই সময় শাহরিয়ার আলম ছিলেন কি না তারা সম্ভবত সেটিও একটু খোঁজ খবর নেয়নি। এ দেশের সংবাদমাধ্যমের এই দুর্বলতা সবসময় প্রত্যক্ষ করা যায়। পরে মন্ত্রণালয়ে তলব নিয়ে ইতো নাওকিকে প্রশ্ন করে সাংবাদিকরা তাজ্জব হয়ে যান। তিনি জানান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। এ ব্যাপারে তাকে ভিয়েনা কনভেনশন স্মরণ করিয়ে দেয়া বহু দূরের ব্যাপার। তারপর শাহরিয়ার আলমের আর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এ নিয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি। তবে নাওকি জানিয়েছেন, তার কাছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাজেট সহায়তা চাওয়া হয়েছে। তিনি এখন পর্যন্ত সাহায্য দেয়ার নিশ্চয়তা এই সরকারকে দিতে পারেননি। পরিকল্পনামন্ত্রী জানালেন, নাওকি তার বন্ধু।' সরকারের মেরুদণ্ড কতটা শক্ত পোক্ত এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা যে এখনো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অপেক্ষা করছি সেটি বুঝতে বাকি রইল না। এমনটি কখনো হয় না যে, দাতাকে গ্রহীতা ধমক দেবে। ভিখারিরা মালদারের আচরণ শুদ্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আর ভিখারি যদি হয় দুর্নীতিবাজ, তহবিল তছরূপকারী, মিথ্যুক তাহলে তো এর প্রশ্নই আসে না।

আইন ভঙ্গ বা নিয়ম না মানার জন্য কাউকে তারাই সতর্ক করার, বকা দেয়ার অধিকার রাখেন যারা আইন মানেন ও নিয়ম অনুযায়ী চলেন। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের দুটো জাতীয় নির্বাচন যে, বৈশ্বিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় দুটো কলঙ্ক তিলক এঁকে দিয়েছে এটি দেশ-বিদেশে সবাই জানে। শাহরিয়ার আলমসহ দুটো সংসদের সদস্যদের ৯০ শতাংশের বেশি এভাবে সংসদ সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। জনগণের ভোটের ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়নি। এটি যেমন দেশীয় আইন অনুযায়ী বৈধ নয়, একইভাবে গণতন্ত্রের মূল্যবোধেরও পরিপন্থী, এ নিয়ে কেউ অভিযোগ তুললে খোদ অভিযুক্তরা কোনোভাবে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার মুরোদ রাখেন না। ভোট ছাড়া যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা ভোটারের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। ভোটাররা এমন অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চান। মিথ্যা ছলচাতুরি করে নিজেদের এ অন্যায়কে সঙ্গত করা যায় না।

আওয়ামী লীগ এখন এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাদের সত্য বলার আর সামর্থ্য নেই। তারা এখন যা বলছেন, করছেন তার ঠিক উল্টোটা। সম্প্রতি বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে দলটির বলা কথাগুলো তার প্রমাণ। তারা বলছেন, বিএনপির সমাবেশে বাধা দেবেন না, সহায়তা করবেন। কার্যত তারা পুলিশ প্রশাসন, দলীয় নেতাকর্মী এমনকি অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থা দিয়ে এগুলোতে শতভাগ বাধা তৈরি করছেন, অসহযোগিতা করছেন। নেতাকর্মীদের রাস্তায় পুলিশ ও দলীয় ক্যাডাররা হয়রানি করছে, সন্ত্রাসী মহড়া দিচ্ছে ও মারছে। পরিবহন সংগঠনের নামে সব জায়গায় ধর্মঘট ডাকছে। ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দিচ্ছে। যখনই তাদের এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের সাফ জবাব- এগুলো তারা করছেন না। তাহলে এগুলো কি ভূতেরা করছে, এই মিথ্যাই তাদের এখন একমাত্র ভরসা। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

## পাঁচ মাসে ফেরেনি বিদেশে পাচার করা এক টাকাও, তবু আশা নিয়ে অপেক্ষা

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এ হিসাবে গড়ে প্রতি বছর পাচার হচ্ছে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৫ সালেই পাচার হয়েছে এক লাখ কোটি টাকার বেশি। এ সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ১৮ শতাংশই ছিল ভুয়া। গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই)-র এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। জিএফআইর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২টি প্রক্রিয়ায় এই অর্থ পাচার হয়েছে। এর মধ্যে আছে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির মূল্য বেশি দেখানো (ওভার ইনভয়েসিং) এবং রপ্তানিতে মূল্য কম দেখানো (আন্ডার ইনভয়েসিং)। জিএফআইর তথ্য মতে, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের চিত্র এটি। এর পরের তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে ২০১৫ সালের পরের চিত্র পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকার চাইলেই এই টাকা ফেরত আনতে পারবে না। এর জন্য আন্তর্জাতিক আইন আছে, দেশেও আইন আছে। সেই আইনে অর্থ পাচার গুরুতর অপরাধ। সেই আইন মেনেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে পাচারের অর্থ ফেরত আনতে হবে। বাংলাদেশেও এর উদাহরণ আছে। সিঙ্গাপুর থেকে আইন মেনেই পাচারের অর্থ ফেরত আনার নজির আছে। ক্যানাডায় কথিত বেগমপাড়া, মালয়েশিয়ায় কথিত 'সেকেন্ড হোম', সিঙ্গাপুরে কথিত তারকা হোটেল গড়ে তোলা, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের সম্পদ এখন বহুল আলোচিত বিষয়।

এভাবে পাচার করা টাকা ফেরত আনা সম্ভব কিনা জানতে চাইলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র সিনিয়র ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাজেটের সময়ও আমরা বলেছি, এটা ঠিক হয়নি। এখনও বলছি। নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তিনভাবেই এটা অগ্রহণযোগ্য। প্রথ মত, নৈতিকভাবে সরকার এই সুবিধা দিতে পারে না। দেশে তো আইন আছে। এই আইন ভেঙেই তো তারা এই টাকা পাচার করেছে। তাহলে তাকে শাস্তির আওতায় না এনে উল্টো সুবিধা দেওয়া হলে সমাজে কী বার্তা যাবে? দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিকভাবেও এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। এখন তো প্রমান পাওয়া যাচ্ছে এভাবে টাকা ফিরবে না।

সরকার কিছু টাকা উদ্ধারের জন্যই তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা যে সঠিক হয়নি তার প্রমান ৫ মাসে একটি টাকাও ফেরত না আসা। আর তৃতীয়ত, রাজনৈতিকভাবেও এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। কারণ, আপনি ঝুঁকি নিয়ে রাজনৈতিক সমালোচনা সহ্য করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনাদের সিদ্ধান্ত যে সঠিক নয় এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে কথা বলেছিল, সেটা তো এখন সত্যি হলো। ফলে সরকারের এই সিদ্ধান্ত নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তিনভাবেই অগ্রহণযোগ্য প্রমানিত হয়েছে।"

-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

## চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেলে যান চলাচল শুরু জানুয়ারিতে - প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব

১৩ পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে আইএমএফ দল এসে প্রতিটি সেক্টর পর্যালোচনা করে দেখেছে, যদি মার্কিংয়ের হিসাব করা হয় তাহলে বাংলাদেশ পেয়েছে এ প্লাস। এই যে এ প্লাস পেয়েছে এটা কিন্তু এক দিনে হয়নি। বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি এবং উন্নয়নমূলক কাজের ফলের হিসাবে সেটা হয়েছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছি। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার জন্য যেসব নীতি, কৌশল নেওয়ার কথা সেটা এরই মধ্যে প্রণীত হয়েছে। আইএমএফের দল সেটি দেখে ইমপ্রেস হয়েছে।

ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, 'এই যে স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যাওয়া, তার একটা নবদিগন্ত বা নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে কর্ণফুলী টানেল। আমি আজ টিউবের মাঝখান দিয়ে এসেছি। একটু আগে শাহ আমানত ব্রিজ পার হয়েছিলাম। সারা জীবন আমাদের কল্পনা ছিল নদী পার হতে হলে ওপর দিয়ে যেতে হবে, নৌকা দিয়ে যেতে হবে, না হলে একটা ব্রিজ দিয়ে যেতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মিত হচ্ছে। আমার বাড়ি পটিয়া, সেখান থেকে কর্ণফুলী টানেল দিয়ে এসেছি। এটা গর্ব করার মতো একটা বিষয়!'

ওই সময় সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেন, টানেলের প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী হারুনুর রশিদসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# Immigrant Elder Home Care LLC.

# হোম কেয়ার

## ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

## $২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

**নিম্মি নাহার,** ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

## ৯ মাসে বাংলাদেশে ৮৩০ নারীকে 'ধর্ষণ', 'ধর্ষণের' পর হত্যা ২৫৩

৫ পৃষ্ঠার পর

শিকার হয়েছেন ৪১১ জন। নির্যাতনের পর হত্যা করা হয় ২৫৩ নারীকে। এ ছাড়া পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন ৭৯ জন। এ ছাড়া ৯ মাসে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১৪৮ নারী।'

'নারী নিরাপত্তা জোট' ও আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট'-এর আয়োজনে 'নিঃশঙ্ক জীবন চাই : নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজের অঙ্গীকার চাই' শীর্ষক ওই সংবাদ সম্মেলন করে সংস্থা দুটি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়ড়নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা ১৮০ দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করে কোনো বিচার মিলছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রভাবশালীদের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে পুলিশের তদন্তও পাল্টে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।এমনকি মেডিকেল সার্টিফিকেট পাওয়াও যাচ্ছে না সঠিক সময়ে। ফলে বিচার পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু করে ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত সব লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার অবসানকল্পে বিশ্বব্যাপী ১৬ দিনের কর্মযজ্ঞ পালন করা হয়।

স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য 'নিঃশঙ্ক জীবন চাই : নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজের অঙ্গীকার চাই'। নারীপক্ষের সদস্য রওশন আরা বলেন, 'নির্যাতিত নারী বা শিশুর জন্য বিচার চাওয়াটাই যেন একটা অপরাধ। এ সমাজে নারী নির্যাতন প্রতিটি পরিবারের থেকে হয়ে আসছে। এ নির্যাতনের পরিমাণ ও পরিসংখ্যান কারও কাছেই নেই। থানা পুলিশের কাছে কিছু থাকলেও তাতে সঠিক চিত্র তুলে আনা হয় না।' মামলার তদন্তসংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, 'নির্যাতিত নারীর মামলা করতেই অনেক বেগ পোহাতে হয়। তার পরে তদন্ত নিয়ে চলে নানা টালবাহানা। দীর্ঘসূত্রতার জন্য অনেক সময় সাক্ষী তার সাক্ষ্য দেওয়া থেকে সরে যান।' ফরিদপুর জজকোর্টের আইনজীবী বশীর আহমেদ তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, নির্যাতনকারীদের অনেক বেশিসংখ্যক লোক রক্ষা পেয়ে যায় মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য।

তিনি বলেন, 'কেউ স্বামী বা পরিবারে পাশাপাশি যেকোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে তাকে মামলা দিতে হলে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে হবে। আদালত সার্টিফিকেট ছাড়া মামলা গ্রহণ করতে পারবেন না। এজন্য সঠিক সময় গ্রামের অনেক নারী ও শিশু নির্যাতনের বিচার পান না। তবে আদালত যদি মেডিকেলের কাছে ভিকটিমের সার্টিফিকেট চান তাহলে বিচারকাজ সহজ ও স্বল্পসময়ে সমাপ্ত হতো।' এমন পরিস্থিতিতে আজকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসে সমাজের সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাছে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। এসব দাবির মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা ১৮০ দিনের মধ্যেই নিষ্পত্তি করতে হবে, উচ্চ আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, বিচার চলাকালে নির্যাতনের শিকার নারী, শিশু ও পরিবারের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণসহ নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার প্রক্রিয়া যুগোপযোগী করার কথা বলা হয়।-সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

## মসজিদে নববীতে সন্তান প্রসব

৫ পৃষ্ঠার পর

মহাপরিচালক ডা. আহমেদ বিন আলী আল-জাহরানি বলেন, একজন নারী মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছিলেন। রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছান, তখন ওই নারীর পানি ভেঙ্গ যায় এবং শিশুটির মাথা বেরিয়ে আসে। ডা. আল-জাহরানি বলেন, আল-হারাম প্রাঙ্গণে অ্যাম্বুলেন্স সেন্টারের সঙ্গে সংযুক্ত রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবক দল ওই নারীকে নিরাপদে সন্তান প্রসব করতে সাহায্য করেছিল। তিনি জানান, সেখানে উপস্থিত একজন চিকিৎসক সহায়তা করেন। এরপর মা ও শিশুকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য 'বাব জিব্রিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে' স্থানান্তর করা হয়।


Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side))
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

# কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
# KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**ইনকাম ট্যাক্স**
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

**একাউন্টিং**
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

**NEW BUSINESS SETUP**
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

**ইমিগ্রেশন**
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
**CPA & Enrolled Agent**

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

# ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

## সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

## বাজওয়া পরিবারের ‘বিপুল সম্পদ’ নিয়ে হইচই পাকিস্তানে

১৪ পৃষ্ঠার পর

সেনাপ্রধানের জ্ঞাত সম্পদ ও ব্যবসার পরিমাণ ১ হাজার ২৭০ কোটি রুপি।

প্রতিবেদনে ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল নাগাদ জেনারেল বাজওয়া ও তার পরিবারের জমা দেওয়া কথিত সম্পদের তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ২০১৬ থেকে ৬ বছরে জেনারেল বাজওয়ার স্ত্রী আয়েশা আমজাদের (ঘোষিত ও জ্ঞাত) সম্পদের পরিমাণ শূন্য থেকে ২২০ কোটি রুপিতে গিয়ে ঠেকেছে। অথচ ২০১৬ সালে ঘোষণায় তিনি বলেছিলেন, তার মাত্র আটটি সম্পত্তি আছে। তবে সেগুলোর বর্ণনা করা হয়নি। এতে বলা হয়, এই সম্পদের মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে তার স্বামীকে দেওয়া আবাসিক প্লট, বাণিজ্যিক প্লট ও বাড়িগুলো হিসাবে ধরা হয়নি। পুত্রবধূ মাহনুর সাবিরের ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ২০১৮ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ছিল শূন্য। পরে ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর তা ১ হাজার ২৭১ মিলিয়ন (প্রায় ১২৭ কোটি) রুপিতে গিয়ে দাঁড়ায়। মাহনুরের বোন হামনা নাসিরের সম্পদ ২০১৬ সালে ছিল শূন্য, যা পরের বছর ‘কয়েক শ’ রুপিতে গিয়ে ঠেকে। সেনাপ্রধানের বেয়াই সাবির হামিদের ২০১৩ সালের কর রিটার্ন ছিল ১০ লাখ রুপিরও কম। ২০১৫ সালে তার ব্যবসার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ২০ লাখ রুপিতে। ২০২০ সালে এতে তার বিদেশে সম্পত্তির পরিমাণ ৩১ কোটি ২৩ লাখ ছাড়ায়।শুধু সাবির হামিদই নয়, তার ভাই নাসির হামিদও এখন প্রভাবশালী ও লাহোরের সম্পদশালী ব্যক্তি।

২০১৪ সালের ট্যাক্স রিটার্ন ২০১৬ সালে জমা দেওয়া হয়। পরে ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, নাসির, তার স্ত্রী ও কন্যার নামে ১২ মিলিয়ন রুপির মূলধন ও ১১ মিলিয়ন রুপির সম্পত্তি রয়েছে।

২০২১ সালের সম্পত্তির বিবরণীতে দেখা যায়, নাসিরের সম্পত্তির পরিমাণ ৩ বিলিয়ন রুপির।

এই বিষয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মহাপরিচালক (ডিজি) ইন্টার-সার্ভিস পাবলিক রিলেশন্সের (আইএসপিআর) মেজর জেনারেল বাবর ইফতিখারের সঙ্গে টানা তিনদিন ধরে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন ফ্যাক্টফোকাসের সাংবাদিক আহমদ নূরানি। তবে মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সাবির হামিদের থেকেও প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

ডনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাপ্রধান বাজওয়ার পরিবারের কর নথি ‘বেআইনি ও অন্যায্যভাবে’ ফাঁসের বিষয়টি সোমবার গুরুত্বের সঙ্গে নেন অর্থমন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এটি আইনে দেওয়া কর তথ্যের সম্পূর্ণ গোপনীয়তার স্পষ্ট লঙ্ঘন।’ মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, আজ অবধি অজানা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এই গুরুতর ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে কর আইনের লঙ্ঘন, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের (এফবিআর) তথ্য হাতিয়ে নেওয়া ও অর্পিত দায়িত্ব ভঙ্গের বিষয়টি তদন্তে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিতে প্রধানমন্ত্রীর রাজস্ববিষয়ক বিশেষ সহকারী তারিক মাহমুদ পাশাকে নির্দেশনা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। পাকিস্তানভিত্তিক ফ্যাক্টফোকাস ডিজিটাল মিডিয়া ডেটানির্ভর অনুসন্ধানী সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। এই সাইটটি আগেও পিটিআইপ্রধান ইমরান খান ও সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে নিয়ে তহবিল তছরুপের বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ২০২০ সালে এই ওয়েবসাইট অফশোর কোম্পানিতে চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর অথোরিটির সাবেক চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আসিম সালিম বাজওয়া ও তার পরিবারের কথিত সম্পদ ও ব্যবসা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গত বছর ওয়েবসাইটটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ও তার মেয়ে মরিয়াম নওয়াজকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।

## জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধানকে বলেছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ও দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

১৪ পৃষ্ঠার পর

গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে এবং দেশের মধ্যে সেনাবাহিনীর সুনামকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে’।

মার্কিন সংবাদপত্রটি আরও দাবি করেছে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ‘সামরিক অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, অনেক নিম্ন-পদস্থ কর্মকর্তা নিঃশব্দে ক্ষমতাচ্যুত নেতাকে সমর্থন করছেন যখন এর শীর্ষস্থানীয়রা তার অভিযোগের সাথে ধৈর্য হারিয়েছেন’। টাইমস উল্লেখ করেছে যে, পাকিস্তানের সেনাপ্রধানও ‘দেশের পররাষ্ট্র নীতির দিকনির্দেশকে প্রভাবিত করে’ এবং নতুন প্রধান পাকিস্তানের জন্য ‘অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে’ অবস্থানের উত্তরাধিকারী হন।

ওয়াশিংটন পোস্ট, প্রেসিডেন্ট আলভি কেন নতুন নিয়োগকে সমর্থন করেছেন তা ব্যাখ্যা করার সময় উল্লেখ করেছে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ খান বৃহস্পতিবার বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী মুনিরকে চার তারকা জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়েছেন এবং তিনি এই সপ্তাহে অবসরও নেবেন না। যদি জনাব আলভি অনুমোদন বিলম্বিত করতেন। বিবিসি পাকিস্তানের এই পরিবর্তনের বিষয়ে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করে যাতে বলা হয়েছে যে, নতুন সেনাপ্রধান একদিকে পরমাণু অস্ত্রধারী প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং আফগানিস্তানে নতুন তালেবান সরকারের সাথে ভবিষ্যতের সম্পর্কের নির্দেশ দেবেন।

প্রায় সব মিডিয়া আউটলেট উল্লেখ করেছে যে এই সপ্তাহে বিদায়ী প্রধান গত ৭০ বছরে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা স্বীকার করেছেন। ভয়েস অফ আমেরিকা উল্লেখ করেছে যে, নতুন সামরিক প্রধান ‘রাজনৈতিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের আরও গভীর হস্তক্ষেপ নিয়ে তীব্র বিতর্কের মধ্যে’ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার ‘নেতৃত্ব, বিশেষ করে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে তীব্র জনসমালোচনার মুখোমুখি করেছে’। সূত্র: ডন।

## ইউক্রেনের চার অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য রাশিয়ান পাসপোর্ট ইস্যু

১৫ পৃষ্ঠার পর

একটি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করেছিলেন, যদিও তার বাহিনী কখনো তাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। জাতিসঙ্ঘ ইউক্রেনের ভূমির ‘অবৈধ অধিগ্রহণের চেষ্টার’ নিন্দা করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ‘সীমান্তে রাশিয়ার ঘোষিত কোনো পরিবর্তনকে স্বীকৃতি না দেয়ার’ আহ্বান জানিয়েছে। রাশিয়া তখন থেকে ইউক্রেনে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা হারিয়েছে। নভেম্বরে মস্কো খেরসন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। একই নামে অঞ্চলের প্রধান শহর ও আঞ্চলিক রাজধানী খেরসন রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণে প্রথমে দখল করেছিল। ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রেমলিন ইউক্রেনীয়দের জন্য রাশিয়ান জাতীয়তা পাওয়া সহজ করে দিয়েছে এবং ইউক্রেনীয় পাসপোর্টধারীদের রাশিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজের অনুমতি ছাড়াই বসবাস ও কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। সূত্র : বাসস


**Sheikh Salim**
*Attorney At Law*

**Accidents- Personal Injury**

Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

**IMMIGRATION-** Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

**Real Estate & Business Law-**
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

**Law Office of Mahfuzur Rahman**

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

**Appointment : 347-856-1736**
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

**জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক**

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS

**J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.**

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

# GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

## জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

### Choudhury S. Hasan, M.D.

**Board Certified**

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

**All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia**

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

**Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667**

## ইউক্রেন যুদ্ধের চেয়ে ইউরোপে বেশি মানুষ মরবে জ্বালানির দামবৃদ্ধিতে -দ্য ইকনোমিস্টের প্রতিবেদন

১৪ পৃষ্ঠার পর

সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার গ্রীষ্মের তুলনায় শীতকালে ২৬ শতাংশ বেশি। তাছাড়া শীতে দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা ৭৬ শতাংশ বেড়ে যায়। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে এ মৃত্যুহার বেশি।

ইউরোপজুড়ে কমপক্ষে ২৮ শতাংশ ৮০ বছর বয়সী মানুষ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মোট মৃত্যুর ৪৯ শতাংশের জন্য দায়ী। আর এসব মৃত্যু গ্রীষ্মকালের থেকে শীতকালে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, শীতল দেশগুলোর তুলনায় উষ্ণ দেশগুলিতে মৌসুমী মৃত্যুর হার অনেক বেশি। পর্তুগালে গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে প্রতি সপ্তাহে ৩৬ শতাংশ বেশি মানুষ মারা যান। অথচ ফিনল্যান্ডে গ্রীষ্মের তুলনায় পুরোপুরি শীত চলাকালীন মাত্র ১৩ শতাংশ বেশি মানুষ মারা যান।

শীতল দেশগুলোর কার্যকরী ও অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া, অধিকাংশ শীতপ্রধান দেশের জনগণ তুলনামূলক সম্পদশালী ও তাদের তরুণ জনসংখ্যা অনেক বেশি।

এরপরও পরিসংখ্যান বলে, ঠান্ডায় ওইসব ধনী দেশের মানুষ মারা যান। এমনকি শীতকালে, একটি নির্দিষ্ট শীতপ্রধান দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কমলে ১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি মানুষ মারা যান।

ধারণা করা হচ্ছে ২০২২-২৩ সালে ইউরোপে শীতকালের তাপমাত্রা সাম্প্রতিক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কিংবা সবচেয়ে কম হতে পারে। এখন যেহেতু করোনাভাইরাস সংক্রান্ত বিধি নিষেধ শিথিল করা হয়েছে, তাই শীতকালে ইউরোপের দেশগুলোতে ফ্লু বা বায়ুবাহিত ভাইরাসের কারণে মৃত্যুর হার ২০০০-২০১৯ সালের মতোই হতে পারে।

## 'হালাল পণ্য কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপীও জনপ্রিয়'

৫ পৃষ্ঠার পর

পণ্য ও সেবাকে বুঝায় যা ইসলামিক নির্দেশনা যথাযথ মানা হয়। শাহিন বলেন, এসব শর্ত কেবল পরিপূর্ণ ধর্মীয় বলার সুযোগ নেই। বরং এটি বিশ্ববাজারের বিশাল এলাকা দখল করে আছে। ওয়ার্ল্ড হালাল সামিট কাউন্সিলের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের বাজার ইসলামী অর্থনীতি, খাবার, টুরিজম, প্রসাধনী, মেডিক্যাল সরঞ্জাম ও টেক্সটাইলসহ সর্বমোট সাত বিলিয়ন ডলার।

বর্তমান এক্সপো ও সামিটের বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ উপস্থিতি হয়েছে। হালাল পণ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানোয় তিনি ধন্যবাদ জানান।

ধর্মীয় কারণে মুসলিমরা হালাল পণ্যের ব্যাপারে বেশ সতর্ক। তিনি বলেন, মানুষ হালাল পণ্য পেতে চায়। এজন্য তাদের হালাল পণ্যের বাজারে অনুমতি দরকার। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে তুরস্কে ২০১০ সালে ১৩টি দেশকে নিয়ে এসএমআইসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিকে তিনি মহৎ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। এটি ইসলামিক নিয়মনীতি পরিপূর্ণভাবে মেনে একটি কাঠামো গঠনের উদ্দেশে গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এসএমআইসিসি এখনো পর্যন্ত ৫০টি স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করেছে। যেগুলো তুরস্ক দেখভাল করে আসছে। সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর

## করোনার মতো আরেক ভাইরাসের সন্ধান চীনে, ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

৫ পৃষ্ঠার পর

পেপারে প্রকাশ করেছেন তারা। তবে এই গবেষণাটি এখনও জীববিজ্ঞানবিষয়ক ওপেন অ্যাকসেস ওয়েবসাইট বায়ো-আর্কাইভের সার্ভারে পিয়ার-রিভিউ করা বাকি রয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আমরা পাঁচটি ভাইরাসের প্রজাতি শনাক্ত করেছি, যেগুলো মানুষ অথবা গবাদি পশুর জন্য সংক্রামক হতে পারে। আর এসবের মাঝে সার্স করোনাভাইরাসের মতো একটি নতুন ভাইরাসও রয়েছে। যার সাথে সার্স-কোভ-২ এবং ৫০ সার্স-কোভ ভাইরাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এই দুটি ভাইরাসের জেনেটিক উপাদানও নতুন ভাইরাসটিতে পাওয়া গেছে। তারা বলেছেন, গবেষণায় বাদুড়ের শরীরে পাওয়া ভাইরাসের আন্তঃপ্রজাতি সংক্রমণ এবং সহ-সংক্রমণের সাধারণ ঘটনার পাশাপাশি ভাইরাসের উত্থান ও এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার জন্য ইউনান প্রদেশের ছয়টি কাউন্টি বা শহরের ১৫টি প্রজাতির প্রতিনিধিত্বকারী ১৪৯টি ভিন্ন ভিন্ন বাদুড়ের মলদ্বারের নমুনা সংগ্রহ করেন গবেষকরা। প্রত্যেকটি বাদুড়ের জীবন্ত কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড বা আরএনএ পৃথক করা হয়। একই সঙ্গে তারা এর জিনোম সিকোয়েন্সিংও করেছেন।

তবে এই গবেষণার সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, গবেষকরা একই সময়ে একটি বাদুড়ের শরীরে একাধিক ভাইরাসের উচ্চমাত্রার সংক্রমণের ঘটনাও শনাক্ত করেছেন। ব্রিটেনের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক জোনাথন বলের মতে, এর ফলে বিদ্যমান ভাইরাসগুলো তাদের জেনেটিক কোড অদলবদল এবং নতুন নতুন জীবাণু তৈরি করতে পারে।

অধ্যাপক বল বলেছেন, বিটিএসওয়াই২ ভাইরাসের একটি 'রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইনও' রয়েছে; যা সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের মতোই। আর এই ভাইরাস যে মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে, ডোমেইনটি সেই ইঙ্গিতও দেয়। রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেন স্পাইক প্রোটিনের একটি মূল অংশ যা মানবদেহে ভাইরাসের জীবাণুর প্রবেশ ঠেকাতে ব্যবহৃত হয়। গবেষকরা বলেছেন, কোষে প্রবেশের জন্য মানুষের এসিই২ রিসেপ্টর ব্যবহারে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে বিটিএসওয়াই২ ভাইরাস। এসিই২ মানবদেহের কোষের একটি রিসেপ্টর; যা সার্স-কোভ-২ ভাইরাসকে শরীরে প্রবেশ এবং সংক্রমণ ঘটানোর অনুমতি দেয়।

চীনের দক্ষিণপশ্চিমের ইউনান প্রদেশ বিভিন্ন ধরনের বাদুড়ের প্রজাতি ও বাদুড়বাহিত ভাইরাসের 'হটস্পট' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে এই প্রদেশে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের নিকটাত্মীয় যেমনড় বাদুড়বাহিত আরএটিজি১৩১৩ এবং আরপিওয়াইএন০৬১৪-সহ কয়েকটি সংক্রামক ভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। তবে গবেষক দলটি কোভিড-১৯ ভাইরাসের উৎস সম্পর্কে কোনও ধরনের মন্তব্য করেনি। সূত্র: ডেইলি মেইল।

## তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

একই সময়ে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৭৩.৮ কোটি ডলারের ডেনিম পণ্য। এর মাধ্যমে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে চলতি বছরে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ৪২ শতাংশ। বাংলাদেশের পরই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেক্সিকো। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ৫৬.১ কোটি ডলার। আগের বছর একই সময়ে তা ছিল ৪৭ কোটি ডলার। এতে এ বছর দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। দেশটি এ সময়ে ডেনিম রপ্তানি করেছে ৩৭.৬ কোটি ডলার। আগের বছরের একই সময়ে তা ছিল ২৭.৫ কোটি ডলার। এতে এ বছর দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৬.৬৩ শতাংশ। অটেক্সার প্রতিবেদন মতে, ৩৪ কোটি ৮৬ লাখ ৪০ হাজার ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম। দেশটি বাজারটিতে ২০২১ সালের একই সময়ে পণ্য রপ্তানি করেছে ২৭ কোটি ৮৬ লাখ ৪০ হাজার ডলারের। এই সময়ে চীনের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। গত ৯ মাসে দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ২৯১ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার ডলারের। যা এর আগের বছর ছিল ২৭ কোটি ৪৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার।

এ ছাড়া মিশরের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি হয়েছে ১৭ কোটি ৮৪ লাখ ১০ হাজার ডলারের। এর আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১১ কোটি ১৩ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬০ শতাংশ। কম্বোডিয়া থেকে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৬ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার ডলারের। এর আগের বছর ছিল ১১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৭ শতাংশ। নিকারাগুয়া থেকে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ৪৬ লাখ ৪০ হাজার ডলারের। এর আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৯ কোটি ১৫ লাখ ৬০ হাজার ডলারের। যা শতাংশের হিসেবে বেড়েছে ২৫ শতাংশ। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৫ কোটি ৭০ লাখ ৯০ হাজার ডলারের। যা এর আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৩ কোটি ১১ লাখ ১০ হাজার ডলার। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। অন্যান্য শীর্ষ দেশ যেমন লিসোথো, কলম্বো, ইন্দোনেশিয়া এবং গুয়েতেমালা পোশাক রপ্তানি একই সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ-এর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, আমরা ডেনিমে বিশ্বে এক নম্বরে অবস্থান করছি। আর তৈরি পোশাকে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়।

সারা বিশ্বের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও ডেনিম রপ্তানিতে আমরা ভালো করছি। তিনি বলেন, ডেনিমে যে ফেব্রিক দরকার পড়ে তেমন কয়েকটি ফেব্রিক মিল আমাদের এখানে হয়েছে। পাশাপাশি ডেনিমে যে ওয়াশিং দরকার হয় তার জন্যও আমাদের বেশকিছু লন্ড্রি ও উন্নতমানের ওয়াশিং ফ্যাক্টরি রয়েছে। এসব কিছু মিলে আমরা ডেনিমে অনেক ভালো করছি এবং আগামীতে আরও ভালো করবো। ডেনিমে আমরা অনেক বিনিয়োগ করেছি। উন্নত প্রযুক্তির বিষয়ে ফারুক হাসান বলেন, আমরা আরও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে পুরো উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হালনাগাদ করেছি। নিট খাতে আমরা ভালো করেছি। নিটের ৮০ শতাংশের বেশি ফেব্রিক আমরা নিজেরাই করে থাকি। যেহেতু প্রায় সবকিছুই আমাদের নিজস্ব, তাই আশা করি ডেনিমে আমরা শীর্ষ অবস্থানটা ধরে রাখতে পারবো।

# CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

## Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

*Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting*
*(Business & Not for Profit)*

**JACKSON HEIGHT OFFICE:**
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

**BRONX OFFICE:**
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

# CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116



MLS

# York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372



# DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

## বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছে না বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক

১২ পৃষ্ঠার পর

রাজশাহী হাই-টেক পার্কে বরাদ্দযোগ্য জমি বা স্পেসের পরিমাণ ৮৩ হাজার ১১০ বর্গফুট। এ পর্যন্ত জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫৮ হাজার ৪১৬ বর্গফুট। এখনো খালি পড়ে রয়েছে ২৪ হাজার ৬৯৪ বর্গফুট। বিএইচটিপিএর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক রাজশাহীতে বিনিয়োগ করেছে মোটে আটটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে বিজনেস অটোমেশন ৭ হাজার ৫০০ বর্গফুট, উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ১ হাজার ৯৮৭, শপ আপ ২ হাজার ৩৬৩, রিয়েল আইটি ২ হাজার ৪৫৫, এমডি ইনফোটেক ১৪ হাজার ৩৮৭, ফ্লিট বাংলাদেশ ১৪ হাজার ৩৮৭, ডাটামাইন্ড লিমিটেড ২ হাজার ৭২৫ ও চালডাল লিমিটেড ১২ হাজার ৬১২ বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ নিয়েছে।

ফ্লিট বাংলাদেশের সিইও মো. খায়রুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, আমরা যারা দুই বছর আগে কার্যক্রম শুরু করেছি, তারা নিজ নিজ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, যেসব জায়গা এখনো খালি পড়ে আছে সেগুলো দ্রুতই পূরণ হয়ে যাবে।

বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বরাদ্দ পাওয়া জমি অব্যবহৃত ফেলে রাখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈরেও। গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ৩৫৫ একর জমির ওপর গড়ে তোলা দেশের প্রথম ও বৃহত্তম হাই-টেক পার্কটিতে ৮০-৮২টি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে ছোট পরিসরে বিনিয়োগকারীদের একাংশ কার্যক্রম শুরু করলেও বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা তাদের বরাদ্দ পাওয়া জমি অব্যবহৃত ফেলে রাখছেন। হাই-টেক পার্কটিতে এখন বৃহৎ পরিসরে সাতটি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান আইওটি ডিভাইস, দুটি প্রতিষ্ঠান অপটিক্যাল ফাইবার ও দুটি প্রতিষ্ঠান সেলফোন তৈরি করছে। চীনভিত্তিক ওরিক্স বায়োটেক লিমিটেড পার্কটিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রথম ৩০ কোটি ডলার বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে জায়গা বরাদ্দ নেয়। বড় বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখনো এখানে কার্যক্রম শুরু করেনি ওরিক্স বায়োটেক।

যেসব প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালাতে পারছে না তাদের বরাদ্দ বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানালেন বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি রাজশাহীর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মাহফুজুল কবির। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, কাগজপত্রের জটিলতার কারণে অনেকেই এখনো কার্যক্রম শুরু করতে পারছেন না। হাই-টেক সিটির পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। আবার যাদের কার্যক্রম চালানোর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না, তাদের বাদ দেয়া হচ্ছে।

সিলেটের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কে এ পর্যন্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে ৭১ দশমিক ৯৮২ একর ও ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে ১৮ হাজার ৭৬০ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, বিশ্বমানের বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে দেশী-বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পার্কে আকৃষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে হাই-টেক পার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আইসিটি পেশাজীবীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা। কিন্তু এখনো সে সুযোগ তৈরি হয়নি। পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরুর পর সে সুযোগ তৈরি হবে।

জায়গা বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, জায়গা বরাদ্দ পাওয়া কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই অবকাঠামো নির্মাণের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেনি। অনেকের অবকাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সুতরাং এখনই জায়গা বরাদ্দ নেয়া কোম্পানিগুলো উৎপাদনে যেতে পারছে না। আবার যারা স্পেস বরাদ্দ নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই হাই-টেক পার্ক থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছেন।

সিলেটের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কে ছোটবড় মিলিয়ে মোট ১২টি প্রতিষ্ঠানকে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পার্ক কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, পার্কটিতে সবচেয়ে বেশি ৩২ একর জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিকস। এছাড়া আরএফএল ইলেকট্রনিকস জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে ২০ একর এবং আরটিএম আল কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি পেয়েছে আট একর। ব্যাবিলন রিসোর্সেস, হেলথ ল্যান্ডমার্ক হোল্ডিং, টুগেদার আইটি, ইএলবি, অটোমেশন সার্ভিস লিমিটেড, ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং প্রডাক্টস, অগ্রণী ব্যাংকসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্বল্প পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে।

সিলেট হাই-টেক পার্কে এক একর জায়গার ওপর অবকাঠামো তৈরি শুরু করছে আইটি কোম্পানি টুগেদার আইটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমতিয়াজুল হক ভূঁইয়া বণিক বার্তাকে বলেন, হাই-টেক পার্কে আমাদের অবকাঠামো তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন শেড লাগানোর কাজ চলছে। এখনো আমরা উৎপাদনে যেতে পারিনি। অবকাঠামো নির্মাণ শেষে শিগগিরই উৎপাদনে যেতে পারব বলে আশা করছি।

জমির বাইরেও হাই-টেক পার্কের প্রশাসনকি ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে স্পেস বরাদ্দ পেয়েছে ছয় প্রতিষ্ঠান। তিনটি আইটি কোম্পানির পাশাপাশি অগ্রণী ব্যাংক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগকেও স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সিলেটের হাই-টেক পার্কে দুই হাজার বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে ইন টাচ আইটি। প্রতিষ্ঠানটি এখন সিলেটের হাই-টেক পার্ক থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী চৌধুরী মহসিন সিদ্দিক বণিক বার্তাকে বলেন, আমরা আইসিটি ডিভিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের অসুবিধাগুলো জানিয়েছিলাম। পরে এটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। কারণ আমাদের যেসব চাহিদা ছিল সে অনুযায়ী তারা আমাদের সুবিধা দিতে পারেনি। এ কারণে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি। হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে যে ভাড়া চেয়েছিল, তাতে আমাদের পোষাচ্ছিল না। এজন্য বাদ দিয়েছি।

সিলেট হাই-টেক পার্কে দেড় হাজার বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ পাওয়া একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এম রাহবার জুমার আবেশ বণিক বার্তাকে বলেন, ওখানে জায়গা বরাদ্দ নিয়েছিলাম। কভিডের কারণে পরে পরিকল্পনা বদলাতে হয়। এজন্য আর এগোইনি। কারণ আমার সবকিছুই ঢাকাকেন্দ্রিক। সিলেটে আমার অফিসের কিছু কর্মী ছিলেন, যারা কাজগুলো করতেন।

হাই-টেক পার্কগুলোয় প্রত্যাশামাফিক উৎপাদন শুরু না হওয়ার পেছনে প্রধানত কভিডের প্রাদুর্ভাব ও চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকে দায়ী করছেন বিকর্ণ কুমার ঘোষ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, আগ্রহের অভাব রয়েছে বিষয়টি তা নয়। কভিড শুরুর পর আমরা সবাই ঘরের ভেতর ঢুকে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। তেমন পরিস্থিতিতে কাউকে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বাধ্য করা যায় না। কভিড পরিস্থিতির কারণে আমাদের যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল সেখান থেকে আমরা দু-তিন বছর পিছিয়ে গিয়েছি। যেসব বিদেশী কোম্পানি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা এ কারণেই তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি।

তিনি আরো বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক মন্দা সব দেশেই দেখা দিয়েছে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও সে প্রভাব কাজ করছে। অন্য সময় হলে যেখানে বিনিয়োগ হতো ১০০ টাকা, বর্তমানে সেখানে হচ্ছে ৫০ টাকা। এখন আমরা আরো ভালো দিনের অপেক্ষায় আছি। এ পরিস্থিতি পার করে আমরা যেটুকু পিছিয়ে গিয়েছি সেটুকু কাটিয়ে উঠতে পারব বলে আশা রাখি।

## চলতি অর্থবছরে ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নিতে চায় সরকার

১৩ পৃষ্ঠার পর

ছাড় হয়েছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার। এ হিসেবে গত অর্থবছরে অর্থছাড় বেড়েছে ২৬ শতাংশ। ছাড় হওয়া অর্থের মধ্যে প্রায় ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার ছিল বাজেট সহায়তা এবং টিকা কেনার ঋণ। বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে। কোভিড অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ১ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা পেয়েছিল দেশ।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে পাইপলাইনে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৪৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। এর আগে সেই অর্থবছরের শুরুতে পাইপলাইনে ছিল ৫০ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক মহাপরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কামাল মুজেরি বলেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণে যেসব প্রকল্প এখন বাস্তবায়ন হচ্ছে এর মধ্যে অনেক প্রকল্পই বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া কোভিড পরবর্তী সময়ে এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের গতি বেড়েছে। এ কারণে বৈদেশিক ঋণে ছাড়ও বাড়ছে। এছাড়া সরকার বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নে বিদেশ থেকে বাজেট সহায়তা নিচ্ছে। এ কারণে বৈদেশিক সহায়তা ছাড় বেড়েছে। নমনীয় সুদে বাজেট সহায়তা ঋণ নেওয়ার কারণে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়ার চাপ কিছুটা হলেও কম ছিল।

তিনি বলেন, বৈদেশিক ঋণের অনেক মেগা প্রকল্পের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। ফলে এখন থেকে সরকারকে সতর্ক হতে হবে। আগামীতে বৈদেশিক ঋণের চাপ কমাতে রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ইআরডির কর্মকর্তারা জানান, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো সূচকই বাংলাদেশের অনুকূলে নেই। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া, ডলার মূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এর সবকিছুই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। এতে করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়নে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থ ছাড় বিশেষ করে বাজেট সহায়তা রিজার্ভকে অনেক সহায়তা দিয়েছে।

এদিকে গত পাঁচ বছরেই সরকার ৩৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লাখ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নিয়েছে। গড়ে নিয়েছে ৭ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। যেখানে স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারের মোট ঋণ ১১১ বিলিয়ন ডলার বা ১১ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ৫ বছরেই মোট বৈদেশিক ঋণের বড় একটি অংশ নিয়েছে সরকার। এছাড়া গত পাঁচ বছরে ৫২ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার বা ৫ লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকার নতুন ঋণ চুক্তি করেছে।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে ১৬৯ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। এর বিপরীতে অর্থ ছাড় হয়েছে ১১১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। এখনো পাইপলাইনে পড়ে আছে ৪৮ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার। অবশ্য এখন পর্যন্ত স্বল্প সুদের ঋণ বেশি পাচ্ছে বাংলাদেশ। মোট ঋণের ৭৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ হলো ফিক্সড রেটের বা স্বল্প সুদের ঋণ। এ ছাড়া ফ্লটিং রেট বা কিছুটা অনমনীয় ঋণ ২৩ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। এগুলোর গড় সুদের হার ১ দশমিক ৫ শতাংশ। গড়ে ২৮ বছরে এসব ঋণ পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশের গ্রহণ করা ঋণের গড় রেয়াতকাল সাড়ে সাত বছর। গড়ে এসব ঋণ পরিশোধের সময়কাল ২৩ বছর ২ মাস।

মোট বৈদেশিক ঋণের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ঋণ ৪০ শতাংশ আর বহুপক্ষীয় ঋণ ৬০ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ঋণ পাওয়া গেছে বিশ্বব্যাংক থেকে, ৩২ শতাংশ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ২৪ শতাংশ ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ঋণ দিয়েছে জাপান। বাংলাদেশের মোট ঋণের ১৮ শতাংশ এসেছে এ দেশটি থেকে। মোট ঋণের ৮ শতাংশ চীন, ৫ শতাংশ রাশিয়ার ও ২ শতাংশ ভারতের। এ ছাড়া আইডিবি ও এআইআইবির ১ শতাংশ এবং অন্যান্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে ৫ শতাংশ ঋণ।

ইআরডি আরও জানায়, মোট নেওয়া ঋণের মধ্যে এসডিআরে নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি ৪১ শতাংশ ঋণ। এরপরই রয়েছে ডলারে ৩২ শতাংশ, জাপানি ইয়েনে ১৮ শতাংশ, ইউরোয় ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য মুদ্রায় ৬ শতাংশ। বকেয়া বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৬৬৬ কোটি ডলার।

বৈদেশিক ঋণের বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, এখন যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ আছে তাতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে গত কয়েক বছরে আমাদের বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে। আমরা বেশি ঋণ নিচ্ছি এটি যাতে আমাদের ভালোভাবে কাজে লাগে। এগুলো থেকে আমাদের যে আয় হওয়ার কথা সে আয় যাতে ঠিকমতো হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ নিতে তো আমাদের সমস্যা নেই তবে সেটার সঠিক ব্যবহার হতে হবে। যেহেতু আমাদের বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে সুতরাং ঋণের মাধ্যমে আমরা যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি এগুলো যাতে সময়মতো হয়, সুশাসনের সঙ্গে হয়, সাশ্রয়ীভাবে হয় সেটা নিশ্চিত করতে পারলে এই ঋণ সমস্যা না। বরং এই ঋণ দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে।-সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

## চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পুনরায় ভাবতে হবে

১২ পৃষ্ঠার পর

খাবার ও বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, এজন্য খাবার ও পোশাক কি দ্বৈত ব্যবহারের পণ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ করা উচিত? বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত প্রযুক্তি প্রায়ই সামরিক ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় এবং সামরিক বাহিনী সবসময়ই আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান গ্রাহক ছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এখনকার যুদ্ধগুলোয় ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জাতীয় নিরাপত্তা যদি সত্যিই উদ্বেগের বিষয় হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে শুধু উন্নত প্রযুক্তিপণ্যের বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা না দিয়ে বরং বৈরী সম্পর্কের দেশের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করা। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে 'ফ্রেন্ড-শোরিং' অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের নীতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস শেখায়, আমাদের আজকের বন্ধু ভবিষ্যতেও বন্ধু থাকবে এমন নিশ্চয়তা যে একদমই নেই।

সত্যিকার অর্থে, চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলো যতটা না জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক আধিপত্যকে ঘিরে। চীন তিন দশক ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এ অবস্থা যদি ('যদি' শব্দটি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) অব্যাহত থাকে তবে তা চীনকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। যদিও এখনই এমনটা অনুমান করা যাবে না। আর এ রকমটা ঘটলেও বৈশ্বিক কল্যাণের হিসাবের খাতা শূন্যই থাকবে, কেননা চীনের উত্থান তো যুক্তরাষ্ট্রের পতনকেই বোঝায়।

এছাড়া বাইডেন প্রশাসনের নতুন এ পদক্ষেপ কতটা কার্যকর হবে তা এখন দেখার বিষয়। মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে পরামর্শ না করেই যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে চীনের ওপর এ নিষেধাজ্ঞাগুলো আরোপ করেছে। বিশেষ করে রফতানি নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে বেশকিছু মিত্র দেশের সহমত থাকা নিয়ে এরই মধ্যে সন্দেহ জেগেছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র দেশ জার্মানি গত অক্টোবরে চীনা শিপিং কোম্পানি কসকোর কাছে হামবুর্গ বন্দরের ২৫ শতাংশ অংশীদারত্ব অধিগ্রহণসংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করেছে। এরপর চলতি মাসের শুরুতে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজ ও উচ্চপর্যায়ের জার্মান ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল চীন সফর করে এসেছে।

একইভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যখন চীনের জেডটিই ও হুয়াওয়ে কোম্পানিকে লক্ষ্য করে রফতানি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তখন নিজ দেশের কোম্পানিগুলোর ওপর এর বিরূপ প্রভাব কমাতে হিমশিম খেতে হয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষকে। এছাড়া বিশ্ববাজারের সাপ্লাই চেইন থেকে চীনের ওই কোম্পানিগুলোকে নির্মূল সম্ভব হয়নি। এর কারণ বৈশ্বিক বাজার যুক্তরাষ্ট্রের হাতের মুঠোয় বন্দি নয়, বরং বৈশ্বিক বাজার সবসময়ই এক ধাপ এগিয়ে থাকে।

সবচেয়ে বড় কথা, রফতানি নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর প্রমাণিত হলেও তা শেষ পর্যন্ত চীনের অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তির উন্নয়ন কিংবা বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে না। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলো হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আধিপত্যকে আরো কয়েক বছরের জন্য সুসংহত করবে। যেহেতু তিন দশক ধরে উভয় দেশ যেকোনো মূল্যে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

তবে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে বিঘ্ন ঘটলে গ্রাহকের পণ্য ক্রয়ে খরচ বাড়বে এবং সেই সঙ্গে বৈশ্বিক প্রযুক্তির অগ্রগতি ব্যাহত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহযোগিতাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া দীর্ঘকাল ধরে হারাতে বসা উৎপাদন শিল্প-কারখানার প্রত্যাবর্তনও দেখতে পাবেন না যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা। তখন সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হবেন পরামর্শদাতা ও আইনজীবীরা, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোম্পানিগুলো কীভাবে জটিল আইনের মারপ্যাঁচ ও নতুন লাইসেন্স প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে সে বিষয়ে সহায়তা করবেন।

চীনের উন্মুক্ত বাজার নীতির ফলে তিন দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো কতটা লাভবান হয়েছিল, তা হয়তো মার্কিন প্রশাসন ভুলে গিয়েছে। যদিও প্রক্রিয়াটি একেবারে নিখুঁত ছিল না; বিদেশী কোম্পানিগুলো চীনের বাজারে যতটা প্রভাব বিস্তার করার আশা করেছিল তা অর্জন করতে পারেনি। সে সময় চীন থেকে সরাসরি পণ্য আমদানি প্রতিযোগিতার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম খাত ও এসব দেশগুলোকে অধিক মূল্য চুকাতে হয়েছে। এর আগে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় চীনের জোরালো উপস্থিতির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর ক্ষতি কমাতে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কখনই যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। তাই বলে চীনের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে দেশটির অর্থনীতির গলা টিপে ধরা, এ সমস্যার সঠিক সমাধান নয়।

অনেকেই আশা করছেন, সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত জি ২০ শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সমঝোতা বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা ফলপ্রসূ হবে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শাসনের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বিস্তর ফাঁরাক থাকলেও অতীতে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশ দুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে এবং সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি নতুন এ অর্থনৈতিক যুদ্ধ হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে চড়া মূল্যের এক বিজয় এনে দেবে। তবে সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হলো, এটি নতুন একটি শীতল যুদ্ধের সূচনা ঘটাতে পারে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সামরিক যুদ্ধের আরো এক ধাপ কাছে নিয়ে যেতে পারে। সে রকম কিছু ঘটলে আর যা হোক, তা কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয়।

পিনেলোপি কুজিয়ানো গোল্ডবার্গ: ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক; বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও আমেরিকান ইকোনমিক রিভিউর সাবেক প্রধান সম্পাদক

## রিপাবলিকানরা ইউক্রেনে মার্কিন সহায়তার লাগাম টেনে ধরবে কি

৭ পৃষ্ঠার পর

রিপাবলিকানদের প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ন্ত্রণের ফলে বাইডেন প্রশাসনের যেকোনো অভ্যন্তরীণ ও আইনসভাসম্পর্কিত অ্যাজেন্ডা আটকে দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায়, যখন অভ্যন্তরীণ নীতিতে বিজয়ের সম্ভাবনা কম থাকে, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা ঐতিহাসিকভাবে পররাষ্ট্রনীতির কৃতিত্বের দিকে ঝুঁকেছেন।

আমরা বাইডেনের কাছ থেকে পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে আরও সক্রিয়তা দেখতে পারি। কারণ, তিনি তাঁর অর্জনের স্মারক রেখে যাওয়ার বিষয়ে নজর দিয়েছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না, সে ঘোষণা এখনো দেননি বাইডেন। কিন্তু যে সিদ্ধান্তই তিনি নেন না কেন, সেখানে বড় ঝুঁকি রয়েছে। এমন একটি সময়, যখন মহামারির পরপরই বড় একটি যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও খাদ্য সরবরাহকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে।

একটি বিভক্ত কংগ্রেস রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে প্রতিযোগিতার একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারে যে পররাষ্ট্রনীতিতে কে বেশি মরিয়া হতে পারে।

এটি চীন ও বাণিজ্যসুরক্ষাবাদ থেকে শুরু করে ইউক্রেনকে অর্থসহায়তাসহ প্রত্যেকটি নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রতিনিধি পরিষদে নতুন রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ইউক্রেনে সহায়তার মতো ইস্যুতে ঐক্য বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে ইতিমধ্যেই অস্থির বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যা আশা করতে পারে, তা আবারও অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

### কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

# বিবাহিত নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক ধর্ষণ নয়-কেরালা হাইকোর্টের রায়

৫ পৃষ্ঠার পর

বিবাহের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন বলেই এই সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। তবে সেই সময় আইনিভাবে তিনি বিবাহিত ছিলেন। প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে তখন তার বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছিল। ওই নারীর অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন কেরালা হাইকোর্ট। বিচারক কওসর এডাপ্পাগাথ জানিয়েছেন, শুনানির সময়ে একাধিকবার বোঝা গিয়েছে, দুজনের সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া অভিযোগকারী সেই সময়ে বিবাহিত ছিলেন। সেই অবস্থায় অন্য কোনো বৈবাহিক সম্পর্কে জড়াতে পারেন না তিনি। সেই ক্ষেত্রে বিবাহের প্রতিশ্রুতি একেবারেই অর্থহীন। এই যুক্তিতেই মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারক।

অভিযুক্তকে এই মামলায় বেকসুর খালাস দিয়েছেন কেরালা হাইকোর্ট। রায় দিতে গিয়ে বিচারক জানিয়েছেন, এহেন অহেতুক কারণ দেখিয়ে কারও বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতারণা বা ধর্ষণ- কোনও অভিযোগই এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই এই ধরনের আরেকটি মামলায় রায় দিয়েছিলেন কেরালা হাইকোর্ট। সেই রায়ে বলা হয়েছিল, বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে যদি কোনো নারী শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন সেক্ষেত্রেও ধর্ষণের অভিযোগ আনা যাবে না।

# জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি, চীনা টেলিকম ডিভাইস নিষিদ্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন নিষিদ্ধ করার পক্ষে সর্বসম্মতভাবে ভোট দিয়েছি।

তিনি যোগ করেছেন যে এই পদক্ষেপের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের দ্বিদলীয় সমর্থন রয়েছে। মার্কিন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে Huawei এর মতো চীনা ব্র্যান্ডের সরঞ্জামগুলি পঞ্চম প্রজন্মের (5G) বেতার নেটওয়ার্কগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে এবং সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।এফসিসি বলেছে, নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে বিবেচিত ডিভাইসগুলিকে চিহ্নিত ও নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মার্কিন নেটওয়ার্কগুলিকে সুরক্ষিত রাখতেচ বছরব্যাপী কার্যক্রমের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা সর্বশেষ পদক্ষেপ।

এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে হাইটেরা কমিউনিকেশন, হ্যাংঝো হিকভিশন ডিজিটাল প্রযুক্তি কোম্পানি এবং ডাহুয়া প্রযুক্তি কোম্পানির উপর নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঐঁধবির বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। ZTE, Dahua, Hikvision এবং Hytera কোনো মন্তব্য করতে চায়নি । Huawei এবং চীনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং চীনা প্রযুক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নিন্দা করেছে। কিন্তু ২০১৯ সালে, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিকিউর অ্যান্ড ট্রাস্টেড কমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক অ্যাক্ট আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন, যা ওয়াশিংটন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে মনে করা যোগাযোগ পরিষেবাগুলি সনাক্ত করার মানদণ্ড স্থাপন করেছিল।

সেই আইনের অধীনে যে পরিষেবাগুলিকে হুমকি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল সেগুলি তখন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের স্বাক্ষরিত ২০২১ সালের সিকিউর ইকুইপমেন্ট অ্যাক্টের অধীন ছিল।এই আইন শুক্রবারের ঘোষণার ভিত্তি তৈরি করেছে। আইন অনুযায়ী এই চীনা নতুন সরঞ্জামগুলির লাইসেন্স আর ইস্যু করা হবে না।

ফ্লোরিডার সিনেটর মার্কো রুবিও বাইডেনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন,চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের আইনকে কাজে লাগাতে এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে কিছুতেই থামবে না। এই আইনটি আমাদের আইনের একটি বিপজ্জনক ফাঁকি সংশোধন করে, আমাদের টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কগুলিতে তাদের পথ নষ্ট করার প্রচেষ্টাকে কমিয়ে দেয়।

বিশ্বের টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির বৃহত্তম নির্মাতাদের মধ্যে একটি ঐঁধবির এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের সাথে একটি বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি এখন ভারী নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছে।ঐঁধবির এর নির্বাহী মেং ওয়ানঝোকে মার্কিন বিচার বিভাগের অভিযোগের পর কানাডায় প্রায় তিন বছর ধরে আটক করা হয়েছিল এবং তিনি ইরানের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করার চেষ্টা করে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছিলেন। তাকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং কানাডার একটি আদালতে মার্কিন প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়ার মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছিল। এই বছরের শুরুতে, কানাডা ৫এ ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক থেকে ঐঁধবির-কে নিষিদ্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয়।অন্য এফসিসি কমিশনার, জিওফ্রে স্টার্কস শুক্রবারের নিষেধাজ্ঞাকে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সূত্র : আলজাজিরা

# বাইডেন কি আবার, নাকি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী নতুন কেউ?

৭ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আসবে। দলকে কে নেতৃত্ব দেবে, ডেমোক্র্যাটদের সেই অন্তর্দর্শন আসতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে। বাইডেন যদি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসেন, তাহলে সরাসরি তাঁকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাবেন, সেটা ভাবা ঠিক হবে না। সে ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে পারে। ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কারা হতে পারেন?

কমলা হ্যারিস : ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসেরই নিশ্চিতভাবে বাইডেনের উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত। একজন সম্মুখসারির প্রার্থী হিসেবে হ্যারিসের নিজের মনোনয়নের বিষয়টি এখন খুব গুরুত্বের সঙ্গে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। যদিও হ্যারিসের গ্রহণযোগ্যতার রেটিং এখন বাইডেনের চেয়েও নিচে এবং ডেমোক্র্যাটদের অনেকে মনে করেন, ট্রাম্প কিংবা রন ডিস্যান্টিসের মতো রিপাবলিকান প্রার্থীর বিপরীতে কমলা হ্যারিসের মনোনয়ন হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। অশ্বেতাঙ্গ নারী হয়ে হোয়াইট হাউসে এলেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ডেমোক্রেটিক পার্টি বৈচিত্র্যের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মতো আবেদন ও রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি কমলার রয়েছে।

পিট বুটিগিগ : হার্ভার্ডের স্নাতক ও ম্যাককিনসের সাবেক উপদেষ্টা পিট বুটিগিগ আট ভাষায় কথা বলতে জানেন। ইন্ডিয়ানার ছোট শহর দক্ষিণ বেন্ডের সাবেক এই মেয়র জাতীয় রাজনীতিতে উঠে আসেন ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাকালে। বাইডেনের যোগাযোগমন্ত্রী বুটিগিগ। রাখঢাকহীনভাবেই তিনি সমকামী। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গদের ভোট তিনি পাননি কিন্তু বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানানো ডেমোক্র্যাটরা তাঁকেই বেছে নিতে পারেন।

বুটিগিগের পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক জ্ঞান নীতিনির্ধারক হিসেবে তাঁর প্রতি জনগণের আগ্রহ তৈরি করতে পারে। বুটিগিগের বয়স মাত্র ৪০ বছর। তরুণ, শহুরে ও শিক্ষিত ভোটারদের মধ্যে একটি দাগ কাটতে পেরেছেন। যদিও অন্য অংশের ভোটারদের মধ্যে কতটা দাগ কাটতে পারবেন, সেটা স্পষ্ট নয়।

গ্রিচেন হুইটমার : মিশিগানের মতো দোদুল্যমান রাজ্যে ট্রাম্পসমর্থিত প্রার্থীকে বড় ব্যবধানে হারানোর পর ডেমোক্র্যাট শিবিরে গ্রিচেন হুইটমারের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। গর্ভপাত অধিকারের সচকিত কণ্ঠস্বর গ্রিচেন উগ্র ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডেমোক্র্যাটদের সামনের সারির একজন।

জাতীয় স্তরে রাজনীতিতে হুইটমারের অভিজ্ঞতা কম। তিনি তেমনটা আলোচিতও নন। ২০২০ সালে বাইডেন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংক্ষিপ্ত যে কয়েকজনকে রেখেছিলেন, তার মধ্যে হুইটমারও ছিলেন। কিন্তু কোভিড মহামারি খুব শক্ত হাতে ব্যবস্থাপনার জন্য শুধু রিপাবলিকানদের মধ্যে নয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

গ্যাভিন নিউসম : ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম নিজের মহামারি রাজনীতির মুখে পড়লেও ২০২১ সালে আস্থা ভোটে বিশাল ব্যবধানে জয়ী হন। নিউসম রাজনীতিতে নোঙর করার আগে ব্যবসায় নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য তাঁর দীর্ঘ প্রস্তুতিও রয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোর সাবেক মেয়র ও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর হিসেবে তাঁর যে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার, তাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার বাছাইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।অ্যামি ক্লোবুচার : মিনেসোটা থেকে আসা যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার ২০২০ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে তাঁর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রশংসিত হয়েছিলেন। ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে ডেমোক্রেটিক পার্টির সবচেয়ে কার্যকর সিনেটর বিবেচিত হয়েছিল অ্যামি। প্রথাগত দৃষ্টিতে তাঁকে খুব সপ্রতিভ বলে মনে হবে না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিরক্তিজনক মনে হতে পারে। সিনেট রুলস কমিটি এবং প্রতিযোগিতা নীতি, আস্থাহীনতা ও ভোক্তা অধিকারবিষয়ক জুডিশিয়ারি উপকমিটির নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন। তবে প্রথম ধাপেই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মনোনয়ন দেওয়া হবে, এমন নেতা তিনি নন। কিন্তু ডেমোক্র্যাট শিবিরে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর নাম আসবে।

বার্নি স্যান্ডার্স : বাইডেনের মতো বয়সের বাধা বার্নি স্যান্ডার্সের জন্য বড় সমস্যা। তাঁর বয়স এখন ৮১ বছর। বার্নি স্যান্ডার্স তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত। ট্রাম্পের সমর্থকদের একটা বড় অংশের মাঝেও তাঁর আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। - জুলি এম নরম্যান কো ডিরেক্টর অব দ্য সেন্টার অন ইউএস পলিটিকস ও থমাস গিফট ডিরেক্টর অব দ্য সেন্টার অন ইউএস পলিটিকস। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

# লাভের মুখ দেখলো বিটিসিএল

দীর্ঘ ১৫ বছরের লোকসান কাটিয়ে অবশেষে লাভের মুখ দেখলো বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)। ২০২১-২২ অর্থবছরে লাভজনক হিসেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৭ -২০০৮ অর্থবছরে বিটিসিএল'র লোকসান ছিল প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। তার আগে এটি ছিল প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরেও বিটিসিএলের লোকসান ছিল ২৪৭ কোটি টাকা। অব্যাহত এই লোকসান কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানটির এ বছর লাভ করেছে ৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা।

শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকায় টেলিযোগাযোগ ভবনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারকে এই তথ্য জানানো হয়। বিটিসিএল বোর্ড চেয়ারম্যান ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. খলিলুর রহমান ও বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. রফিকুল মতিনসহ বোর্ডের সদস্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বিটিসিএলের এই অর্জনের নেপথ্য বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'বিটিসিএলকে প্রতিযোগিতার জায়গায় উপনীত করতে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব কিছুই আমরা সফলভাবে করেছি।'

দেশব্যাপী বিটিসিএলের অবকাঠামোসহ বিশাল স্থাবর সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে বিটিসিএল শিগগিরই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ কেবল বাণিজ্য করা নয়, জনগণকে সেবা দেওয়া এর মূল লক্ষ্য।

কোভিডকালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান, ৪১৮টি ভিডিও কনফারেন্স এবং ৫৮৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী।

লোকসানি প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিসিএল ঘুরে দাঁড়ানোয় মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

# শ্রীকাইল ও তিতাস দিয়ে ডিপ ড্রিলিংয়ে যাত্রা শুরু করতে চায় পেট্রোবাংলা

কুমিল্লার শ্রীকাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাসক্ষেত্রের দুই কূপে ডিপ ড্রিলিং করতে চায় পেট্রোবাংলা। এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকার পরও ডিপ ড্রিলিংয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করাটা কেন এত জরুরি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে দেশের প্রয়োজনে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে চেষ্টা করাও দরকার বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পেট্রোবাংলা সূত্র বলছে, শ্রীকাইল-১ এবং তিতাস-১ এর ডিপ ড্রিলিং দিয়ে দেশে ডিপ ড্রিলিংয়ে যাত্রা শুরু হবে। দুটি কূপের মধ্যে শ্রীকাইলে খনন করা হবে ৫ হাজার ৩০০ মিটার। অন্যদিকে তিতাসে খনন করা হবে ৫ হাজার ৬০০ মিটার। তবে দুই ক্ষেত্রেই ১০০ মিটার কম বা বেশি হতে পারে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম. তামিম বলেন, 'বাপেক্স যদি তাদের জরিপ দেখে মনে করে এত ডিপে গ্যাসের আরও স্ট্রাকচার আছে, তাহলে ডিপ ড্রিলিংয়ে যেতেই পারে। তবে এ ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আবার অভিজ্ঞতাও একটি বড় ইস্যু, যা বাপেক্সের নেই। আর আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে যদি করতে পারে, সেটা খুবই ভালো খবর।'

ডিপ ড্রিলিং কীভাবে এমন প্রশ্নে বাপেক্সের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'সাধারণত আমাদের দেশে ৪ হাজার ২০০ থেকে ৪ হাজার ৬০০ মিটার পর্যন্ত কূপ খনন করে গ্যাস তোলা হয়। এর নিচেই রয়েছে হার্ড রক বা কঠিন শিলা। এই কঠিন শিলার নিচে কী আছে, তা এখনও অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি।'

তবে বাপেক্সের একটি তৃতীয় মাত্রার (থ্রিডি) জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলা হচ্ছে এর নিচে গ্যাস থাকতে পারে। ওই থ্রিডিতে বলা হয়েছে শ্রীকাইলে ৯২৬ বিসিএফ (বিলিয়ন ঘনফুট) আর তিতাসে ১ হাজার ৫৮৩ বিসিএফ গ্যাস থাকতে পারে। সব মিলিয়ে এই মজুতের পরিমাণ আড়াই টিসিএফের (ট্রিলিয়ন ঘনফুট) মতো হতে পারে।

তবে এ ক্ষেত্রে ঝুঁকিও রয়েছে। সাধারণত হার্ড রকের পর গলিত লাভা থাকে। তবে শ্রীকাইল ও তিতাসের ভূপৃষ্ঠের ওই অংশে কী আছে, তা এখনও কেউ জানে না। হার্ড রক ভেদ করে ড্রিলিং করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া সম্ভব। সংগত কারণে বলা হচ্ছেড়এখানে যেমন রিস্ক আছে, ঠিক তেমনি সম্ভাবনাও রয়েছে।

বাংলাদেশের কোনও গ্যাস ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ডিপ ড্রিলিং করা হয়নি। ডিপ ড্রিলিং করার মতো অভিজ্ঞতাও বাপেক্সের নেই। এ ক্ষেত্রে সাধারণত কোনও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হবে। যাদের ডিপ ড্রিলিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেই কোম্পানিটি বাপেক্সের হয়ে ডিপ ড্রিলিং করে দেবে।

বাপেক্সের এক কর্মকর্তা জানান, যেহেতু বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ আবার গ্যাস পাওয়া যাবেইড়এমনটি নিশ্চিত নয়, সেহেতু সরকার এখনই এই বিনিয়োগ করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত সবার আগে নিতে হবে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও বাপেক্স চিঠি চালাচালি করছে। এখনও সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সম্মতি মেলেনি। সম্মতি পাওয়া গেলে বাপেক্স দরপত্র আহ্বান করবে।

শ্রীকাইল বাপেক্সের নিজস্ব গ্যাস ক্ষেত্র হলেও তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের মালিক বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি। ফলে এই কাজটি পৃথক দুটি কোম্পানি করবে। সমন্বয় করবে বাপেক্স। এখন পর্যন্ত তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রই সবচেয়ে বড় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে শ্রীকাইল একটি ছোট আকারের গ্যাস ক্ষেত্র।


আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়নমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার

১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global. এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com
Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

International American University | WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower. | Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York
37-55 72nd St
NY-11372

Michigan
Farid Uddin Shiblu
586-272-3900

California
Abu Zafar Siddiqi
213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul
  Country Coordinator
  Cell: 01912-912-866
  shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency
  51/51 A Resourcedful Psltan City
  Purana Paltan, Dhaka
  01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch
  01711 922122
- J. Square Consultency
  01973-413258
- Geoplus Consultency
  01842-718024
- Green Consultency
  001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1
  D.T Road, Pahartali,CTG
  01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir
  01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

# ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের নির্বাচন ২০২২ স্থগিত বিষয়ে সহিদ-সাব্বির প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন:

বিতর্কিত কমিশনারদের পদত্যাগ দাবি, গঠনতন্ত্র লঙ্ঘনকারীদের বহিষ্কার ও উপদেস্টাদের দায়িত্ব নেওয়ার আহবান

নিউ ইয়র্ক: কে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের নির্বাচন ২০২২ স্থগিত বিষয়ে ডাকা সংবাদ সম্মেলনে সহিদ-সাব্বির প্যানেলের পক্ষ থেকে বিতর্কিত কমিশনারদের পদত্যাগ এবং সংবিধান লঙ্ঘনকারী কমিটির কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করে উপদেস্টাদের দায়িত্ব নেওয়ার আহবান জানান হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি প্রার্থী আব্দুস সহিদের সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সাব্বির কাজি আহমদ। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি-২ পদপ্রার্থী আব্দুল জলিল, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী ইসলাম উদ্দিন, ফিউনারেল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী মোঃ আবু ফজর, সহ ফিউনারেল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী সৈয়দ লোকমান মিয়া প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ ইনকরপোরেশন পরিচালনা নিয়ে অব্যাহত অনিয়ম প্রতিরোধে মামলা এবং পরবর্তি করনীয় সম্পর্কে সবাইকে অবহিতকরনে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি শুধুমাত্র ১ বছর ৯ মাসের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। নূতন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রায় ৬ হাজার ডলারের অডিট রিপোর্ট তৈরী হলে নূতন কমিটির অনেকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। সুনির্দিষ্টভাবে বর্তমান সেক্রেটারি যিনি বিগত কমিটির ফিউনারেল সেক্রেটারি ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ৬৫ হাজার ডলারের অনিয়ম এবং পূর্বে ক্রয়কৃত প্রায় ৩০টি কবরের হিসাব গরমিলের অভিযোগ উঠে। ইতিমধ্যে মসজিদের উন্নয়নের নামে উপদেস্টা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে লক্ষাধিক ডলার খরচ করেন। একই প্রক্রিয়ায় তিন চেকে ৯ হাজার করে মোট ২৭ হাজার ডলার মসজিদের একাউন্ট থেকে একজন সদস্যের নামে ট্রান্সফার করেন, যা সংবিধান লঙ্ঘন। তাছাড়া নিম্নমানের কাজ ও বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের অনুমতিবিহীন দৃষ্টি আকর্ষণীয় কিছু কাজ করে মসজিদের ভবিষ্যৎ শঙ্কায় ঠেলে দেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত জুলাই মাসে ২০২১-২০২২ টার্মের অন্তর্বর্তী কমিটিকে ২০২১-২০২৩ কমিটি নির্ধারণ করে একটি তালিকা প্রকাশ করে বোর্ডে স্থাপন করেন। এতে সচেতন মুসল্লি ও সদস্যদের প্রতিবাদে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধক্ষ সহ কমিটির অনেকে মামলা করতে বলেন। তারা বলেন- "সংবিধান মানুষের জন্য। মসজিদ ভাল চলছে। তারা যতদিন ইচ্ছা থাকবেন", ইত্যাদি। এতে মুসল্লিগণ আরো ক্ষিপ্ত হলে শেষ পর্যন্ত তারা সংবিধানের ধারা অনুযায়ী চলতি নভেম্বরে নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

এরই ফাঁকে সেক্রেটারি ও সভাপতি আগস্ট মাসের মাসিক মিটিংয়ে অন্যান্যদের ভুল বুঝিয়ে আজীবন সদস্য হওয়ার শেষ তারিখ ৩১শে আগস্ট পরিবর্তন করে ৩০শে সেপ্টেম্বর করে নেন। যা কমিটি করতে পারে না। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী পরিষদ চালানো কিন্ত এখানে তিনি সুচারুরূপে সভাপতি, সহ সভাপতি, কোষাধক্ষ ও সহ কোষাধক্ষকে নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করেন। সাংবিধানিক যে কোন সিদ্ধান্তের মালিক সাধারণ সভা। কার্যকরী পরিষদ কখনো নিজেদের পরিষদের মেয়াদ নিজেরা বাড়িয়ে নিতে পারে না। তারা প্রথমত ১ বছর মেয়াদ বাড়ানোর অপচেস্টা করেন এবং পরে সময় বাড়িয়ে ১০৪ জন আজীবন সদস্য গ্রহণ করে নির্বাচনকে নিজেদের অনুকুলে নেওয়ার হীনচেষ্টা করেন এবং সংবিধান সরাসরি লঙ্ঘন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, ১৪ জন আজীবন ও ২ জন সাধারণ সদস্য উক্ত ১০৪ জন নূতন ভোটারের ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনে আপত্তি করে আবেদন করেন যে, উল্লেখিত সদস্যগণ আগস্ট মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে সদস্য না হওয়ায় এবারের নির্বাচনে তারা ভোটার হতে পারেন না। কমিশন সেই আবেদনের জবাবে বিনা ব্যাখ্যা ও স্বাক্ষরে এক চিঠিতে ১০৪ জনকে বৈধ ভোটার হিসেবে মত দেন। ১৬ জনের পক্ষে আবারো বিস্তারিত জানতে আবেদন করলে কমিটি তার জবাব না দিয়ে ইতিমধ্যে সংগৃহীত প্রার্থীদের নিয়ে সভা আহবান করেন। সেই সভায় উপস্থিত অভিযোগকারীগণ আবারো তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রেখে বিভিন্ন সময়োতার প্রস্তাব দেন। উপস্থিত একজনের মামলা হওয়ার সম্ভাব্যতার প্রসঙ্গে কমিশন "মামলা করা মামলাকারীর এখতিয়ার" বলে সময়োতা প্রস্তাবকে এড়িয়ে যান। অথচ কমিশনের এখতিয়ার হলো যথাযথ পর্যালোচনা ও যাচাইকরণ শেষে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট তৈরী করে নির্বাচনী তফশিল ঘোষণা করা। কিন্ত তারা যেনতেন প্রকারে বর্তমান কমিটিকে নির্বাচিত করার অপচেস্টা অব্যাহত রাখেন।

ইতিমধ্যে অভিযোগকারীরা নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য একজন এটর্নির নিকট গেলে তিনি ৩১ শে আগস্টের টাইমলাইন সঠিক বলে মন্তব্য করেন এবং এলাকার এটর্নি হিসেবে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। কার্যকরী পরিষদ নিজেরা ভিন্ন এটর্নির পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে অভিযোগকারীরা উপদেষ্টাদের শরনাপন্ন হলে তারা পরে মতামত জানাবেন বললেও পরদিন সভাপতি ১০৪ জনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ১৩ নভেম্বর আরও একটি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকেন। যাতে ১০৪ জনের সংখাগরিষ্ট সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং নিজেদের ব্যাপারে হাস্যকর ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় মামলা করা ছাড়া অভিযোগকারীদের কোন উপায় ছিল না। গত ১৮ই আগস্ট বিজ্ঞ বিচারক মারিসা সোটো সাংবিধানিক বিষয় বিবেচনা করে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, ইতিমধ্যে গত রোববার মসজিদে নির্বাচন কমিশনার আলমাস আলী সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব করে অভিযোগকারীদের গালাগালি করলে উপস্থিত মুসল্লিদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কমিশনের কতিপয় সদস্য সরাসরি পক্ষাবলম্ভনকারী। এদের মাধ্যমে নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা এই বিতর্কিত কমিশনারদের পদত্যাগ দাবি এবং সংবিধান লঙ্ঘনকারী কমিটির কর্মকর্তাদের বহিষ্কার কামনা করে উপদেস্টাদের দায়িত্ব নেওয়ার আহবান জানাচ্ছি। উপদেষ্ঠাদের মাধ্যমে নূতন সদস্যদের জানানো হতে পারে যে, তারা এবার ভোট দিতে না পারলেও তাদের সদস্যপদ গ্রহনে করপোরেশন লাভবান হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তারা উন্নয়ন ও খেদমতের অংশিদার হতে পারবেন।

আমাদের আশা যে, আর কখনো মসজিদের তহবিল ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে যেন কোন অচলাবস্থা সৃষ্টি না হয়।

সংবাদ সম্মেলনে পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ ইনক এর ৫ম সংশোধনী মোতাবেক সংবিধানের আগস্ট ৩১ টাইমলাইন অস্বীকার করলেও বর্তমান কমিটি কর্তৃক সংশোধিত সংবিধানের ৬ষ্ঠ সংশোধনীতে পরিষ্কার ভাবে ৩১ আগস্টের টাইম লাইন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে ৫ম সংশোধনী সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানান হয়, কমিশন বলছে তারা নির্বাচন করছেন ৬ষ্ঠ সংশোধনী মোতাবেক। কিন্তু সদস্য বিবেচনা করছেন বাতিলকৃত ৫ম সংশোধনী মোতাবেক যারা সদস্য হয়েছেন তাদের সংযুক্তি সহযোগে। কমিশন এমনিভাবে দুই দিকে পা দিয়ে তাদের পছন্দের লোকদের নির্বাচিত করার অপচেষ্টা করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, বর্তমান সভাপতি অতীতে কোষাধক্ষ থাকা কালে মসজিদের চেক জালিয়াতিতে জড়িত ছিলেন। এবারো তিনি ২৭ হাজার ডলার ব্যক্তিগত নামে ট্রান্সফার করে সংবিধান ও মসজিদের স্বার্থের ক্ষতি করেছেন।-ইউএসএনিউজ

## নিউ ইয়র্কে শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্টে প্রথম বাংলাদেশী স্পন্সর নুরুল আজিম

৫২ পৃষ্ঠার পর

কলিজিয়ামে। এবারই প্রথম একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম ছিল নিউ ইয়র্ক কনসার্ট এর মাত্র দুইজন স্পন্সর এর একজন। বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীসহ প্রায় ৮ জাজার দর্শকশ্রোতা শ্রেয়ার গান উপভোগ করেন। দুই পর্বে দুই ঘন্টারও বেশী সময় ধরে গানের মুর্ছনায় দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন শ্রেয়া কিন্তু সাউন্ড সিস্টেমটি শ্রেয়ার মত শিল্পীর গানের উপযুক্ত ছিলনা। অনেক জনপ্রিয় গান বাদ পড়লেও লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর্বটি ছিল হৃদয়গ্রাহী। গেয়েছেন মাত্র একটি বাংলা গানের প্রথম চার লাইন।

sunman express
global money transfer
Fast, Secure & Reliable Remittance
Send Money To Bangladesh, India, Nepal, Pakistan & West Africa
Currency Exchange

Remittance Partners
Agrani Bank Limited
Committed to Serve the Nation
Al-Arafah Islami Bank Limited
aibl
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
Uttara Bank Limited
Southeast Bank Limited
a bank with vision
SIBL
Social Islami Bank Limited
SBAC Bank Limited

• Bank Deposite & bKash একাউন্টে দ্রুততম সময়ে টাকা জমা হয়। • সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান।
• বাংলাদেশের ৮টি ব্যাংকের প্রায় ১০ হাজার-এর অধিক শাখায় Instant Cash Pickup।
বৈধ উপায়ে, করমুক্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশ মাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
37-14 73 Street (Suite 201), Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224, E-Mail: info@sunmanexpress.com
HEAD OFFICE:
37-17 74TH STREET (1ST FL)
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
PHONE: 718-565-5052
JAMAICA BRANCH:
167-05 HILLSIDE AVE.
JAMAICA, NY-11432
PHONE: 718-297-3443
ASTORIA BRANCH:
29-24 36 AVENUE
L.I.C. NY-11106
PHONE: 718-729-0600
Send Money Online at www.sunmanexpress.com

# পূর্ণ সক্ষমতায় ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাচ্ছে রামপাল

রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে আবারও পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে। শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। রবিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা নাগাদ সর্বোচ্চ সক্ষমতায় ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাবে কেন্দ্রটি। আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় গ্রিডে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা রয়েছে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের।

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) উপ-মহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিম বলেন, 'গত ২৪ নভেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে রামপালের মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে আবারও পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ৪০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন লাইনে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল রবিবার নাগাদ ইউনিটটি পূর্ণ সক্ষমতায় সর্বোচ্চ ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারে।'

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের প্রকল্প পরিচালক সুভাষ চন্দ্র পান্ডে বলেন, 'পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যায়ক্রমে বাড়ছে। সঞ্চালন লাইনের কাজ শেষ না হওয়ায় প্রথম দিকে প্রথম ইউনিটের ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খুলনা অঞ্চলে সরবরাহ করা হবে।'

সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বিআইএফপিসিএল। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন কেন্দ্রটির প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬০ মেগাওয়াট। পরীক্ষামূলক উৎপাদন পর্যায় সম্পন্ন হলে আগামী ডিসেম্বরে কেন্দ্রটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে।

এর আগে গত ১৫ আগস্ট কেন্দ্রটিতে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছিল। কিন্তু গত ২৪ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের আঘাত থেকে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়। প্রায় এক মাস পর পুনরায় উৎপাদন শুরু হলো।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রামপাল কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটে উৎপাদনের জন্য সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষ হওয়ার পর ন্যাশনাল লোড ডেসপাস সেন্টারের (এনএলডিসি) সনদ পাওয়া বাকি। কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের কাজও প্রায় ৮০ শতাংশ শেষ। অগ্রগতি সূচি অনুযায়ী, আগামী বছরের জুনে দ্বিতীয় ইউনিটে উৎপাদন শুরু হবে।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিট পূর্ণ সক্ষমতায় (মোট ১৩২০ মেগাওয়াট) উৎপাদন করলে দৈনিক প্রায় ১৫ হাজার মেট্রিক টন কয়লা পুড়বে। প্রথম ইউনিটটি পূর্ণ মাত্রায় চললে দৈনিক সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক টন কয়লা পোড়ানো হবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে তিন লাখ মেট্রিক টন কয়লা আনা হচ্ছে। ৮০ লাখ টন কয়লা আমদানি করতে দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা আসতে পারে।

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এবং ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশনের (এনটিপিসি) সমান মালিকানা রয়েছে। কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে সমান ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্বে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী বিদ্যুৎ কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল)। এর ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (বিএইচইএল)।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ২০১০ সালে পিডিবি ও এনটিপিসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে নির্মাণ ঠিকাদারের কাজে ব্যয় হবে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা (প্রায় ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার)। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ভারতের এক্সিম ব্যাংক থেকে ঠিকাদার এই ঋণ সংগ্রহ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিলে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী মৈত্রী কোম্পানির সঙ্গে ঋণদাতা ভারতের এক্সিম ব্যাংকের ১৬০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি সই ও চুক্তিপত্র বিনিময় হয়। চূড়ান্ত ঋণচুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার এই ঋণের সার্বভৌম নিশ্চয়তা দেয়। এর আগে ২০১৬ সালের ১২ জুলাই ঢাকায় বিএইচইএল এবং বিআইএফপিসিএলের মধ্যে নির্মাণচুক্তি সই হয়।

## বাংলাদেশী-আমেরিকানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে - মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কানেকটিকাটের সিনেটর মাসুদুর রহমান

৫২ পৃষ্ঠার পর

তুলবো। বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে নির্বাচিত সিনেটরদের নিয়ে মোর্শেদ ভাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সকল সিটেই আমেরিকান বাংলাদেশীদের জয় নিচিন্ত করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি নির্বাচিতরা আমাদের হয়ে কথা বলে, কিন্তু সেই কথাই কি আমাদের হয়ে আমরাই বলতে পারি না। গত রোববার (২০ নভেম্বর) জ্যামাইকার স্মার্ট ক্যাফেতে আয়োজিত মিট এন্ড গ্রিট উইথ মাসুদুর রহমান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি আরো বলেন, কিছুদিন আগে কানেকটিকাটে আমাদের কমিউনিটির এক অনুষ্ঠানে একজন আমাকে বলেছিল আগামীতে গর্ভনর হিসেবে দেখতে চায়। আমি বলেছি এত তাড়াতাড়িই নয়। তবে বিশ্বাস করি আমি পারবো। আমি নিশ্চিত আপনারাও পারবেন। তাই শুরু করতে হবে। লিটল বাংলাদেশ বা চাঁদপুরী বাংলাদেশী নয়, কেন আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী আমেরিকান নই। আমরা যদি একসাথে হই, আমরা যে কোন কিছুই শুধু নয় সব কিছুই করতে পারি। আমরা কি পুরো বাংলাদেশ হতে পারি না? এমন প্রশ্নও ছুড়ে দেন তিনি।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব ইনস এর সহায়তায় ফ্রেন্ডস অব মোঃ মাসুদুর রহমান নিউইয়র্ক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের সভাপতি বাংলাদেশী আমেরিকানদের যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার অন্যতম পথিকৃত মোর্শেদ আলম। এসময় তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক ইস্যু ও রাজনীতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

স্টেট সিনেটর নির্বাচিত হওয়ায় মোঃ মাসুদুর রহমানকে অভিনন্দন জানান নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লিরোয় কমরি। তিনি বলেন, মাসুদুর রহমানকে পুন:নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য বাংলাদেশী আমেরিকানদের আর্থিক সহায়তাসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু বলেন, বাংলাদেশী আমেরিকান মোঃ মাসুদুর রহমান কানেকটিকাট স্টেটে নির্বাচিত হওয়ায় আমি দারুন আনন্দিত। আজ থেকে ২০ বছর আগে মোর্শেদ আলম যে পথের সূচনা করেছিলেন সেই পথে আমিও স্টেট সিনেটর নির্বাচিত হয়েছি। মাসুদুর রহমানও সেই পথের অনুসারী হিসেবে কানেকটিকাটের স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হলো।

নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিট উইপ্রিন কানেকটিকাট স্টেটে নব-নির্বাচিত স্টেট সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশী আমেরিকানদের আরো অধিকহারে মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুরোধ জানান।

প্রবীন সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, আমি কমিউনিটির লোকদের বলি হঠাৎ করেই আমি কিছু হতে পারবো না। এর জন্য নিরলস কাজ করে যেতে হবে।

পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, অনেক বছর আগে যখন অমর্ত্য সেন নোবেল পেয়েছিল, তখন আমি বলেছিলাম যাক একজন নোবেল বিজয়ী আমার ভাষায় কথা বলে। আজকে যে কথাটি বলার চেষ্টা করছি যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে একজন সিনেটর নির্বাচিত হয়েছে যিনি আমার ভাষায় কথা বলে। আমি জাতি দেশ অঞ্চল ভাষা, এগুলোকে বিশ্বাস করি। কারণ, আমরা এমন একটা জাতি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। সে জিনিসকে আমরা সবসময় হৃদয়ে ধারণ করি। আমরা প্রতিটি অনুষ্ঠানেই শুধু প্রশংসা করি। কিন্তু আত্মসমালোচনা করি না। আমি আত্মসমালোচনা করতে চাই। আমি প্রায় ৪১ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে

আছি। ৪১ বছর ধরে আমরা যতটা এগিয়েছি, তার চেয়ে বেশি পিছিয়েছি এখানে বাংলাদেশি রাজনীতির চর্চার কারণে। এই জিনিসটা আমরা অনেকেই বলতে চাই কিন্তু পারিনা। আজকে যারা মূলধারার রাজনীতির কথা বলেন তারা যদি অন্যে দেশের রাজনীতির কথা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আমরা সেই ফোরামটা পাইনা। বারাক ওবামা যে দেশ থেকে এসেছেন, সেই দেশের রাজনীতি নিয়ে তিনি কিন্তু কোনদিন কথা বলেননি যুক্তরাষ্ট্রে। উনি এই দেশে এসেছেন, এই দেশের সাথে প্ল্যান্ট হয়েছে। আমরা এই দেশে এসে এই দেশের সাথে প্ল্যান্ট হবো। কিন্তু দেশের রাজনীতি নিয়ে এখানে আমাদের ভিতরে ডিভিশনটা ক্রিয়েট করি। এই জন্যই মূলধারার রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এই কাজটি আমাদেও অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। বন্ধ করার জন্য যা যা করা দরকার তা আমাদের সকলের করা উচিত। আমরা ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ করতে পারি। আমরা সব সময় ইসরাইলকে গালি দেই। আমরা কিন্তু ভাবিনা ইসরাইলরা ইসরাইলকে সব থেকে বড় সেবা করে ফ্রেন্ডস অব ইসরাইল প্রতিষ্ঠান করে। এখানে তারা তাদের দেশের রাজনৈতিক দলের শাখা করে না। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ করা প্রয়োজন।

এসময় তিনি আরো বলেন, আমি অনেক সময় মোর্শেদ আলমের অনেক কিছুর সাথে একমত হইনা। কিন্তু মোর্শেদ আলম একটি কাজ করেছে এই কমিউনিটিতে, যখন মূলধারার রাজনীতিকে কেউ আমলেই আনতো না, তখন মোর্শেদ আলম এই রাজনীতির কথা বলা শুরু করেছে। জীবিত অবস্থায় মোর্শেদ আলম দেখে যেতে পারছে, আমরা সবাই দেখে যেতে পারছি।মোর্শেদ আলমের দেখানো পথেই আজকে অনেকেই সিনেটর হচ্ছে। অনেকে আরো উপরে যাবে। হয়তো আমি দেখবো না। আমার সন্তান হয়তো একদিন বলতে পারবে গর্ব করে আমার ভাষায় যে কথা বলে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছে।

ঠিকানার প্রধান সম্পাদক ফজলুর রহমান বলেন, আমেরিকায় এখন চারিদিকে বাঙ্গালী আমেরিকানদের রাজত্ব শুরু হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এটা শুরু, এটা শেষ নয়। শেষ হবে আকাশ ছোয়া পর্যন্ত। মূলধারার রাজনীতিতে কানেকটিকাট, মিশিগানসহ বিভিন্ন স্টেটে বাংলাদেশীরা এগিয়ে এসেছে। এইবার থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিউইয়র্কেও অগ্রসর হওয়া শুরু করেছে। আমাদের এই চলমান ধারা অনেকদূর পর্যন্ত যাবে। বাঙ্গালীদের বিজয় অর্জন করতে হয়তো একটু দেরি হবে। কিন্তু যখন বিজয় অর্জন করে তা অনেক ভয়াবহ হয়। আমরা সেই আরো বড় অর্জনের দিকে যাবো। বারাক ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট হয়েছে তখন আমাদের প্রত্যাশাটাও বেড়ে গেছে।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, এটা আমাদের বিজয়। আমাদেও কমিউনিটির বিজয়। মাসুদুর রহমান যে জিনিসটা করতে পেরেছে আমরা হয়তো অনেকেই সেটা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আজকে মাসুদুর রহমান যে বিজয় নিয়ে এসেছে তা প্রতিটি বাংলাদেশীদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। আমরা সবাই হাটিহাটি পা পা করে সেই বিজয়টি নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ।

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল আমিন রাসেল বলেন, শুধুমাত্র ম্যাচিং ফান্ডের জন্য বাংলাদেশী আমেরিকানরা যেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন। কারণ এতে আমাদের ট্যাক্সের অর্থের বিপুল অপচয় হয়।

কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট ও নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আহনাফ আলমের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শাহাদাত হোসেন, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, রুপসি চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি মাওলানা মাসুম ও সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ডিএইচ কেয়ারের শাহরিয়ার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহনাজ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট মজিবর রহমান ও রাব্বি সৈয়দ, পেনিসেলভিনিয়া থেকে আগত ডাক্তার কাঞ্চন, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট আমিন মেহেদি বাবু, অধ্যাপিকা হোসনে আরা ও জামিলা উদ্দিন, লেখক সাংবাদিক ফাহিম রেজা নুর, ডাক্তার মাসুদুল হাসান, হাজীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের আবুল বাশার, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়ান এ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য ও জ্যাকসন হাইটসের কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফাহাদ সোলাইমান ও স্টেট সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমানের স্ত্রী ইয়েলিনা রহমান। পরে কানেকটিকাটের প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেন, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

## ফেসবুক প্রোফাইল থেকে সরছে ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিশ্বাসের অপশন

৫২ পৃষ্ঠার পর

জানাচ্ছে ফেসবুক। ১ ডিসেম্বর থেকে 'ইন্টারেস্টেড ইন', 'রিলিজিয়াস ভিউজ' এবং 'পলিটিক্যাল ভিউজ' ঘরের তথ্যগুলো আর প্রোফাইলে দেখা যাবে না। আর বাকি যেসব তথ্য প্রোফাইলে আছে, তা থাকবে। তবে কেন 'ইন্টারেস্টেড ইন', 'রিলিজিয়াস ভিউজ' এবং 'পলিটিক্যাল ভিউজ'প্রোফাইলে থাকবে না, তার ব্যাখ্যা ফেসবুক দেয়নি।

এত দিন ব্যবহারকারী রাজনৈতিক ও ধর্মবিশ্বাসের মতো ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত ফেসবুকের 'ইন্টারেস্টেড ইন'ক্যাটাগরিতে শেয়ার করার সুযোগ পেতেন। ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটার মুখপাত্র এমিল ভ্যাসকেজ প্রযুক্তিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটকে বলেছেন, ব্যবহারকারীদের কাজ সহজ করার লক্ষ্যে এসব পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

গেল সপ্তাহে মেটা জানিয়েছে, তাদের কোম্পানির ১১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করবে। এ সংখ্যা ফেসবুকের কর্মীসংখ্যার ১৩ শতাংশ। নানা কারণে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারিয়েছে মেটা। তাই কোম্পানিটি কর্মী কমানোর জন্য জন্যই ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে।

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

# নাট্যকার খান শওকতের নাটক দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথম ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব

"ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবি হোক"- এই শ্লোগান সামনে রেখে আসছে ২০২২ সালের ডিসেম্বর ১৮ তারিখে কলকাতায় যাদবপুরের গরফায় সংস্কৃতি চক্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথম ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব। খান শওকতের লেখা "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র"-তে প্রকাশিত বাংলাদেশের জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালী জাতির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনভিত্তিক নাটকসমূহ নিয়ে দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব-২০২২ এবং ২০২৩।

ঐদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত চলবে এ উৎসব। এর দুই মাস পর ফেব্রুয়ারিতে ময়মনসিংহের ত্রিশালের কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঝিনাইদহে, খুলনার ডুমুরিয়ায়, যশোরের নোয়াপাড়ায়, বরিশালে, ফরিদপুরে, সিলেটে এবং কলকাতার একাধিক স্থানে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং ১৭ ও ১৮ তারিখে ২ দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কলকাতার রাশবাহারীর তপন থিয়েটারে এ নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ পর্যন্ত কখনো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দুই দেশের নাট্যকর্মীদের অংশগ্রহণে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি। এবার সেই ঐতিহাসিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই উৎসবে যতগুলো নাটক মঞ্চস্থ হবে তার সবকটি নাটকের লেখক বাংলাদেশের সন্তান নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত। তার লেখা নিয়েই এ নতুন ইতিহাসের সূচনা হতে যাচ্ছে দুই বাংলায়। এবিষয়ে দৈনিক অধিকার এর সাথে কথা বলেন প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাংবাদিক সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার।

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শাহপুর গ্রামে নাট্যকার খান শওকত জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে। ৩০ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে ১৯৯০ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে যান। সেখানে যেয়েই নির্মাণ করেন প্রবাসী কমিউনিটির শিল্পীদের উদ্যোগে নির্মিত প্রথম ভিডিও চলচ্চিত্র "স্বপ্ন সুখের আমেরিকা"। প্রায় ৫৩ জন শিল্পী ও কলাকুশলী নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি এ ছবির পরিচালক ও কেন্দ্রীয় অভিনেতা। ১৯৯৩ সালের ২৩ জুন তারিখে এ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিলো। এরপর নেশাগ্রস্থ শিল্পীর মতো ম্যাজিক শো শুরু করলেন। টানা প্রায় ৩০ বছর তার বিশ্ময়কর জাদু প্রদর্শনী উপভোগ করেছেন দেশী বিদেশী কমিউনিটির লাখ লাখ মানুষ। জাদু দেখিয়ে আটবার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে অদ্যাবধি চালু রয়েছে "অনলাইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক কম্পিটিশন" ফেসবুক গ্রুপে প্রতিমাসে বিশ্ব জাদু প্রতিযোগিতা। এটি বিশ্বময় বেশ জনপ্রিয়। খান শওকত এই প্রতিযোগিতা কমিটির জুরি বোর্ডের সভাপতি।

প্রশ্ন: সাধারণত নাটকে কোনো বিষয় (সংলাপে/নাট্যঘটনাবস্তুতে) তুলে ধরতে নাট্যকার তথ্যসূত্র দেন না। কিন্তু আপনার অধিকাংশ নাটকে তথ্যসূত্র দিয়েছেন। এর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি?

খান শওকত: ঐতিহাসিক সত্যগুলো সবাই জানুক। আমি যে আবেগের বশে কোন সংলাপে মিথ্যা তথ্য দেই নাই, সেটা সবার কাছে পরিস্কার করার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র তুলে ধরেছি।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক রচনা করার ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণা কী?

খান শওকত: দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে হত্যা হলেও তার বিচার হয়, কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর তার বিচার বন্ধ রাখা হলো। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সময় বঙ্গবন্ধুর সৈনিকদের উপর সবচেয়ে বেশী নির্যাতন চালানো হলো। এসময় জয় বাংলা স্লোগান উচ্চারন করা যেতো না, বঙ্গবন্ধুর ভাষন মাইকে বাজানো যেতো না, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কথাও বলা যেতো না। ১৯৯০ এর পর একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে আরো বেশী অপবাদ দেয়া শুরু হয়। এসব বিষয় আমার ভেতরে প্রশ্ন তৈরী করে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করতে ও নাটক লিখতে আগ্রহী করে। ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করলাম নাটক লেখার কাজ। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন আমার নাটকের হিরো।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে, এ কাজটি করতে আপনি নাটককে কেন বেছে নিলেন?

খান শওকত: বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে হত্যার পর প্রায় ১৫০ বছর যাবত মীরজাফরকে নির্দোষ এবং দেশপ্রেমিক বিজ্ঞ নবাব হিসেবে পরিচিতি লেখা হয়েছে ব্রিটিশদের দালালদের বইতে। কিন্তু তাতে কি বেঈমান মীরজাফর নির্দোষী হয়েছেন? একইভাবে ইতিহাসে যার যা অবস্থান আমার লেখা নাটকে তাইই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে। আমার পছন্দ সংলাপ এবং নাটক। তাই নাটকই বেছে নিলাম।

প্রশ্ন: আমাদের জানামতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে আপনিই প্রথম নাট্যকার যিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৩৫টা নাটক লিখে "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র" প্রকাশ করেছেন। এক ব্যক্তিকে নিয়ে এতবেশী নাটক কেন লিখলেন?

খান শওকত: আমি নিজেও ভাবিনি যে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এতগুলো নাটক লিখবো। আমিও চেয়েছিলাম দুই-তিনটা নাটক লিখে থেমে যাবো। কিন্তু ইমেইলে এবং আমার প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ বিভিন্নজনকে দেওয়ার পর, অনেক নাট্যগ্রুপ ছোট নাটক বা কম চরীত্রের নাটক বা একক অভিনয়ের নাটক চাইলেন। কারন ২৫-৩০ জন শিল্পীর বড় গ্রুপ আজকাল ধরে রাখা কঠিন। তাই তাদের কথা রাখতে যেয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিককে ভাগ করে করে লিখতে লিখতে মোট ৩৭ টা নাটক লেখা হয়ে গেছে। এরমধ্যে ৩৫ টা প্রকাশিত।

প্রশ্ন: ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব নিয়ে কিছু বলুন।

খান শওকত: বাংলাদেশে বইমেলার স্বপ্ন সফল করতে ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় চটের ওপর ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এখন তো বইমেলা দুই বাংলা এবং প্রবাসের বিভিন্ন দেশে বইমেলা এক জনপ্রিয় উৎসব। একইভাবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের স্বপ্ন দেখেছিলাম অনেক আগে। ১৯৯৩ সাল থেকে এ স্বপ্নটা লালন করছি ব্যাপকভাবে। অনেককেই বলেছি

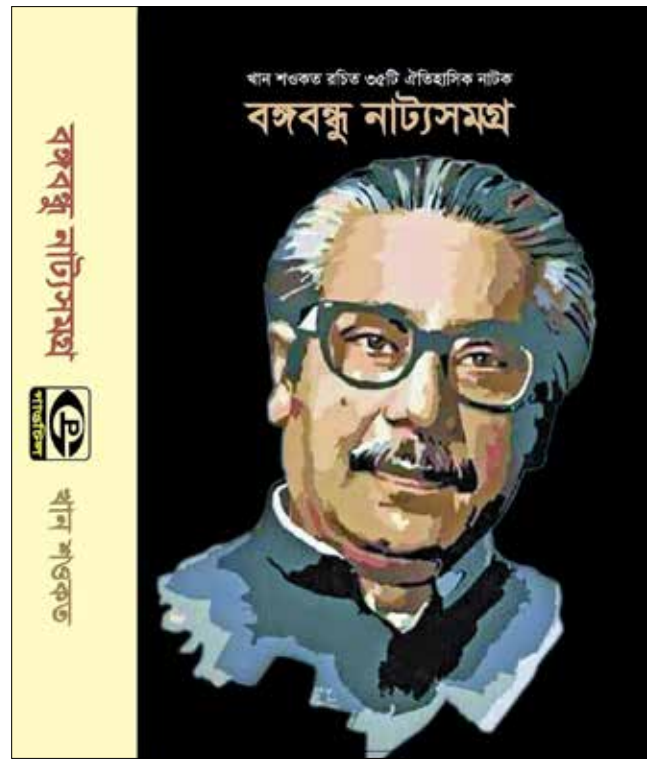


কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক রচনা করে রাজনৈতিক ঝুঁকি নেবার আগ্রহ দেখাননী। এরপর আমি নিজেই লেখা শুরু করি। আমরা হয়তো এখন ছোট আকারে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব শুরু করছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন যদি মুজিব সৈনিকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি, এ আয়োজন অনেক ব্যাপক হবে একদিন। এবার আমরা দুই দেশে শুরু করছি। তবে সবার সহযোগিতা পেলে আগামীতে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে বাঙালী অধ্যুশিত শহরগুলোতে এ উৎসব করার ইচ্ছা আছে আমাদের।

অনেকেই জানেন যে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোন নাটক মঞ্চায়ন বা নির্মাণের জন্য একসময় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমতি ছাড়া নাটক করা যেতো না। এজন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটকের চর্চা বন্ধ ছিলো। এরপরও যারা নাটক করার চেষ্টা করেছেন তারা বঙ্গবন্ধু বা তার পরিবারের সদস্যদের চরীত্র অনুপস্থিত রেখে নাটক লিখতেন। একারনেই কিংবদন্তি সাংবাদিক ও অমর একুশের গানের লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা এবং বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক হাসান ইমামের নির্দেশিত পলাশী থেকে ধানমন্ডি নাটকটি বাংলাদেশে মঞ্চায়নের সুযোগ হয়নি। খান শওকত ২০১৭ সাল থেকে এই আইনটি বাতিলের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তার প্রতিটা নাটকই মেমোরিয়াল ট্রাস্টে জমা দেন এবং কতৃপক্ষকে অনুরোধ করে বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর চরিত্র অনুপস্থিত রেখে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। দর্শকরা নবাব সিরাজের মতো বঙ্গবন্ধু চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে জানতে ও বুঝতে চায়। পরবর্তীতে দেশের শিল্পী সমাজের ব্যাপক অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই বিধানটি তুলে নেয়া হয়। তাই ২০১৯ সালের ৬ এপ্রিল থেকে নাটক মঞ্চায়ন বা নির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আর কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এজন্য বিনা বাধায় বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটকের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো দেশময় এবং বিশ্বময়। এরই ধারাবাহিকতায় এবার দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভারত - বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব। ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারির নাট্য উৎসবের সফলতা দেখে পরবর্তী উৎসবে যে কোন নাট্যকারের লেখা বঙ্গবন্ধু বিষয়ক নাটক তাদের নাট্য উৎসবে সংযুক্ত করা হবে। মোটকথা এই নাট্য উৎসব কমিটি চেষ্টা করছেন সবাইকে নিয়ে দুই বাংলায় এবং প্রবাসে "শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু বিষয়ক নাটক" প্রদর্শনীর বিষয়ে একটা বড় প্লাটফর্ম তৈরী করতে। এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে নাট্যাঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

প্রশ্ন: আপনার রচিত বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র নিয়ে যদি বলতেন-

খান শওকত: ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে গাঙচিল প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আমার (নাট্যকার খান শওকত) রচিত "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র" -তে প্রকাশিত নাটক ও চরীত্র সংখ্যা হলোঃ (১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ২৬ টি চরিত্র), ২. কলংকিত-৭৫ (১ দৃশ্যের নাটক, ১ টি চরীত্র). ৩. আমাদের বঙ্গবন্ধু (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ২৫ টি চরিত্র), ৪. স্বাধীনতার ঘোষক (১ দৃশ্যের নাটক, ৫ টি চরিত্র). ৫.বঙ্গবন্ধুর সামনে জিয়া (১ দৃশ্যের নাটক, ৫ টি চরিত্র). ৬. মহামান্য রাষ্ট্রপতি (১ দৃশ্যের নাটক, ৭ টি চরিত্র). ৭. খুনী ডালিম বলছি (১ দৃশ্যের নাটক, ৭ টি চরিত্র). ৮. আমার বাড়ি টুঙ্গীপাড়া (১ দৃশ্যের নাটক ১ টি চরিত্র). ৯. ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন (১ দৃশ্যের নাটক, ৯ টি চরিত্র). ১০. মুজিবনগর থেকে মুক্তিযুদ্ধ (১ দৃশ্যের নাটক, ৪ টি চরিত্র). ১১. হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু (১ দৃশ্যের নাটক, ৯ টি চরিত্র). ১২. বঙ্গবন্ধুর বাকশাল (১ দৃশ্যের নাটক, ৩ টি চরিত্র). ১৩. বাকশালী মোশতাক (১ দৃশ্যের নাটক, ২ টি চরিত্র). ১৪. মোশতাকের তেলেসমাতি (১ দৃশ্যের নাটক, ৪ টি চরিত্র). ১৫. খুনী মোশতাক (১ দৃশ্যের নাটক. ৪ টি চরিত্র). ১৬. বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় বিদেশী শক্তি (১ দৃশ্যের নাটক. ৬ টি চরিত্র). ১৭. মোশতাকের ষড়যন্ত্র (১ দৃশ্যের নাটক. ৭ টি চরিত্র). ১৮. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান (১ দৃশ্যের নাটক. ৫ টি চরিত্র). ১৯. স্বাধীনতা তুমি (গীতিনাট্য). ২০. জনতার সংগ্রাম (গীতিনাট্য). ২১. বাংলাদেশের মাটি (গীতিনাট্য). ২২. ৭ই মার্চের ভাষণ (১ দৃশ্যের নাটক. ৫টি চরিত্র). ২৩. বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ১২ টি চরিত্র). ২৪. হানাদার (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ৭ টি চরিত্র). ২৫. বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ৯ টি চরিত্র). ২৬. রক্তাক্ত ১৫ই আগষ্ট (১ দৃশ্যের নাটক. ১৪ টি চরিত্র). ২৭. মুজিব হত্যা (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ২০ টি চরিত্র). ২৮. মুজিব হত্যার বিচার (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক). ২৯. আসামির কাঠগরায় মেজর ডালিম. (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ১৮ টি চরীত্র). ৩০. আমরা তোমাদের ভুলবো না (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ১১ টি চরীত্র). ৩১. জেল হত্যা (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ১০ টি চরীত্র). ৩২. আমার নেতা শেখ মুজিব (পূর্নদৈর্ঘ্যনাটক, ৫ টি চরীত্র). ৩৩. শহীদ রাসেল (১ দৃশ্যের নাটক, ৫ টি চরীত্র). ৩৪. বাকশাল নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও জিয়া (১ দৃশ্যের নাটক, ৩ টি চরিত্র). এবং ৩৫. আমার নাম শেখ মুজিব (১ দৃশ্যের নাটক, ২ টি চরিত্র)। এছাড়া আগষ্ট ট্রাজেডির কারন এবং মুজিব বাইয়া যাওরে নামে আমি আরও দুটো নাটক রচনা করেছি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা নাটকের সংখ্যা মোট ৩৭ টা (৩৫ টা প্রকাশিত এবং ২টা অপ্রকাশিত)। ইতিমধ্যে এসব নাটক দুই বাংলায় বেশ প্রশংসিত হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার কাজ নিয়ে পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন -

খান শওকত: নিউইয়র্কে সমস্যাগ্রস্থ ও নবাগত প্রবাসীদের কল্যানে আমি চালু করি চাকুরী বিষয়ক বিনামূল্যে সহযোগিতামুলক প্রোগ্রাম "জব সেমিনার"। ২০০১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আয়োজিত ১৫০ টি জব সেমিনারের সহায়তায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার প্রবাসী চাকুরী পেয়ে এবং প্রায় ৪০০ টি পরিবার অতি অল্প ভাড়ায় সরকারি বাসা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষনা শুরু করি। প্রথমে নির্মান করি "কেন তিনি জাতির পিতা"। এরপর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একের পর এক নাটক লিখলাম। ২০১৫ সাল থেকে আমার লেখা নাটক আমেরিকা, কানাডা, ভারত, কাতার, দুবাই ও বাংলাদেশে মঞ্চস্থ হচ্ছে। ২০১৮ সালে আমার লেখা নাটক রাজা সরকারের পরিচালনায় "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব" মঞ্চস্থ হয় কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে। উক্ত প্রদর্শনীতে আমি উপস্থিত ছিলাম। ভারতের মাটিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এটি ছিলো একটি দারুন সফল আয়োজন। ইউটিউবে ইড়হমড়নড়হফযঁ ফৎধসধ ৎিরঃঃবহ নু কযধহ ঝযড়শিধঃ লিখে এ নাটকের ভিডিও দেখা যায়। কোন নাট্যকারের জীবদ্দশায় তার লেখনী নিয়ে দুই বাংলায় নাট্য উৎসব খুব কম দেখা যায়। এদিক দিয়ে বলা যায় আমি ভাগ্যবান। যেহেতু আমার নাটকের নায়ক হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, তাই আমার লেখা মুজিব প্রেমীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে আমার লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নাটকটি ঢাকার উত্তরার ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে পাঠ্য করা হয়েছে। এছাড়া আমার নাটকসমূহ নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারের লেখা গবেষনা গ্রন্থ "নাট্যকলায় বঙ্গবন্ধু" সরকারি অনুদানে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার লেখা নাটকসমূহ নিয়ে দুই বাংলায় নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে নাট্য-সেমিনার এ পাঠচক্র শুরু হয়েছে। আমার লেখার মধ্যে সবাই নিরপেক্ষ, হৃদয়গ্রাহী এবং সত্য ইতিহাস খুজে পাচ্ছেন। এজন্য প্রশংসিত হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এসব নাটকসমূহ একদিন অনেক সুনাম বয়ে আনবে। এ নাটকগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাসমূহ নাটকের সংলাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আমি ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি, এবং সবাইকে এ নাট্য উৎসব উপভোগ করতে আহবান জানাচ্ছি। নাটকের জয় হোক।

প্রশ্ন: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

খান শওকত : আপনাকেও ধন্যবাদ।

## ঘরে ঘরে সোনালী এক্সচেঞ্জ'র সেবা পৌছাতে চাই - নিউইয়র্কে 'বৈদেশিক রেমিটেন্স এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এমডি আফজাল করিম

৫২ পৃষ্ঠার পর

আহ্বান জানান। সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে আয়োজিত 'বৈদেশিক রেমিটেন্স এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আফজাল করিম উপরোক্ত কথা বলেন। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম।

সিটির হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মি. দেবশ্রী মিত্রের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান। সভা পরিচালনা করেন সোনালী এক্সচেঞ্জ ম্যানহাটান শাখার ম্যানেজার শাহাদৎ হোসেন। সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সোনালী এক্সচেঞ্জ জ্যামাইকা শাখার ম্যানেজার মনিউর রহমান, ওজনপার্ক শাখার ম্যানেজার কবীর হোসেন সহ প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার আগে এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম হিলসাইড এভিনিউস্থ সোনালী এক্সচেঞ্জের জ্যামাইকা অফিস পরিদর্শন এবং সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। এসময় গ্রাহক সেবা পর্যবেক্ষনের পাশাপাশি গ্রাকদের সাথে কথাও বলেন।

সভায় এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম বলেন, বাংলাদেশে রিজার্ভ নিয়ে কোন সঙ্কট নেই। কোন গুজবে কান দেবেন না। সরকার দেশ, জাতি ও প্রবাসীদের সুবিধা কথা বিবেচনা করে যারা দেশে অর্থ প্রেরণ করেন তাদের জন্য শতকারা আড়াই ভাগ ইনটেনসিভ দিচ্ছে এবং এখন অর্থ প্রেরণে কোন ফি লাগছে না। তিনি যেকোন সমস্যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ দেশে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা, দেশ থেকে অর্থ আনার ক্ষেত্রে জটিলতা, এনআইডি বিড়ম্বনা, প্রবাসে থাকায় নিয়মিত লেন-দেন না করায় অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যার কথা তুলে ধরলে এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম তা সমাধানের আশ্বাস দেন এবং কোন কোন বিষয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বলে উল্লেখ করেন।

কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রবাসীদের সেবার জন্য কনস্যুলেট সবসময় খোলা এবং সেবার মান বাড়াতে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা চালানোর আশ্বাস দেন। ঢাকায় বিমানবন্দরে হয়রানী, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন সরকারের 'নন স্টপ সার্ভিস' না পাওয়ার ব্যাপারে প্রবাসীদের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিষয়গুলোর আপটেড জেনে তিনি জানাবেন।

সভার শেষ পর্যায়ে এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম ও কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও একুশে পদপ্রাপ্ত শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, চ্য ানেল আই- যুক্তরাষ্ট্রের রাশেদ আহম্মদ, টাইম টিভি ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ওয়েব পোর্টাল বিডি ইয়র্ক এর শাহ ফারুক ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, ডা, মাসুদুল হাসান, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ওমর ফারুক খসরু, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, রাব্বী সৈয়দ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আমীন জুয়েল প্রমুখ অংশ নেন।

উল্লেখ্য, এমডি মোহাম্মদ আফজাল করিম এক সংক্ষিপ্ত সফরে গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন। তিনি এক সপ্তাহের মতো যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করবেন। এসময় সোনালী ব্যাংক ও সোনালী এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ এবং কয়েকটি শাখা পরিদর্শন করবেন। আগামী ২ ডিসেম্বর তার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলে সোনালী এক্সচেঞ্জ সূত্রে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র। ছবি: সাপ্তাহিক পরিচয় ও ইউএনএ

## এবারের শীতে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ঝুঁকি কম থাকবে, আশা ফাউসির

৫২ পৃষ্ঠার পর

করেছিলেন। তিনি আমেরিকানদের আতঙ্কিত না হতে বলেন। পরে সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা কর্মীদের হাসপাতালগুলোতে নিয়োজিত করেন প্রেসিডেন্ট। কর্মকর্তারা আশঙ্কা করেছিলেন, রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হবে।

হোয়াইট হাউসের কোভিড-১৯ রেসপন্স কো-অর্ডিনেটর চিকিৎসক আশীষ কে ঝা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকানরা টিকা ও বুস্টার নেওয়া অব্যাহত রাখছেন, ততক্ষণ তিনি এই ছুটির মৌসুম নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। হোয়াইট হাউসে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'উপধরনগুলোতে আমি এমন কিছুই দেখিনি, যাতে আমাকে মনে করতে হবে যে আমরা আমাদের কাজকর্ম কার্যকরভাবে চালিয়ে যেতে পারব না। বিশেষ করে যদি লোকজন এগিয়ে আসেন এবং নিজেদের টিকাটা নেন।' এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হতে পারে। দুই বছর ধরে একের পর এক টিকার প্রচারণায় ক্লান্ত আমেরিকানরা নতুন বুস্টার ডোজ নিতে অনিচ্ছুক। প্রশাসন গত সেপ্টেম্বরে এই বুস্টার দেওয়া শুরু করেছে।

এখন পর্যন্ত মডার্না ও ফাইজারের টিকার পরিমার্জিত ডোজের একটি নিয়েছেন মাত্র ৩ কোটি ৫০ লাখ আমেরিকান। অথচ প্রশাসন এর চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি মানুষের জন্য টিকার নতুন ডোজ কিনে রেখেছে।

করোনায় এখনো প্রতিদিন প্রায় ৩০০ আমেরিকান মারা যাচ্ছেন। যদিও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, টিকা ও চিকিৎসার মাধ্যমে এখন করোনাজনিত প্রতিটি মৃত্যুই প্রতিরোধযোগ্য।খবর নিউইয়র্ক টাইমসের

## নতুন উদ্যোগ ও উদ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ৪ঠা ডিসেম্বর সভা আহবান

নিউ ইয়র্ক: দীর্ঘ আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ ও উদ্যমে নিউ ইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এই সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের (ঢাবিয়ান-দের) সদস্য হওয়ার ও সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ উন্মুক্ত রাখবে। সকল দলীয়, আঞ্চলিক ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে উঠে নতুন এ সংগঠন নিউ ইয়র্ক ও সংলগ্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন থাকা সকল প্রাক্তন ঢাবিয়ানদের সংগঠিত করে তাদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য, সংযোগ, ও কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করবে, একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

এই সংগঠন নিউ ইয়র্ক ও সংলগ্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন সকল প্রাক্তন ঢাবিয়ানদের সংগঠিত করবে, গণতান্ত্রিকভাবে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতান্ত্রিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে নিয়ে একটি সুসংগঠিত নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, উদার ও যোগ্য নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার দুপুর ১টায় জ্যামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউস্থ স্টার কাবাব-এ একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত সকল ঢাবিয়ান যারা এই উদ্যোগের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন, তাদেরকে এই উন্মুক্ত সভায় দ্বিধাহীন চিত্তে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, এই উদ্যোগে সকল প্রাক্তন ঢাবিয়ান সাড়া দেবেন এবং নতুন সংগঠনের সাথে যুক্ত হবেন।-বিজ্ঞপ্তি প্রেরক মিনহাজ আহমদ।

# জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন

৫২ পৃষ্ঠার পর

কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে একটি মিলন মেলায় পরিনত হয়। নিউ ইয়র্কের অভিজাত পার্টি হল, গুলশান টেরেসে ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই অনুষ্টানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, কনসাল জেনারেল নিউইয়র্ক,এটর্নি মঈন চৌধুরী,আহমদুল হক বারো ভূঁইয়া পুলক,জালালাবাদ এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক এর সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম,ওয়াসি চৌধুরী ই.এ,আসিফ আহমেদ(কনসুলেট অফিস)নুরুল আজিম,মোঃ আবুল কাশেম,জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারন সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌঃ শেফাজ,রেদওয়ান হক,ব্যরিষ্টার মিজান প্রমুখ।

থ্যাংকস গিভিং ডে উযাপন কমিটির আহ্বায়ক এম উদ্দিন আলমগীরের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও সাবেক শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি,উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম আহমদ ফয়সলের উপস্হাপনায় এই অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারায়ন দেব রায়,ডঃ মাসুদুল হাসান,মোঃ আবু জাহির,বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম,গোলাম কিবরিয়া চৌঃ বেলাল,আলমগীর খান আলম,সাইকুল ইসলাম,গাফ্ফার আহমেদ চৌধুরী,প্রফেসর আব্দুর রহমান,মীর পারভেজ, আশিকুজ্জামান খান লিটন,শিশির বনিক,শাম্মী আক্তার,নাহিদা খানম লোপা,আমির আলী,দেওয়ান মোতাচ্চির মনজু, এবাদুর রহমান, শামীম আহমেদ, করুনা সিন্ধু রায়, মোঃ সাদ, মীর মামুন,

আকবর হোসেন স্বপন,জুয়েল আহমেদ,আজহারুল ইসলাম,ফয়সল আমিন সুমন,বাবু,মোঃ আবুল কালাম,দুলাল বিল্লাহ,আব্দুল কুদ্দুস জয়,শেখ মোস্তাফা কামাল,তুহিন তালুকদার,রবিউল আলম দোলক,মোঃ জুয়েল আহমেদ,খসরু পারভেজ,শাম্মু,শামীম

চৌঃ,সজীব শাকিল খান তানাম প্রমুখ।

থ্যাংকস গিভিং ডের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ দুইটি বড় আকারের টার্কির সাথে অতিথিদের মজাদার নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়.অনুষ্টান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী,তাহমিনা আক্তার মীম,বাউল শিল্পী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সুবীদ ।

অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ফজলুর রহমান চৌধুরী,এডঃ মোঃ নাসির উদ্দীন,ইব্রাহিম খলিল বারো ভুইয়া রিজু ,মহানগর আওয়ামীলিগের সাধারন সম্পাদক এমদাদুর রহমান চৌঃ,শাহ মোঃ সাদেক,জায়েদুল মুহিদ খান,মিয়া মোঃ আছকির,ইঞ্জিঃ জয়নাল আবেদীন খান,বিষ্ণুপদ সরকার,সুকান্ত দাস হরে,নোভেল আমিন প্রমুখ।

উল্লেখ্য উক্ত অনুষ্টানে বৃন্দাবন এলামনাইর বিগত দিনের কার্যক্রমের উপর ১০ মিনিটের একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়. এতে সংক্ষিপ্ত বাণী দেন হবিগঞ্জ-লাখাইর মাননীয় সংসদ সদস্য এডঃ আলহাজ্ব মোঃ আবু জাহির. হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইসরাত জাহান,বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ইলিয়াস বখ্ত চৌঃ জালাল।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে হালাল চিকেন বিতরণ

নিউ ইয়র্ক: গত ১৮ নভেম্বর, শুক্রবার এস্টোরিয়ার আল-আমিন মসজিদ প্রাঙ্গনে থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে তিনশতাধিক মানুষের মাঝে এই হালাল চিকেন বিতরণ করা হয়। কাউন্সিল ওমেন জুলি ওনের সৌজন্যে এই হালাল চিকেন বিতরন করা হয়।

এই সময় কাউন্সিল ওমেন জুলি ওন ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স টুগেদারের সিইও জোনাথন ফারগাস, শাহাবুদ্দিন, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সভাপতি সোহেল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, অরগানাইজিং সেক্রেটারী মইনুল হক চৌধুরী, সোসাল ওয়ার্কার সেক্রেটারী সাব্বির আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবেল আহমেদ, মাসুম পাটোয়ারী, সদস্য সামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনসহ অন্যরা।

উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, সামাজিক ও মানবিক এই কর্মকান্ড ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে বলে জানান।

## অনলাইন গুজব ছড়িয়েছে মার্কিন সেনা : মেটা

৬ পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এর পেছনে রয়েছে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী বা সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য।

আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ইরাক, ইরান, কাজাখস্তান, কিরজিকিস্তান, রাশিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং ইয়েমেনকে লক্ষ্য করে এসব প্রোপাগান্ডা প্রচার করে যুক্তরাষ্ট্র। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ছাড়াও গুজব প্রচারে ব্যবহার করা হয় টুইটার, ইউটিউব এবং টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মও।

যদিও এই ঘটনার পেছনে দায়ী ব্যক্তিরা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে এই ঘটনার সঙ্গে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় সদস্যের যোগসূত্র রয়েছে বলে নিশ্চিত হয়েছি গুজব প্রচারে জড়িত থাকায় ৩৯টি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ১৬টি পেজ ও দুটি গ্রুপ এবং ২৬টি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে মেটা। গুজব ছড়াতে ফেক বা মিথ্যা আইডি এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সৃষ্ট ছবিও ব্যবহার করেছে প্রচারকারীরা।

তবে এই প্রচারণা খুব বেশি ব্যবহারকারীদের মাঝে ছড়ায়নি বলেও দাবি করেছে মেটা।

মেটা প্রতিবেদনে জানায়, এই প্রতিবেদনের কিছু তথ্য আমরা স্বতন্ত্র গবেষণা সংস্থা গ্রাফিকা এবং স্ট্যানফোর্ড ইন্টারনেট অবজারভেটরির সঙ্গে বিনিময় করেছিলাম। সেই তথ্য থেকে সংস্থাগুলো নিজেদের অনুসন্ধান গেল ২৪ আগস্ট প্রকাশ করে।

যদিও এই ঘটনার পেছনে দায়ী ব্যক্তিরা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে এই ঘটনার সঙ্গে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় সদস্যের যোগসূত্র রয়েছে বলে নিশ্চিত হয়েছি।

# জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল করতে আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

দেশের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচিত শহরগুলোর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী করতে প্রকল্প হাতে নিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। 'উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি বিভাগের ১০টি জেলার ২২টি পৌরসভায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ২ হাজার ৫৮০ কোট টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচিত উপকূলীয় শহরগুলোর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করতেই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় সরকার বিভাগ। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ২২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'কোস্টাল টাউনস ক্লাইমেট রেসিলিন্স' শীর্ষক প্রকল্পের মোট ব্যয় ২ হাজার ৫৮০ কোটি টাকার মধ্যে সরকারের নিজস্ব তবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে ৪৩০ কোটি টাকা। বাকি ২ হাজার ১৫০ কোটি টাকা দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে, সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রকল্পটি সংগতিপূর্ণ। কারণ ব্যাখ্যা করে কমিশন বলেছে, সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নবম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে নগর উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ

কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল করতে আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

কমিশন আরও জানিয়েছে, প্রকল্পের আওতায় ৬৬ দশমিক ৫৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। ৩০৯ দশমিক ৯৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হবে। ১ হাজার ৪৫ দশমিক ৮০ মিটার সেতু নির্মাণ করা হবে। ১৪০ দশমিক ৯৭ কিলোমিটার ড্রেইনেজ ও ফ্লাড কন্ট্রোল নির্মিত হবে। ২১টি স্কুল কাম-সাইক্লোন সেন্টার নির্মিত হবে। ৪টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বসবে। এসব বাস্তবায়নে ৪ হাজার ১৬৪ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হবে।

এ ছাড়া দুটি ওপেন স্পেস (গ্রিন, ব্লু স্পেস, পার্ক) ৩টি নেচার বেস সলিউশন, ২২টি বস্তি উন্নয়ন, ২১টি মাল্টিপারপাস মার্কেট নির্মাণ, ৪টি বাস টার্মিনাল এবং ২৭টি যানবাহন কেনা হবে। চলতি বছরের জুলাইয়ে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২০২৯ সালের জুন নাগাদ শতভাগ বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পটি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচিত উপকূলীয় শহরগুলোর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এ অবস্থায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত 'উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প' শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি অনুমোদন করা যেতে পারে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম জানিয়েছেন, 'ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচিত উপকূলীয় শহরগুলোর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী করা এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করতেই এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এটি বাস্তবায়িত হলে ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচিত উপকূলীয় শহরগুলোর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী হবে।'


হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243

*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

# দীর্ঘ বিবাদের পর যৌথ উদ্যেগে 'চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার' সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সদস্য , সাধারণ সদস্য, প্রাক্তন কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ বিশিষ্ট মুরব্বিয়ান, নিউইয়র্ক , নিউজার্সি , ফিলাডেলফিয়া, কানেকটিকাট সহ বিভিন্ন ষ্টেট থেকে আগত সদস্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় একযুগ ধরে চট্টগ্রাম সমিতিতে অচলাবস্থা , হিসেবে অনিয়সের অভিযোগ ও বিবাদের সমাধান কল্পে উভয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে, সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ধারা মেনে ও গৃহীত প্রস্তাবনার মাধ্যমে পত্রিকায়

বিজ্ঞাপন দিয়ে গত ৪ঠা নভেম্বর এই সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়।

চট্টগ্রাম সমিতির আজীবন সদস্য ও প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব সৈয়দ এম রেজার সভাপতিত্বে , জনাব নূরল আনোয়ারের সঞ্চালনায় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন দুই কার্যকরী কমিটির কমিটির সভাপতি সর্ব জনাব মনির আহামদ, আহসান হাবিব, সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সেলিম ও মুক্তাদির বিল্লাহ।

সভার শুরুতে জনাব আনোয়ার সূচনা বক্তব্যে সাধারন সভার কার্যক্রম বর্ণনা ও কর্মসুচি ঘোষনা করেন, যেখানে এজেন্ডা হিসেবে আসে ১) বিগত বিদ্যমান সকল কার্যকরী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড বা সকল প্রকার উপ কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা , ২) নুতন অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি ঘোষণা ৩) সাধারণ সদস্যদের প্রশ্ন / উত্তর পর্ব।

এরপর জনাব মাহাবুবুর রহমান বাদল, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির রুপরেখা ও সাংবিধানিক ধারা , উপ ধারা ব্যাখ্য দিতে গিয়ে বলেন, এ কমিটিতে ১৫ জন সদস্য থাকবে , বৈষম্যহীন ভাবে সকল মেম্বারদের সমান দায়ীত্ব থাকবে , এই কমিটির মেয়াদ হবে ৬ মাস ( বিশেষ প্রয়োজনে আরো তিন মাস বর্ধিত হতে পারে ) , উক্ত ৬ মাসের মধ্যে একটি নিরেপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন ,মেম্বারশিপ ও ভোটার তালিকা হাল নাগাদ করা, যাবতীয় দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্সে নিয়ে কোনো অডিট ফার্মের মাধ্যমে সকল পূর্ববর্তী কমিটির হিসাবের অডিট করানো সহ সমিতি ভবনের নিত্তনৈমত্তিক কাজ দেখ শুনা করা।

উপস্থিত নিরঙ্কুশ সদসদের প্রায় সকলের কণ্ঠ ভোটের ম্যাধমে অন্তরর্তীকালীন কমিটির ইু খধিং ও রেসুলেশন অনুমোদন করেন।

অনুষ্টানে আরো বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব প্রাক্তন সভাপতি যথাক্রমে , মোঃ হানিফ, কাজী আজম, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আফসার উদ্দিন ও আবু তাহের, জনাব আবুল কাসেম ভূঁইয়া, মাকসুদুল হক চৌধুরী , তারিকুল হায়দার চৌধরী, আহমদ নবী, ইঞ্জিনিয়ার জাহঙ্গীর আলম প্রমূখ।

অনুষ্টানের সভাপতি সৈয়দ এম রেজা ১৫ জনের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির নামের তালিকা ঘোষনা করেন, বিপুল করতালির মাধ্যমে তা অনুমোদিত হয়।

নুতন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান, চট্টগ্রাম সমিতির বয়োজৈষ্ঠ প্রবীণ আজীবন সদস্য, প্রাক্তন ট্রাস্টি বোর্ডের কো চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ শাহজাহান সিরিজী।

এ অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্যরা হলেন, সর্বজনাব মনির আহমদ, মোঃ নুরুল আনোয়ার,জয়নাল আবেদিন, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া , মোক্তাদির বিল্লাহ, মাকসুদুল হক চৌধূরী, তারিকুল হায়দার চৌধূরী, আহ্সান হাবিব, আবুল কাসেম, মেহ্বুবুর রহমান বাদল, মোঃ সেলিম, মোঃ আবু তাহের, মীর কাদের রাসেল, মোঃ হারুন মিয়া ও মোঃ সুমন উদ্দীন।

উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অনেকের ভেতর উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রতিষ্টাতা সভাপতি সর্বজনাব আবদুর রহিম, মোঃ জাফর , মফজল আহমদ , রুহুল আমিন, আবু তালেব চান্দু , জসিম উদ্দিন ,মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, মোঃ শাহজাহান, কাওসার চৌধুরী , ইব্রাহিম দিপু, আমজাদ হোসেন ভূঁইয়া, আসিফুর রহমান , মোঃ আজিম। মোঃ ইদ্রিস, মোঃ ইয়াসিন , মোঃ রিদওয়ান , আনোয়ার হোসেন প্রমুখ এবং বিগত উভয় কার্যকরী কমিটির প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ,

অনুষ্টানে প্রাক্তন সভাপতি জনাব আহসান হাবিব ও জনাব মনির আহমেদ , সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে , সঙ্কটময় মুহূর্তে কার্যকরী কমিটির সদস্যরা মেয়াদ পূরণের আগেই কমিটি বিলুপ্তিতে সম্মতি দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, আমরা একটি ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করছি যেখানে চট্টগ্রাম সমিতি চলবে "স্বচ্ছতা", "জবাবদিহিতা", এবং সাধারণ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে । ঐক্যবদ্ধ চট্টগ্রাম সমিতি যেনো স্লোগান সর্বস্ব না হয়।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন-এর সাথে কনসাল জেনারেলের বৈঠক

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর আঞ্চলিক পরিচালক আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। আঞ্চলিক পরিচালক আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন কনসাল জেনারেল ড. ইসলামকে তাঁর কার্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে একটি আলোচনায় যোগ দেন। এ সময় কনস্যুলেট জেনারেলের প্রথম সচিব মিজ ইসরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্টের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হওয়ায় এ বছরটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তাঁরা দু'দেশের সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এক সাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তৈরী পোষাক ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য রপ্তানীজাত পণ্য বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যালস সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীর সম্ভাবনার উপর তাঁরা আলোকপাত করেন। বৈঠকে কনসাল জেনারেল আঞ্চলিক পরিচালক আলেকজান্ডার কে. হার্ডিন-কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলাসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন ও স্বীকৃতির বিষয়ে অবহিত করেন। নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ততা ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জনাব হার্ডিন এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক ও বোঝাপোড়াকে আরো সহজ, সাবলীল ও শক্তিশালী করার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

# হোম কেয়ার

## HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
**প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন**
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
**সম্পূর্ণ ফ্রি**

## সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

**CALL: (718) 775-7852**

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

| Jackson Hts Office | Bronx Office | Yonkers Office | Jamaica Ave. Office |
|---|---|---|---|
| 71-24 35th Avenue | 831 Burke Avenue | 558 E Kimball Ave | 180-15 Jamaica Ave |
| Jackson Hts, NY 11372 | Bronx, NY 10467 | Yonkers, NY 10704 | Jamaica, NY 11432 |
| Ph: 718-775-7852 | Ph: 347-449-5983 | Ph: 718-844-4092 | Ph: 718-785-6883 |
| Fax: 917-396-4115 | Fax: 347-275-9834 | Fax: 917-396-4115 | Fax: 917-396-4115 |

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

# যুক্তরাষ্ট্রে জুড়ে বাড়ীর মর্টগেজ হার নিম্নমুখী, ২০২৩ এ বাড়ীর গড় মুল্য ১০% পর্যন্ত কমতে পারে

পরিচয় রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বাড়ীর মর্টগেজ হার দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য নিম্নগামী ছিল, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তথ্যের বিশ্লেষণে মূল্যস্ফীতি এখনো বড় অংকের । ফেডারেল রিজার্ভ, যদিও এখনও ডিসেম্বরে আরো একবার সুদের হার বাড়াতে পারে, তবে অর্থনীতিবিদরা ফেডারেল রিজার্ভকে সুদের হার বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় ধীরগতি অনুসরণের আহবান জানাচ্ছেন।

মর্টগেজ প্রদানকারী ফ্রেডি ম্যাক অনুসারে, ৩০ বছরের ফিক্সড-রেট মর্টগেজ গড় ছিল ৬.৫৮%, যা গত সপ্তাহে গড়ে ৬.৬১ থেকে কমেছে। এক বছর আগে, ৩০ বছরের ফিক্সড-রেট মর্টগেজ গড় ছিল ৩.১০%।

১৫ বছরের ফিক্সড-রেট মর্টগেজ গড়ও ৫.৯০%তে কমেছে গত সপ্তাহের গড় ৫.৯৮% থেকে। এক বছর আগে, ১৫ বছরের ফিক্সড-রেট মর্টগেজ গড় ছিল ২.৪২%।

যদিও মর্টগেজ হারে অব্যাহত পতন ভালো খবর, ফ্রেডি ম্যাকের মতে, আবাসন বাজারে স্থিতিশীলতার জন্য এখনও একটি দীর্ঘ রাস্তা রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি উচ্চহারে থাকলে, ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হারও উচ্চ রাখতে পারে এবং ভোক্তারা তার প্রভাব অনুভব করতে থাকবে। নভেম্বরে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বৃদ্ধি এ বছরের ষষ্ঠ বৃদ্ধি হিসাবে চিহ্নিত। সুদের হারগুলি মর্টগেজ হারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে কারণ ফেডারেল রিজার্ভ এর সুদের হার হল ব্যাঙ্কগুলির জন্য মূল ঋণ নেওয়ার খরচ[]

এদিকে ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠান মরগ্যান স্টানলির মতে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীর মুল্য ২০২৩ থেকে হ্রাস পেত শুরু করবে এবং ২০২৩ এর শেষ নাগাদ গড়ে বাড়ীর মূল্য ১০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

## ফেসবুক প্রোফাইল থেকে সরছে ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিশ্বাসের অপশন

ফেসবুকে ব্যক্তি পরিচিতি অংশ (প্রোফাইল) থেকে সরানো হচ্ছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অপশনগুলো। প্রোফাইলের 'ইন্টারেস্টেড ইন' অপশন থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছে অন্যতম বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে এ পরিবর্তন আসছে। নতুন এ ঘোষণার ফলে ফেসবুকের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের অপশনগুলো আর প্রোফাইলে দেখা যাবে না। কয়েক হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেওয়ার পরই ফেসবুক এসব পরিবর্তনের কথা জানাল।

বিজনেস ইনসাইডারের খবরে বলা হয়েছে, ব্যবহারকারীদের নোটিফিকেশন পাঠিয়ে এ খবর *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## এবারের শীতে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ঝুঁকি কম থাকবে, আশা ফাউসির

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরের তুলনায় এবারের শীতে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকবে। গত মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) এমন আশাবাদ ব্যক্ত করছেন দেশটির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। কারণ, করোনার সংক্রমণ মোকাবিলায় গত বছরের চেয়ে এবার প্রস্তুতি ভালো মনে করছেন তাঁরা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিকিৎসাবিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা অ্যান্থনি ফাউসি বলেছেন, 'সংক্রমণ ও টিকাদানড়ুই মিলিয়ে পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা তৈরি হয়েছে বলে আশাবাদী প্রশাসন। গত বছর এই সময়ে আমরা যা দেখেছি, এবার আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখতে যাচ্ছি না।'

থ্যাঙ্কসগিভিং উৎসব ঘিরে পরিবারগুলো মিলিত হতে শুরু করেছে। তবে গত বছরের তুলনায় অধিকাংশ আমেরিকানের জন্য এবার করোনাভাইরাস কম ঝুঁকির কারণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগের বছর করোনার অমিক্রন ধরনের কারণে সংক্রমণ বিপজ্জনক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে।ওই সময় প্রেসিডেন্ট বাইডেন আফ্রিকার আটটি দেশ থেকে ভ্রমণ নিষিদ্ধ *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

## ঘরে ঘরে সোনালী এক্সচেঞ্জ'র সেবা পৌছাতে চাই - নিউইয়র্কে 'বৈদেশিক রেমিটেন্স এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এমডি আফজাল করিম

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আফজাল করিম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঘরে ঘরে সেবা দিতে সোনালী এক্সচেঞ্জ আধুনিক অনলাইন ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। অচিরেই অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই গ্রাহকরা অর্থ লেনদেন করতে পারবেন। প্রবাসীদের সেবার মান বাড়তে প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে নতুন শাখা খোলা বা এজেন্ট নিয়োগ করা হবে। সোনালী এক্সচেঞ্জের বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শাখা অচিরেই খোলা হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ শাখা খোলার বিষয়টি সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে উল্লেখ করে তিনি হুন্ডির মাধ্যম নয়, বৈধপথে দেশে অর্থ প্রেরণের জন্য প্রবাসীদের প্রতি *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

## নিউ ইয়র্কে শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্টে প্রথম বাংলাদেশী স্পন্সর নুরুল আজিম

পরিচয় রিপোর্ট: এ সময়ের সবচাইতে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় কণ্ঠশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের এবারের যুক্তরাষ্ট্র কনসার্ট সিরিজের সর্বশেষ আয়োজনটি ছিল গত শনিবার ১৯ সেপ্টেম্বর লং আইল্যান্ডের নাসাউ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশী-আমেরিকানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে - মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কানেকটিকাটের সিনেটর মাসুদুর রহমান

পরিচয় রিপোর্ট:কানেকটিকাটের প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান সিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমান বলেছেন, আমি বাংলাদেশী হিসেবে গর্ববোধ করি। আমাদের কমিউনিটির জন্য আমাদেরই আওয়াজ তুলতে হবে। আমাদের সবাইকে এক সাথে হতে হবে। আমি জানি না সেটা কিভাবে সম্ভব, তবে করতে হবে। আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি। আমরা আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখি। এ কাজে কানেকটিকাট থেকে আমিই শেষ নয় প্রথমজন হিসেবে যুক্ত হতে চাই। সিনেটে অবশ্যই আমি আমার কমিউনিটির হয়ে ফাইট করবো, আওয়াজ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## রোলস রয়েস গাড়ি উপহার পাচ্ছেন বিশ্বকাপে সৌদি ফুটবলাররা

বিশ্বকাপের 'সি' গ্রুপে আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো ও পোল্যান্ডের সঙ্গে পড়ে সৌদি আরব। বিশ্বকাপ শুরুর আগে কেউ কি সৌদির সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছিল? হয়তো না। শক্তি-সামর্থ্যে অ্যারাবিয়ানদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে বাকি তিন দল। আর আর্জেন্টিনা তো বিশ্বকাপের ফেভারিট। সেই হট ফেভারিট দলকে হারিয়েই বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করেছে সৌদি আরব। ফুটবলারদের অসামান্য অর্জনে বেজায় খুশি সৌদি সরকার। আরবের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের প্রত্যেক খেলোয়াড়দের রোলস রয়েস গাড়ি উপহার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সৌদির প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। সংবাদসংস্থা সিএনএন জানিয়েছে, সৌদি যুবরাজ সালমান জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে একটি করে রোলস রয়েস ফ্যান্টম মডেলের গাড়ি উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই মডেলের প্রতিটি গাড়ির দাম প্রায় ৪ লাখ ৬০ হাজার ডলারর।

বিলাসবহুল এই গাড়ি ভি১২ ইঞ্জিনের। এতে ৪৮টি ভালভ আছে।

## জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন

নিউ ইয়র্ক: বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে প্রতিবারের ন্যায় এবারও থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন করছে যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন .এই অনুষ্ঠানটি বৃন্দাবন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

## দীর্ঘ বিবাদের পর যৌথ উদ্যেগে 'চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার' সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: গত ২০ শে নভেম্বর রবিবার অপরাহ্নে ব্রুকলীনের 'লিটল বাংলাদেশ খ্যাত চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার নিজস্ব ভবনে উৎসব মূখর পরিবেশে সমিতির আজীবন *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

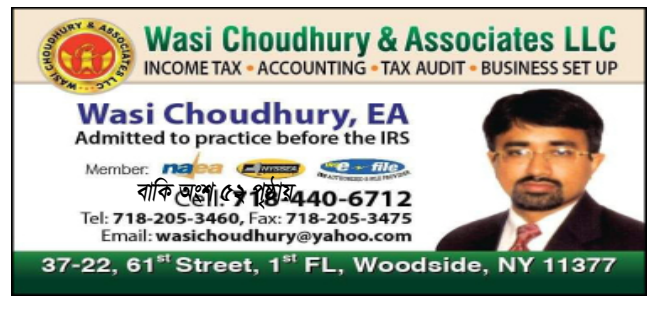


সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯